পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1643, Saturday, August 23, 2025 FREE www.parichoy.com

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, পরবর্তী সরকারের কোনো পদে আমি থাকবো না - মুহাম্মদ ইউনূস

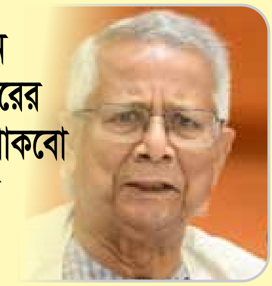

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- রাশিয়াকে দু'সপ্তাহ সময় ট্রাম্পের! শান্তি ফেরাতে ইতিবাচক অগ্রগতি না দেখলে মস্কোর উপর নিষেধাজ্ঞা : ৫ম পাতায়
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবাদে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং রপ্তানি বছরের প্রথম ৬ মাসেই প্রায় এক বিলিয়ন ডলার : ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার করা অর্থে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে এনবিআর : ৫ম পাতায়
- গত পাঁচ বছরে ভারতে বিদেশি পর্যটক আগমনে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, ২য় স্থানেই বাংলাদেশ: ৫ম পাতায়
- আমেরিকা থেকে সয়াবিন কেনা বন্ধ করে দিচ্ছে চিন? বিপদ বুঝে ট্রাম্পকে চিঠি কৃষকদের : ৬ষ্ঠ পাতায়
- যে কোনও সময়ে বাতিলের আশঙ্কা, ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ভিসাধারীর রেকর্ড খতিয়ে দেখছে ট্রাম্প প্রশাসন : ৭ম পাতায়
- হুমকির মুখে আমেরিকান গণতন্ত্র, অধিকাংশ মার্কিনের মত, জানালো রয়টার্স/ইপসোস জরিপ : ৭ম পাতায়
- শেষ লেখায় অনেক অভিযোগ ও প্রশ্ন রেখে গেলেন সাংবাদিক বিভুরঞ্জন : ৯ম পাতায়

আমেরিকা-বিরোধী' পোস্ট দিলে মিলবে না যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা, নাগরিকত্ব

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চীনের 'কৌশলগত জোটের' গুঞ্জন বাড়ছে

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● প্রেসিডেন্ট শি আমাকে বলেছেন, আপনি ক্ষমতায় থাকাকালীন আমি তাইওয়ানে আক্রমণ করব না। জবাবে আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। তবে এরপরই তিনি বলেন, মনে রাখবেন, আমার ধৈর্য অনেক এবং চীনও যথেষ্ট ধৈর্যশীল। - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নতুন সরকারে কোনো পদেই আমি থাকছি না - যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেসারাট নিউজে লিখিত নিবন্ধে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

● মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, শেখ হাসিনাকে এক করে দেখবেন না। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, তত দিন জয় বাংলা থাকবে, তত দিন বঙ্গবন্ধু থাকবে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পিতা থাকবে।'- কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

● 'একটা গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু এটা নিয়ে কেউ চিন্তা করি নাই। গণঅভ্যুত্থান কী? একটি সরকার পালিয়ে গেলে কী গণঅভ্যুত্থান হয়?' - কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার

● 'যদি ভারত সরকার সত্যিই দেশ থেকে অবৈধ বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠাতে চায়, তাহলে প্রথমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই ফেরত পাঠানো উচিত। যিনি ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারতে বসবাস করছেন।'- ভারতের এমপি ও রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি

● আগামী ৭-৮ বছরে বাংলাদেশ হবে ক্যাশলেস ইকোনমির বড় কেন্দ্র - বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর

● আওয়ামী লীগের পলায়নের পর বিএনপিকেও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করতে দেশি-বিদেশি মহলের প্ররোচনায় আবারও একটি নতুনমাইনাস-টু ফর্মুল্ সক্রিয় হয়েছে। - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস

● আমার প্রতিভা খুব কম, স্রষ্টার দেওয়া উপহার নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করি: শাহরুখ খান

রাশিয়াকে দু'সপ্তাহ সময় ট্রাম্পের!
শান্তি ফেরাতে ইতিবাচক অগ্রগতি না দেখলে মস্কোর উপর নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক : গত শুক্রবার (১৫ আগষ্ট) আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তার পরে চলতি সপ্তাহের শুরুতে হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গেও পৃথক বৈঠক সারেন তিনি। ওই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারাও হোয়াইট হাউসে ছিলেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে মুখোমুখি বসাতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে ইতিমধ্যে পৃথক ভাবে বৈঠক সেরে নিয়েছেন তিনি। এ বার পুতিন এবং জেলেনস্কিকে এক টেবিলে বসাতে চান ট্রাম্প। তবে ওই বৈঠক কবে হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ অবস্থায় রাশিয়াকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন ট্রাম্প। বৈঠকে বসার জন্য পুতিনকে আরও দু'সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিলেন তিনি। এর মধ্যে বৈঠক না-হলে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পথে হাঁটতে পারে আমেরিকা।

সংবাদমাধ্যম 'সিএনএন'-এর তরফে শুক্রবার (২২ আগষ্ট) হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ট্রাম্পকে। জানতে চাওয়া হয়েছিল, পুতিন আলোচনার টেবিলে না-বসলে কি কোনও পদক্ষেপই করবেন না ট্রাম্প? প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমরা দেখছি

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবাদে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং রপ্তানি বছরের প্রথম ৬ মাসেই প্রায় এক বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : কম জনবল, কম সময়, কিন্তু আউটপুট বা ফলাফল আরও ভালো। এভাবেই দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি গ্রহণ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), আইটি-এনাবলড সার্ভিসেস (আইটিইএস), বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) খাত ও ফ্রিল্যান্সারদের কাজে আমূল পরিবর্তন আনছে।

এআই টুলস দেশের তরুণ কর্মশক্তির টেকনিক্যাল দক্ষতা ও ইংরেজি পারদর্শিতা বাড়িয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের দক্ষতার ঘাটতি কমাচ্ছে। এর সহায়তায় অটোমেশন দ্রুততর হচ্ছে, আরও উন্নত ও উচ্চমূল্যের কাজের সুযোগ উন্মুক্ত হচ্ছে।

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

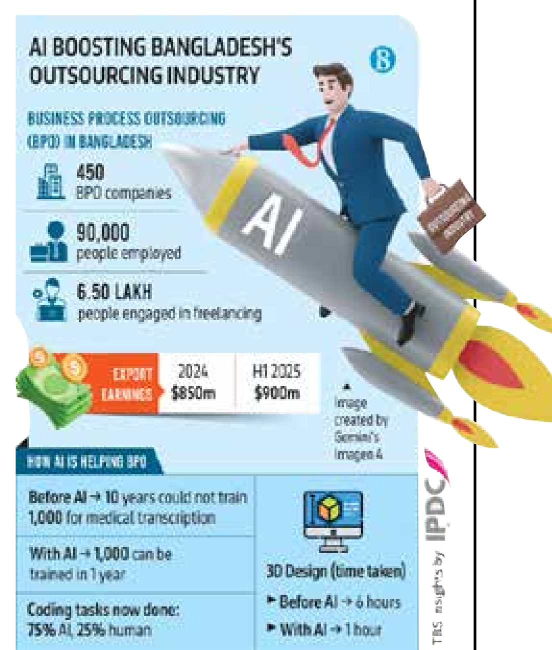

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার করা অর্থে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে এনবিআর

পরিচয় ডেস্ক : এই অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শেখ হাসিনার আমলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটবেজ (সিবিএস) নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের লোক বসিয়ে বহু তথ্য গায়েব করে দিয়েছে জানিয়ে আহসান হাবিব বলেন, 'আশার বিষয় হচ্ছে মুছে দেয়া তথ্য উদ্ধারে দক্ষতা অর্জন করেছে সিআইসি।'

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়া প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি দেশের সাতটি শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে বলে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে জানান সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব। রোববার (১৭ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান ও সিআইসি মহাপরিচালক প্রধান উপদেষ্টার সামনে এসব তথ্য তুলে ধরেন বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উল্লিখিত পাঁচটি দেশ ছাড়াও অন্য নয়টি দেশে ৩৫২টি পাসপোর্টের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো কিছু

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

৮ মামলায় জামিন পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

পরিচয় ডেস্ক : সামরিক বাহিনীর অবকাঠামোতে হামলার অভিযোগে দায়ের করা আটটি মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে জামিন দিয়েছে আদালত।

তবে আটটি মামলায় জামিন পেলেও এখনই কারামুক্ত হতে পারছেন না দেশটির সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। কেননা একটি দুর্নীতির মামলায় চৌদ্দ বছরের সাজা রয়েছে ইমরান খানের। গত ২২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার আট মামলায় তাকে জামিন দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

গত পাঁচ বছরে ভারতে বিদেশি পর্যটক আগমনে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, ২য় স্থানেই বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : ভারত ভ্রমণে বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে বাংলাদেশিরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। গত পাঁচ বছরের বিদেশি পর্যটক আগমনের (এফটিএ) তালিকায় এ তথ্য জানায় ভারত সরকার। শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই তথ্য উপস্থাপন করেন। সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে বিদেশি পর্যটকদের আগমনের (এফটিএ) সংখ্যা ছিল ৯৯.৫২ লাখ।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ইকোনোমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারত ভ্রমণে শীর্ষ ১০ দেশগুলো হলো-যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, ফ্রান্স ও সিঙ্গাপুর।

বছরভিত্তিক হিসাবে দেখা যায়, ভারতে বিদেশি পর্যটক আগমন ছিল ২০২০ সালে ২৭.৪৫ লাখ, ২০২১ সালে ১৫.২৭ লাখ, ২০২২ সালে ৬৪.৩৭ লাখ, ২০২৩ সালে ৯৫.২১ লাখ এবং ২০২৪ সালে ৯৯.৫২ লাখ।

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

আমেরিকা থেকে সয়াবিন কেনা বন্ধ করে দিচ্ছে চিন? বিপদ বুঝে ট্রাম্পকে চিঠি কৃষকদের

পরিচয় ডেস্ক : চিন বিশ্বের বৃহত্তম সয়াবিন আমদানিকারক দেশ। প্রতি বছর আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে সয়াবিন তারা আমদানি করে। কিন্তু সম্প্রতি আমদানি কমেছে।

আমেরিকা থেকে কি সয়াবিন কেনা পুরোপুরি বন্ধ করে দিচ্ছে চিন? পাকাপাকি ভাবে তেমন কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। তবে বেজিঙের একাধিক পদক্ষেপে তেমন ইঙ্গিত মিলেছে। আমেরিকার সয়াবিনের বরাত অনেক কমিয়ে দিয়েছে চিন। পরিবর্তে অন্য একটি দেশ থেকে সয়াবিন আমদানি বেড়েছে। ঘটনাচক্রে, সেই দেশের সঙ্গে চিনের পাশাপাশি ভারতের সম্পর্কও বন্ধুত্বপূর্ণ। কয়েকটি রিপোর্টে দাবি, সয়াবিন আমদানির জন্য চিন বিকল্প হিসাবে বেছে নিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলকে।

আমেরিকার বিপরীতে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক জোট ব্রিক্স-এর সদস্য ভারত, চিন এবং ব্রাজিল। এর আগে এই দেশগুলির পণ্যে বাড়তি শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিনের উপর এখনও আমেরিকা তেমন কোনও শুল্ক আরোপ করেনি। তবে ভারতকে ৫০ শতাংশ শুল্কের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ব্রাজিলের উপরেও ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে ব্রিক্স-এর সদস্য দেশগুলি আমেরিকার বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। ভারতীয় পণ্যের জন্য রাশিয়া এবং চিন আগেই দরজা খুলে দিয়েছে। এ বার সয়াবিন আমদানিতে ব্রাজিলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে বেজিং।

চিন বিশ্বের বৃহত্তম সয়াবিন আমদানিকারক দেশ। প্রতি বছর আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে সয়াবিন তারা আমদানি করে। কিন্তু সম্প্রতি আমদানি কমেছে। এমনকি, আগামী সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য এক টন সয়াবিনের বরাতও দেওয়া হয়নি বলে দাবি। পরিবর্তে সয়াবিনের বরাত যাচ্ছে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ায়। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন কৃষকেরা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। ব্লুমবার্গের রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকার সয়াবিন উৎপাদনকারী কৃষকদের তরফে সমস্যার কথা জানিয়ে ট্রাম্পকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘‘আমাদের সবচেয়ে বড় গ্রাহকের সঙ্গে এ ভাবে বাণিজ্য বিরোধ চলতে থাকলে আমরা টিকতে পারব না।’’ চিনের শুল্ক দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে জুলাই পর্যন্ত আমেরিকা থেকে ৪.২ লক্ষ টন সয়াবিন আমদানি করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১১.৪৭ শতাংশ কম। ব্রাজিলে শুধু গত মাসেই চিনের সয়াবিন আমদানি প্রায় ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনের সয়াবিনের ৯০ শতাংশ এখন ব্রাজল থেকে যাচ্ছে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, সয়াবিনের প্রধান জোগানদার হিসাবে যদি ব্রাজিলকে বেছে নেয় চিন, তবে আমেরিকার কৃষকেরা বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হবেন। কিছু দিন আগে এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ট্রাম্প নিজেও। চিনকে আমেরিকা থেকে আরও বেশি করে সয়াবিন আমদানি করতে বলেছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন, দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে সয়াবিন। কিন্তু তার পরেও ব্রাজিলে সয়াবিনের বরাত বাড়ছে।

‘ডিপ স্টেট’-এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ট্রাম্প, চাকরি হারাচ্ছেন সিআইএ কর্মকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গোয়েন্দা সংস্থার ওপর আক্রমণ আরও তীব্র করেছেন। সম্প্রতি, সিআইএর একজন শীর্ষ কর্মকর্তাসহ মোট ৩৭ জন কর্মরত ও সাবেক কর্মকর্তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘সংবিধানের প্রতি শপথ ভঙ্গের’ অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ১৯ আগস্ট, আমেরিকার জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড এই কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করেন। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে সিআইএ কর্মকর্তা শেলবি পিয়ারসন এবং ভিন এনগুইয়েনও রয়েছেন, যাঁরা ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন।

তাঁদের এই বরখাস্তের ঘটনা ট্রাম্পের ‘ডিপ স্টেট’ বা ‘সমান্তরাল প্রশাসন’-এর বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জ্যেষ্ঠ সিআইএ কর্মকর্তাদের অপসারণের ঘটনা বর্তমান ও সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা ল্যারি ফাইফার বলেন, ‘নিরাপত্তা ছাড়পত্র হারানো মানে কর্মজীবনের সমাপ্তি।’ অনেক কর্মকর্তা অবসরের পর পরামর্শক হিসেবে কাজ করার জন্য এই ছাড়পত্রের ওপর নির্ভরশীল।

একটি অভ্যন্তরীণ সূত্র অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের কারণে কর্মকর্তারা এখন বিতর্কিত বিষয়ে কাজ করতে বা বিশ্লেষণ করতে ভয় পাচ্ছেন।

ট্রাম্প প্রশাসন এর আগেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করেছে। তবে এবারই প্রথম এত উচ্চপদে কর্মরত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। একজন সাবেক সহকর্মী বলেন, ‘সবাই এতটাই ভীত যে তাঁরা চারপাশে তাকিয়ে দেখছে, ভাবছে এরপর আমার পালা।’ বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

‘ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি কৌশলগত বিপর্যয় হবে’, প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকির মুখে ট্রাম্পের তুমুল সমালোচনা

পরিচয় ডেস্ক : চিনের বিপদ মনে করিয়ে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন নিকি হ্যালি। রাশিয়াকে কোণঠাসা করে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চাইছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই লক্ষ্য পূরণে ভারতকে পাল্টা চাপে রাখার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে হোয়াইট হাউস। রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্যের অজুহাতে ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি। ভারতের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুমুল সমালোচনা শোনা গেল তাঁর মুখে। ভারতকে দূরে ঠেলার কড়া মূল্য চোকাতে হতে পারে আমেরিকাকে, সতর্ক করেছেন তিনি। বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

শুল্ক ইস্যুতে ট্রাম্পের ‘পাগলামি’র সমালোচনা, এফবিআই-এর রোষানলে প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক : শুল্কের খাঁড়া হাতে বিশ্বজুড়ে দাপাদাপি শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এহেন ‘পাগলামি’তে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে আমেরিকার অন্দরেই। তবে কোনওরকম সমালোচনা সহ্য করতে নারাজ গোঁয়ার ট্রাম্প। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর রোষানলে পড়লেন প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। তল্লাশি অভিযান চলল তাঁর বাড়িতে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জেরেই এই প্রতিহিংসার রাজনীতি বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

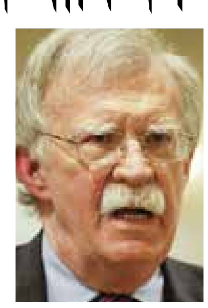

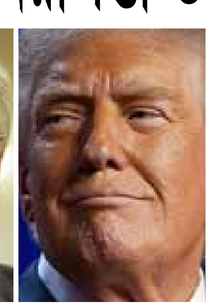

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম ‘হিন্দুস্থান টাইমস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে ‘বিকৃত রাষ্ট্রপতি’ বলে তোপ দেগেছিলেন বোল্টন। ভারতের উপর আমেরিকার শুল্ক চাপানোর ঘটনাকে অত্যন্ত খারাপ সিদ্ধান্ত বলে তোপ দাগেন তিনি। যেখানে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হচ্ছে, সেই একই কাজের জন্য চিনকে রেহাই দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা। এক্স হ্যান্ডেলে ট্রাম্পকে তোপ দেগে তিনি লেখেন, ‘যেখানে রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতের উপর বাড়তি শুল্ক চাপানো হচ্ছে, সেখানে চিনকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে। হতে পারে এই ঘটনায় ভারতকে বেজিং ও মস্কোর আরও কাছাকাছি এনে দেবে। অজান্তে হলেও ট্রাম্প প্রশাসনের এই উদাসিনতা এক বড়সড় ভুল।’

প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনের এই বার্তা সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায় মার্কিন রাজনীতিতে। এরপরই শুক্রবার সকালে জানা যায় এফবিআই তল্লাশি চালাচ্ছে বোল্টনের বাড়িতে। নিউইয়র্ক পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা থেকে সরে এলেন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক : মাস্ক তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের জানিয়েছেন, তিনি এখন তার কোম্পানিগুলোর ওপর মনোযোগ দিতে চান এবং এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চান না যা রিপাবলিকান বা তাদের ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে পারে। চলতি বছরের জুলাইয়ে ‘আমেরিকা পার্টি’ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। ট্যাক্স কমানো এবং ব্যয় বিল নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের পর এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

আমেরিকা-বিরোধী’ পোস্ট দিলে মিলবে না যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা, নাগরিকত্ব

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস বা কাজের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এখন থেকে ‘আমেরিকা নিয়ে মনোভাব’ খতিয়ে দেখা হবে। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেদনকারীদের কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখার বিষয়টিও রয়েছে। কোনও আবেদনকারীর কর্মকাণ্ডে যদি ‘আমেরিকাবিরোধী মনোভাব’ চিহ্নিত করা হয়, তবে তাকে আর ভিসা দেবে না মার্কিন সরকার। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এমনটাই ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করবেন, তাদের ক্ষেত্রেও অতীতে ‘আমেরিকাবিরোধী মনোভাব’ এর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে যাচাইবাছাই করা হবে বলেও জানিয়েছে ইউএসসিআইএস।

গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবার (ইউএসসিআইএস) মুখপাত্র ম্যাথিউ ট্র্যাজেসার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নতুন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বিষয়ক কর্মকর্তারা আবেদনকারীদের ‘আমেরিকা-বিরোধী কর্মকাণ্ড বা সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যোগসাজশ’ বা তাদের ‘ইহুদিবিরোধী কর্মকাণ্ডের কোনো প্রমাণ’ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন গত জুন থেকেই যেকোনো ভিসা বা অভিবাসন আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই করে দেখছে। এখন এর আওতা বাড়িয়ে কোনো ধরনের ‘আমেরিকাবিরোধী’ কর্মকাণ্ড বা মনোভাবের সঙ্গে আবেদনকারীর যোগসাজশ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

অভিবাসন নীতির ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের দমনমূলক পদক্ষেপের সর্বশেষ সংযোজন এটি। নতুন এসব নিয়মের অনেকগুলোই অভিবাসী ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা নিরুৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে মার্কিন সরকারের নতুন এই ঘোষণা তাৎক্ষণিকভাবে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। অনলাইন *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যে কোনও সময়ে বাতিলের আশঙ্কা, ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ভিসাধারীর রেকর্ড খতিয়ে দেখছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক : বৈধ ভাবে আমেরিকায় বসবাস করছেন এমন বিদেশিদের উপরে কোপ পড়তে চলেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অবৈধ অভিবাসীদের উপর খড়্গহস্ত ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকা জুড়ে চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। এ বার বৈধ ভাবে আমেরিকায় বসবাস করছেন এমন বিদেশিদের উপরেও কোপ পড়ার আশঙ্কা। প্রায় ৫৫ মিলিয়নের বেশি বিদেশির নথি খতিয়ে দেখতে চলেছে ওয়াশিংটন। সূত্রের খবর, কোনও অনিয়ম দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ভিসা বাতিল করে দেওয়া হবে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মার্কিন বিদেশ দপ্তর জানিয়েছে, ভিসার অপব্যবহার, মানুষকে হুমকি, অপরাধমূলক কাজ বা সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার

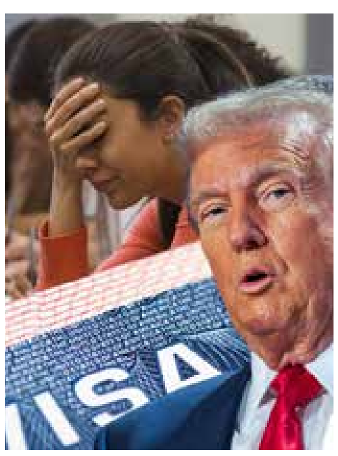

অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ভিসা বাতিল হবে। বিদেশ দপ্তর আরও জানিয়েছে, সব ধরনের মার্কিন ভিসা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

একটি বিবৃতিতে বিদেশ দপ্তর আরও বলেছে, ‘আমরা সব ধরনের তথ্যই খতিয়ে দেখছি। ভিসা দেওয়ার আগে এবং পরে, নতুন করে যদি কোনও গরমিল থাকে, তা হলে রেয়াত করা হবে না।’

গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেই আমেরিকায় অবৈধ ভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের পাশাপাশি শিক্ষার্থী এবং ভিজ□টর এক্সচেঞ্জ ভিসা হোল্ডারদের উপরেও কড়া নরজদারি শুরু করে ট্রাম্প প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকায় যাঁদের বৈধ ভাবে থাকার অনুমতি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

হুমকির মুখে আমেরিকান গণতন্ত্র, অধিকাংশ মার্কিনের মত, জানালো রয়টার্স/ইপসোস জরিপ

পরিচয় ডেস্ক : টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ায় কংগ্রেসের আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে তীব্র বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। আমেরিকান গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে দেখছেন অধিকাংশ মার্কিনরা। রয়টার্স/ইপসোস পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশি আমেরিকান মনে করছেন, দলীয় স্বার্থে জেরিম্যান্ডারিং বা আসনের সীমানা কাটাছেঁড়া করা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর এবং এর ফলে আমেরিকা তীব্র রাজনৈতিক বিভাজনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কার্বন ডাই অক্সাইডকে ‘দূষণকারী’ গ্যাসের তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে আমেরিকা! বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্প সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি বা ইপিএ) জানিয়েছে, এতদিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে যতটা ‘দূষণকারী’ মনে করা হত আদৌ তা নয়।

কার্বন ডাই অক্সাইডকে ‘দূষণকারী’ গ্যাসের তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে আমেরিকা! বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত

ট্রাম্প সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি বা ইপিএ) জানিয়েছে, এতদিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে যতটা ‘দূষণকারী’ মনে করা হত আদৌ তা নয়। ২০০৭ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, ‘দূষণহীন বায়ু আইন’-এর অধীনে ‘গ্রিনহাউস গ্যাস’ হিসেবে চিহ্নিত কার্বন ডাই অক্সাইড। ফলে ‘বাতাসের বিষ’ হিসাবে চিহ্নিত ওই গ্যাসটি। কিন্তু মাস কয়েক আগে ইপিএ ঘোষণা করেছে যে তারা কয়লা এবং গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের বর্তমান সীমারেখা বদলানোর চেষ্টা করবে। কারণ, সেই সীমারেখার অন্যতম অংশীদার কার্বন ডাই অক্সাইড। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে তা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সংক্রান্ত সংস্থার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ শিল্পগোষ্ঠীগুলির চাপেই এমন পদক্ষেপ করেছে ট্রাম্প সরকার। অন্য দিকে, বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদদের একাংশ মনে করছেন ইপিএর সিদ্ধান্ত যথার্থ। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ছয় হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। তাদের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করাসহ আরও বেশ কয়েকটি অভিযোগ করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) পররাষ্ট্র দফতরের একজন কর্মকর্তা এমন তথ্য জানান। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ফক্স ডিজিটালের প্রতিবেদনে প্রথম প্রকাশিত এই পদক্ষেপটি এসেছে, যখন ট্রাম্প প্রশাসন তার অভিবাসন দমন অভিযানের অংশ হিসেবে ছাত্র ভিসার প্রতি বিশেষভাবে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। সোশ্যাল *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, পরবর্তী সরকারের কোনো পদে আমি থাকবো না - মুহাম্মদ ইউনূস

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেসারাট নিউজে লেখা এক নিবন্ধে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। আর নির্বাচন শেষেই তিনি রাষ্ট্রের সব দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। নির্বাচনে যে সরকার গঠিত হবে সেটির কোনো পদেই থাকবেন না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন করা। যেখানে সব দলের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। প্রবাসী নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাও আমাদের অঙ্গীকার।

প্রফেসর ইউনূসের নিবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো:

'এক বছর আগে, এই মাসেই বাংলাদেশের হাজার হাজার সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিক্ষার্থী, যাদের পেছনে ছিল সমাজের সব স্তরের অগণিত মানুষের সমর্থন, আমাদের জাতির ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়েছিল। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমেই তারা একজন স্বৈরাচারকে ৫ আগস্ট দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। যা শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। তাদের আহ্বানে ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে একজন অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে আমি শপথ গ্রহণ করি। আমাদের লক্ষ্য ছিল দেশকে স্থিতিশীল করা এবং গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে নেওয়া। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল একটি সাধারণ দাবি থেকেড়সরকারি চাকরিতে ন্যায্যতার নিশ্চয়তা। কিন্তু তা রূপ নেয় বিশ্বের প্রথম জেনারেশন জেড বিপ্লবে। এই বিপ্লব তরুণদের জন্য একটি আদর্শ হয়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক উত্তরণের স্বীকৃতি হিসেবে দ্য ইকোনমিস্ট ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে কান্ট্রি অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করে। যদিও আমরা তখন ব্যস্ত ছিলাম অর্থনীতি পুনর্গঠন, নির্বাচন প্রস্তুতি এবং লুট হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে, কিন্তু বিশ্ব আমাদের অগ্রগতির প্রশংসা করে।

আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার ছিলড়নির্যাতনে নিহত বা আহত পরিবারগুলোর ক্ষতিপূরণ এবং লুটপাট হওয়া অর্থ ফেরত আনা। টিআইবি জানিয়েছে, আগের সরকার প্রতি বছর ১০ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছে।

ক্ষমতা গ্রহণের সময় আমরা দেখিড়প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গেছে, অর্থনীতি বিপর্যস্ত এবং হাজার হাজার মানুষ নির্যাতনকেন্দ্রে আটক। কিন্তু ধাপে ধাপে আমরা পুনর্গঠন শুরু করেছি।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেড়এই ঘোষণা আমি দিয়েছি এবং স্পষ্ট করেছি। তাছাড়া পরবর্তী সরকারে আমি কোনো নির্বাচিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত পদে থাকবো না। আমাদের মূল লক্ষ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, যেখানে সব দলের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। প্রবাসী নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাও আমাদের অঙ্গীকার। একইসঙ্গে, আমরা নতুন সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছি, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা প্রতিবেশী ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছি। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিওর সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। যুক্তরাজ্য, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ আমাদের সহায়তা করে যাচ্ছে।মআমরা একা নইড়এই পথে বিশ্বের সমর্থন আমাদের সঙ্গে রয়েছে'ৰ

বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরিতে জড়িত ৫ দেশের নাগরিক, চার্জশিট শেষ পর্যায়ে

পরিচয় ডেস্ক : গত ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘটা বহুল আলোচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির অনুসন্ধানে বাংলাদেশ ছাড়াও অন্তত চার দেশের নাগরিকের এই অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। মামলার চার্জশিট প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে রয়েছে, শিগগিরই আদালতে দাখিল হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক রয়েছেন।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগের তৎকালীন কয়েকজন কর্মকর্তা, কর্মচারী ছাড়াও ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তার গুরুতর গাফিলতি ছিল। এমনকি

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

পিআর পদ্ধতি সংবিধানে নেই, সংবিধানের বাইরে যেতে পারি না - প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশেরপ্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, "আনুপাতিক পদ্ধতি বা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন সংবিধানে নেই। সংবিধানের বাইরে আমরা যেতে পারি না। এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। আমি এর মধ্যে ঢুকতে চাই না। যদি আইন পরিবর্তন হয় তাহলে হবে।" শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে রাজশাহী আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আগে তিনি এসব কথা বলেন।

সিইসি বলেন, "নির্বাচন হবে কি হবে না, এ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের বক্তব্যের ভেতর আমরা যেতে চাই না। প্রধান উপদেষ্টার চিঠি পাওয়ার পর থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রমজানের আগে যাতে নির্বাচন হয় তার জোর প্রস্তুতি চলছে।" তিনি বলেন, "ভোটার তালিকা হালনাগাদ হয়ে গেছে। ভোটের জন্য কেনাকাটা এগিয়ে চলছে। সীমানা নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করেছি। আগামী ২৪ আগষ্ট রোববার থেকে নির্বাচনি সীমানার শুনানি শুরু হচ্ছে। ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি চলবে।"

এ এম এম নাসির উদ্দীন আরও বলেন, "স্ট্রাইকিং ফোর্স নয়,

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

জীবনের শেষ লেখায় অনেক অভিযোগ ও প্রশ্ন রেখে গেলেন সাংবাদিক বিভুরঞ্জন

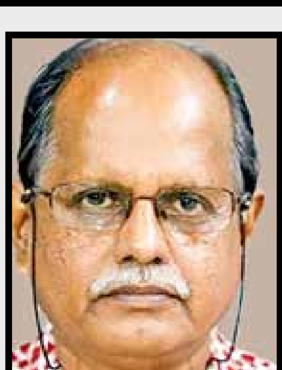

পরিচয় ডেস্ক : আমার জীবনে কোনো সাফল্যের গল্প নেই। সাংবাদিক হিসেবেও এ-ডাল ও-ডাল করে কোনো শক্ত ডাল ধরতে পারিনি। আমার কোথাও না কোথাও বড় ঘাটতি আছে। এই ঘাটতি আর কাটিয়ে ওঠা হলো না। দুঃখই হোক আমার জীবনের শেষ সঙ্গী। আর পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক।'

এই লেখাগুলো সিনিয়র সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের। একদিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার (২৩ আগষ্ট) যার মরদেহ মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধারের খবর জানায় পুলিশ।

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

কলকাতায় 'বাংলাদেশি রোহিঙ্গা' বলে কয়েকজন মুসলিম ছাত্রকে পেটাল স্থানীয়রা

পরিচয় ডেস্ক : কলকাতার অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা শিয়ালদহ। মধ্য কলকাতার এই অঞ্চলে কলকাতার ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন অবস্থিত। স্টেশনের কাছেই দীর্ঘদিনের পুরনো হোস্টেল কারমাইকেল। মূলত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য তৈরি ওই হস্টেলে থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন বহু ছাত্র। বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ওই

হোস্টেলের কয়েকজন মুসলিম ছাত্র পাশের একটি দোকানে যান মোবাইলের কভার কিনতে।

ওই দোকানে গিয়ে ছাত্ররা বাংলায় কথা বলেন। এরপর হঠাৎ তাদের ওপর চড়াও হন স্থানীয় কয়েকজন। ভুক্তভোগী ছাত্রদের অভিযোগ, তাদের "বাংলাদেশি", "রোহিঙ্গা" ইত্যাদি বলা হচ্ছিল। ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলে প্রথমে

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চীনের 'কৌশলগত জোটের' গুঞ্জন বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক : দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক জোট তৈরির চেষ্টা করছে পাকিস্তান এবং চিন। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনও দাবি করেছেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা একটি ত্রিদেশীয় কৌশলগত জোট তৈরি করতে চান।
বেজিং, ইসলামাবাদ এবং ঢাকার কূটনৈতিক সমীকরণ ঘিরে গুঞ্জনের মাঝেই চিন সফরে গেলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গত ২১ আগষ্টবৃহস্পতিবার সকালেই চিনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে, ওয়াকার এমন এক সময়ে চিন সফরে যাচ্ছেন, যখন চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই পাকিস্তানে রয়েছেন। আবার শনিবার ২৩ আগষ্ট পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের ঢাকা সফর শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক জোট তৈরির চেষ্টা করছে পাকিস্তান এবং চিন। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য বর্তমানে বহুদেশীয় গোষ্ঠী 'সার্ক' রয়েছে। কিন্তু প্রায় এক দশক ধরে 'সার্ক' প্রায় নিষ্ক্রিয়। এ অবস্থায় নতুন একটি আন্তর্জাতিক জোটে ঢাকাকেও কাছে টানতে চাইছে ইসলামাবাদ এবং বেজিং। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনও দাবি করেছেন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা একটি ত্রিদেশীয় কৌশলগত জোট তৈরি করতে চান।
পাকিস্তান এবং চিনের সঙ্গে ওই প্রস্তাবিত ত্রিদেশীয় জোটে যোগ দিতে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। বেজিংকে বেশ কয়েক দফায় নিজেদের সেই অবস্থান *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

'ভারতের মাটি থেকে...', গুরুতর অভিযোগ ইউনূস সরকারের, দিল্লি বলল 'এমন কিছু জানি না'

পরিচয় ডেস্ক : শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ ভারতের মাটি থেকে বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বলে বুধবারই অভিযোগ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের বিদেশ মন্ত্রক। তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিল ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে কোনও বাংলাদেশ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে খবর নেই ভারত সরকারের কাছে। আরও বলা হয়েছে কোনও বিদেশি রাজনৈতিক দলকে ভারতের মাটিতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। ঢাকার অভিযোগগুলিকে 'মিসপ্লেসড' বলেছে নয়াদিল্লি।
শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে যত দ্রুত সম্ভব অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করার আহ্বান জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের সরকারি মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'জনগণের ইচ্ছা এবং জনাদেশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে যত *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী, দেখা করবেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, হবে একাধিক চুক্তি সই

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে শেখ হাসিনার জমানায় ইসলামাবাদ এবং ঢাকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি হয়নি। হাসিনা সরকারের পতনের পরে ঢাকা এবং ইসলামাবাদের কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক দূরত্ব হ্রাস পাওয়ার ইঙ্গিত মেলে।
তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার। ২৩ আগষ্ট শনিবারই ঢাকায় পৌঁছান তিনি। ২৪ আগষ্ট রবিবার মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে একান্তে এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক করবেন তিনি।
বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিবেদন অনুসারে, ওই বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ'টি চুক্তি বা সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষরিত হবে। দুই দেশে সরকারি এবং কূটনৈতিক পাসপোর্ট রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ভিসা বিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা এবং ইসলামাবাদ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এই সংক্রান্ত চুক্তিটি রবিবার স্বাক্ষরিত হতে পারে। তা ছাড়া দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও নিবিড় করার বিষয়টিও চূড়ান্ত হতে পারে রবিবারের বৈঠকে।
২৪ আগষ্ট রবিবার বিকেলে বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান ইউনূসের সঙ্গে দেখা করবেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী। তিন দিনের সফরে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও দেখা করার কথা তাঁর। এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, তাতে গুলশনের বাসভবনে গিয়ে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে

দেখা করবেন পাক বিদেশমন্ত্রী। জামায়তে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে তাঁর।
পাক বিদেশমন্ত্রীর সফর প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা বলেন, "অন্য অনেক দেশের মতোই আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। যেখানে ব্যবসা, বিনিয়োগের পাশাপাশি মানুষের চলাচল সুগম করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অতীতে অকারণে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।"
বস্তুত, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার জমানায় ইসলামাবাদ এবং ঢাকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি হয়নি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

২৪ আগষ্ট কি আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতের নির্বাচনি রোডম্যাপ বাংলাদেশে ?

পরিচয় ডেস্ক :২৪ আগষ্ট রোববার নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। রোডম্যাপ আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন আয়োজনের আশা কতটা জাগাতে পারবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।
কারণ, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে পর্যয়ক্রমে ৪০ লাখ ইউরোর সহায়তা প্যাকেজ

দেবে তারা। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এবার 'ভোটার এডুকেশন'কেও গুরুত্ব দিচ্ছে ইইউ।
আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছে ইইউ? নির্বাচনে ন্যূনতম কোন কোন বিষয় নিশ্চিত করলে তাকে আন্তর্জাতিক মানের বলা যায়? সেসব নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশ সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে কী কী চ্যালেঞ্জ জয় করতে হবে?
বিশ্লেষকরা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভোটে সহযোগিতার বার্তা সেনাপ্রধানের, 'ইনক্লুসিভ' শব্দ বাদ জে: ওয়াকারের

পরিচয় ডেস্ক : আওয়ামি লিগের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে তিনি আগ্রহ দেখাননি। আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হওয়া নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন অনিশ্চয়তার বাতাস বইছে, সেই সময়েই সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান জানিয়ে দিলেন,ওদেশ এখন নির্বাচনের দিকে -এগিয়ে চলেছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে সহযোগিতা করতে সেনাবাহিনী সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেৼ
তবে এর আগে বারে বারেওইনক্লুসিভৼ নির্বাচনের কথা বললেও লক্ষ্যণীয় ভাবে এ বারে সেটি আর বলেননি জেনারেল। অর্থাৎ, আওয়ামি লিগের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে তিনি আগ্রহ দেখাননি। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের একাংশ বলছেন- এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে অন্তর্বতী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস ও বিএনপির মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভিযোগ জামায়াতে ইসলামি ও এনসিপি করছেন, সেনাপ্রধানও তার সঙ্গে রয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, আসলে যে ভাবেই হোক একটা ভোট করে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন জেনারেল।
গতমঙ্গলবার (১৯ আগষ্ট) সকালে ঢাকা সেনানিবাসেওঅফিসার্স অ্যাড্রেসৼ বা দরবার অনুষ্ঠানে সেনা সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতায় নির্বাচনের কথা বলেছেনে সেনাপ্রধান। এই দরবারে পদস্থ কর্মকর্তারা সশরীরে বা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, জেনারেল ওয়াকার অফিসারদের উদ্দেশে প্রায় ৩৮ মিনিট বক্তৃতা দেন। তার পরে ঘণ্টাখানেক অফিসারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।
সেনাপ্রধান ওয়াকার আরোবলেন, ওসেনাবাহিনী একটি পেশাদার সংগঠন। মাঠে দায়িত্ব পালনের সময়েও পেশাদারিত্ব দেখাতে হবে। প্রতিশোধমূলক কোনও কাজে জড়ানো যাবে নাৼ দেশের মানুষ এখন সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে আছেন বলে উল্লেখ করে জেনারেল ওয়াকার বলেন, ওতোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং বাহিনীর চেন অফ কমান্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে হবেৼ
গত বছরের অগস্টে মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বতী সরকার গঠনের পরে সেপ্টেম্বরে একটি সাক্ষাৎকারে জেনারেল ওয়াকার বলেছিলেন *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক : বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের পুরোনো ক্রেতারা ফিরছে, নতুনরাও নিচ্ছে খোঁজ

পরিচয় ডেস্ক : বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর মার্কিন ‘পাল্টা শুল্ক’ কাঠামোয় এ পর্যন্ত যতটুকু পরিবর্তন, তাতে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে মার্কিন ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের। পুরোনো ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের অনেকেই ফিরছে। রপ্তানি আদেশ নেওয়ার মতো অবস্থায় আছে কিনা, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন নতুন ক্রেতারাও।

আগামী শীতের জন্য আসা রপ্তানি আদেশের কাজ শেষ। গ্রীষ্মের জন্য রপ্তানি আদেশ আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে আসা শুরু হবে। এ সময়টাতে সাধারণত রপ্তানি আদেশ কম থাকে। তারপরও এবার অনেক রপ্তানি আদেশ আসছে। এগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতসহ অন্য দেশ থেকে স্থানান্তর হয়ে আসা।

জানতে চাইলে ফ্লোরেন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হোসনে কামার আলম গতকাল সমকালকে বলেন, ‘নতুন করে রপ্তানি আদেশ আসছে। এক বছর ধরে আমার কারখানায় মার্কিন কোনো ক্রেতার কাজ ছিল না। গত এক সপ্তাহে নতুন-পুরোনো অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান আলোচনা শুরু করেছে।’

তিনি বলেন, এরই মধ্যে ১০ লাখ পিসের একটি রপ্তানি আদেশ পেয়েছেন একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান থেকে। উৎপাদন সক্ষমতা থাকলে পরিমাণে আরও রপ্তানি আদেশ দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে ওই ক্রেতা। প্রতিষ্ঠানটি আগে ভারত থেকে পণ্য নিত। যুক্তরাষ্ট্রের ‘পাল্টা’ ৫০ শতাংশ শুল্কের কারণে ভারত থেকে রপ্তানি আদেশ প্রত্যাহার করে আনা হয়েছে বলে ক্রেতার বরাত দিয়ে জানান তিনি। মোহাম্মদ হোসনে কামার আলম বলেন, এ রকম অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান খোঁজখবর নিচ্ছে। চীন থেকেও রপ্তানি আদেশ আসছে। ভারত এবং চীনা পণ্যে অতিরিক্ত শুল্কের ফলে এ রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের পণ্যে প্রথমে ৩৭ শতাংশ এবং পরে ৩৫ শতাংশ ‘পাল্টা শুল্ক’ আরোপের ঘোষণা দেয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় রপ্তানি আদেশ স্থগিত, বাতিল কিংবা পণ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনাসহ বিভিন্ন শর্তে শেষ পর্যন্ত শুল্ক ২০ শতাংশে নেমে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে রপ্তানিতে আরও মজবুত অবস্থান বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক : ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ইউরোতে। ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে জুন সময়ে এই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৮ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ইউরো।

সামগ্রিকভাবে ইইউ এ সময়ে ৪৩ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানি করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১২ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ ইইউর গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি বেশি। এই বর্ধিত প্রবৃদ্ধি ইইউর বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তবে সেটি এখনো প্রতিযোগিতার শীর্ষে নিয়ে যেতে পারেনি। এই বাজারে অন্যতম প্রতিযোগী চীন ও

কম্বোডিয়ার তুলনায় বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বলছে, চীন এখনো ইইউর সর্ববৃহৎ সরবরাহকারী। দেশটির রপ্তানি বেড়েছে ২২ দশমিক ৩ শতাংশ, মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ইউরোতে। তবে প্রবৃদ্ধির হারে সবার ওপরে রয়েছে কম্বোডিয়া। দেশটি ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে রপ্তানি আনে ২ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ইউরো।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ও শুল্ক উত্তেজনার কারণে চীন তার আমেরিকান বাজারের অংশ হারাচ্ছে এবং এতে মরিয়া হয়ে ইইউ বাজারে মনোযোগ বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশকে এই সুযোগ কাজে লাগাতে আরও সক্ষম *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে চাল রপ্তানির তোড়জোড় ভারতীয় সরবরাহকারীদের

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ শুল্কমুক্তভাবে পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দিতে যাচ্ছে এ খবরে হুড়মুড় করে চাল রপ্তানির তোড়জোড় শুরু করেছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। ফলে কয়েক দিনের ব্যবধানে ভারতের খুচরা বাজারে চালের দাম অন্তত ১৪ শতাংশ বেড়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া এবং ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এমন খবর প্রকাশ করেছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির জন্য ২০ *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

ভারতে তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সব ব্যবস্থা করা আছে জানিয়ে দিল রুশ কূটনীতিক

পরিচয় ডেস্ক : নয়াদিল্লি ও মস্কোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চায় রাশিয়া। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মস্কো সফরের মধ্যেই রাশিয়ার পক্ষ থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। ভারতের রুশ দূতাবাস জানিয়েছে, তাঁরা দুই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা কমাতে এবং জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে আগ্রহী। রুশ দূতাবাসের শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রোমান বাবশকিন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, ভারত রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তিনি স্বীকার করেন, ভারতের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং রাশিয়া সেগুলো দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও জানান, দুই দেশের মধ্যে তেল সরবরাহ অব্যাহত *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

আগস্টের প্রথম ২০ দিনে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স গেল ১.৬৪ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : আগস্টের প্রথম ২০ দিনে রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) প্রবাহ ৭ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৬৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, গত বছরের একই সময়ে দেশের রেমিট্যান্সপ্রবাহ ছিল ১ হাজার ৫৩০ মিলিয়ন *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়ার তেলে বিপুল মুনাফা করছে ভারতের অতিধনী পরিবারগুলো বললেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক : সস্তায় রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কিনে মুনাফা করছে ভারতের কিছু ধনী পরিবার। এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি মন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) স্কট বেসেন্ট। গতকাল মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতের তেল আমদানিকারকেরা মুনাফা করছে। তাঁর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন রুশ তেল কেনার জন্য ভারতের

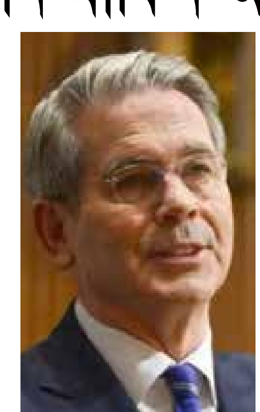

ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বেসেন্ট সিএনবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির পরিমাণ ছিল ১ শতাংশের কম। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে। এই লেনদেনের ফলে ভারতীয় সংস্থাগুলো আনুমানিক ১৬ বিলিয়ন ডলার *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

ভারতে রফতানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল চীন, সম্পর্কে নতুন মাত্রা

মার্কিন শুল্কে বিপদগ্রস্ত ভারতের পাশে দাঁড়াবে চীন

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক শুল্ক আরোপকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে চীন। বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ পরিস্থিতিতে তারা ভারতের পাশে থাকবে। গত বৃহস্পতিবার (২১ আগষ্ঠ) নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত শু ফেইহং বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে এবং আরও শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিচ্ছে। চীন দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করে এবং ভারতের পাশে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রকে 'নিপীড়ক রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়ে ফেইহং দাবি করেন, শুল্ককে চাপ প্রয়োগের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করছে, অথচ বিশ্বজুড়ে মুক্ত বাণিজ্যের সুফল ভোগ করছে। তিনি বলেন, এমন কর্মকাণ্ডের মুখে নীরব থাকা বা আপস করা শুধু নিপীড়ককেই আরও সাহসী করে তোলে।

এ মন্তব্য এমন এক সময় এল, যখন সম্প্রতি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই তিন বছরের মধ্যে প্রথমবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে সীমান্ত সংকট সমাধানে দুই দেশের মধ্যে ১০ দফা ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এর মধ্যে একটি কমিটি সীমান্ত নির্ধারণ করবে এবং আরও একটি সীমান্ত ব্যবস্থাপনা করবে। এ ছাড়া উভয় দেশ পুনরায় সরাসরি ফ্লাইট চালু, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সীমান্ত ইস্যুতে সমাধানের পথে এগোনোর বিষয়ে একমত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, 'স্থিতিশীল, পূর্বানুমানযোগ্য ও গঠনমূলক সম্পর্ক শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।'

চীনা রাষ্ট্রদূত জোর দিয়ে বলেন, ভারত ও চীনের ঐক্য সমগ্র এশিয়ার উপকারে আসবে। তিনি দুই দেশকে 'এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বৈত ইঞ্জিন' হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, বিশ্বে ন্যায়সংগত ও বহু মেরুকাঠামো গঠনে ভারত ও চীনের দায়িত্ব রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে হিমালয় সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ ও রাশিয়া থেকে ছাড়মূল্যে তেল কেনাকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন যখন দিল্লিকে শাস্তির মুখে রেখেছে, তখন দিল্লি ও বেইজিং নতুন করে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে। এমনকি চীন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া ভারতীয় পণ্য তারা আমদানি করতে প্রস্তুত।

ভারতে রফতানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল চীন, সম্পর্কে নতুন মাত্রা

পরিচয় ডেস্ক : ভারতীয় একাধিক পণ্যের ওপর আরোপিত রফতানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কথা জানিয়েছে চীন। বেইজিং জানিয়েছে, ভারতে সার, রেয়ার আর্থ খনিজ ও ম্যাগনেট এবং টানেল বোরিং মেশিনের ওপর আরোপিত রফতানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত সোমবার (১৮ আগস্ট) দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই'র বৈঠকে এই আশ্বাস দেয়া হয়। গত মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর বৈঠকে দিল্লি এ তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল। ভারত জানায়, হঠাৎ করে সার রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রবি মৌসুমে ডি-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যবহৃত টানেল বোরিং মেশিন চীন আটকে দিয়েছিল, যেগুলো চীনের কারখানায় তৈরি করেছিল।

ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, বেইজিং এরইমধ্যে তিনটি রফতানি পণ্যের বিষয়ে ভারতীয় অনুরোধের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরইমধ্যে চীন থেকে সার রফতানি শুরু হয়েছে বলেও সূত্র জানিয়েছে।

সোমবার তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লিতে পৌঁছান ওয়াং ই। মঙ্গলবার তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সাথে সীমান্ত নিয়ে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথেও তার সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে।

সোমবার জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে ওয়াং ই বলেন, ভূরাজনীতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ না করেই তিনি বলেন, একটি দেশের একতরফা জবরদস্তিই এর কারণ। ফলে মুক্তবাণিজ্য আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানে ক্ষমতা দখলের পথে সেনাবাহিনী?

দেশজোড়া জল্পনায় অবশেষে মুখ খুললেন মুনির, এল আমেরিকা-চিন প্রসঙ্গও

পরিচয় ডেস্ক : বেলজিয়ামে বসে পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেনাপ্রধান আসিম মুনির। প্রেসিডেন্ট জারদারির অপসারণ নিয়ে সম্প্রতি যে জল্পনা শুরু হয়েছে, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন।

পাকিস্তানে কি ক্ষমতায় দখলের পথে সেনাবাহিনী? প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারিকে কি সরিয়ে দেওয়া হবে? সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেবেন সেনাপ্রধান তথা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরই? নানা প্রশ্নে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জর্জরিত পাকিস্তানের রাজনীতি। অবশেষে তা নিয়ে মুখ খুললেন মুনির নিজে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাকিস্তানের আর এক মন্ত্রী মহসিন নাকভি এই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ বার মুনিরও সেই পথে হাঁটলেন। জানিয়ে দিলেন, যে খবর ছড়িয়েছে, তা ভুয়ো। পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল আদৌ তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও গোষ্ঠীর সিনিয়র প্রতিবেদক সুহেল ওয়ারাইচ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তাতে জানিয়েছেন, কিছু দিন আগে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌সে মুনিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। আমেরিকা সফর থেকে ফেরার পথে বেলজিয়ামে কিছু দিন ছিলেন মুনির। সেখানে পাক সেনাপ্রধানের একান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে সেখানে মুনির মুখ খুলেছেন বলে দাবি।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে কি না, তা নিয়ে মুনিরকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল। ওয়ারাইচ লিখেছেন, ''ব্রাসেল্‌সের সভায় এবং আমার সঙ্গে দু'ঘণ্টার একান্ত সাক্ষাৎকারে মুনির একই কথা বলেছেন। এই মুহূর্তে রাজনীতিতে কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। যে গুজব ছড়িয়েছে, তা ভুয়ো।'' মুনির আরও বলেছেন, ''যাঁরা সরকার এবং কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করেন, যাঁরা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চান, তাঁরাই এই সমস্ত গুজব ছড়াচ্ছেন।'' নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন পাক সেনাপ্রধান। বলেছেন, ''আমাকে ঈশ্বর দেশের রক্ষক হিসাবে গড়েছেন। সেটা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষমতা আমার চাই না।''

পাকিস্তানের বিদেশনীতি, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে মুনিরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। চিনের সঙ্গে বরাবর ঘনিষ্ঠ ইসলামাবাদ। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে গ্রেফতার

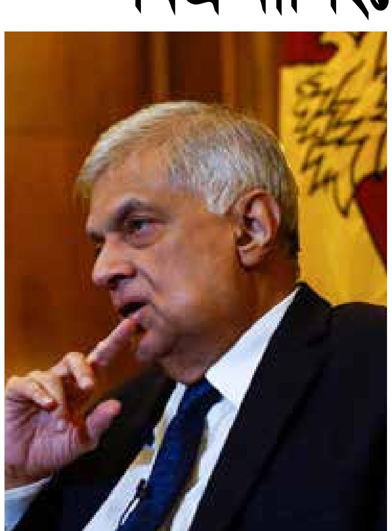

পরিচয় ডেস্ক : শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে-কে শুক্রবার (২২ আগস্ট) গ্রেফতার করেছে দেশটির অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাষ্ট্রীয় তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আদা দেরানা' নামে স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭৬ বছর বয়সি বিক্রমাসিংহে তার স্ত্রীর স্নাতক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লন্ডনে যাওয়ার তদন্তে জবানবন্দি রেকর্ড করতে রাজধানী কলম্বোর সিআইডি অফিসে পৌঁছানোর পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

শ্রীলঙ্কা পুলিশের মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। এছাড়া, রয়টার্সের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

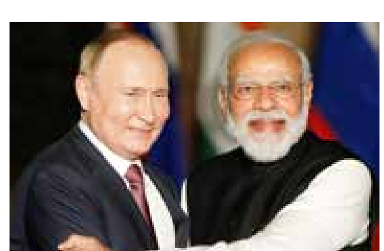

মোদির 'মাই ফ্রেন্ড' এবার পুতিন!

পরিচয় ডেস্ক : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সোমবার (১৮ আগস্ট) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। এ খবরের কিছুক্ষণ পরই পুতিনকে 'মাই ফ্রেন্ড' সম্বোধন করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদি। আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও 'মাই ফ্রেন্ড' সম্বোধন করতে দেখা গেছে তাকে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
39th FOBANA CONVENTION
FOBANA CONVENTION
NIAGARA FALLS 2025
STALL AVAILABLE FOR BOOKING
HOST: SONIA
HALAL BANGLADESHI FOOD AVAILABLE
AUGUST 29, 30 & 31, 2025
VENUE: SHERATON NIAGARA FALLS, NY, USA FOR HOTEL BOOKING: 716-478-6927
FOR MORE INFO & STALL BOOKING: ABU ZUBAIR DARA, 347-405-1093
• Chief Guest: Dr. Solimullah khan
Prominent Scholar
• Special Guest: Golam Mortuza
Press Minister Bangladesh Embassy Washington D.C.
• Special Guest: Dr Badrul Khan
Founder of Modern E-learning
NO ENTRY FEE
INVITED BY
Shah Nawaz MBA
Chairman
646-591-8396
Kazi Sakawat Hossain Azam
Convener, 917-783-8138
Moinul Chowdhury Helal
Member Secretary
880-936-6718
Dr. Masudur Rahman
Chairman
Convening Committee
Muhammed Hussein Khan
Chief Adviser
Convening Committee
Ali Imam
Chairman of All
Supervisor
EZAZ AKTER TOUFIQ
Cheif Co-Ordinator
Fobana Convention 2025
Giash Ahmed
Chairman Admin
Convening Committee
ORGANIZED BY:
FEDERATION OF BANGLADESHI ASSOCIATIONS IN NORTH AMERICA
MEDIA PARTNER:
আজকাল
ইনকিলাব
WEEKLY INQILAB
নবযুগ
BANGLA VISION
ntv
ATN BANGLA
EVENT MANAGED BY: Galaxy media

কসোভো

কসোভোর প্রথম রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রুগোভা এবং তাঁর পেছনে মাদার টেরেসা ক্যাথেড্রাল

চিকেন, পনির ও সবজির মিশ্রণে টোস্ট আর জলপাই

কসোভো : বলকানের এই নবীন দেশের পরতে পরতে উষ্ণ স্বাদের পুরোনো গল্প

কামরুল হাসান

কসোভোড়এক নবীন রাষ্ট্র, যার স্বাধীনতার গল্প এখনো লিখিত হচ্ছে। এখানে ইতিহাস মেলে মানুষের হাসিতে, চায়ের ধোঁয়ায় আর সুলভ খাবারের উষ্ণতায়, প্রতিটি রাস্তায় লুকিয়ে থাকে নতুন অভিজ্ঞতা।

কসোভো কি সত্যিই একটি স্বাধীন দেশ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। উত্তরটা সরল নয়ড়একদিকে ‘হ্যাঁ’, অন্যদিকে ‘না’। আপনি কাকে প্রশ্ন করছেন, সেটাই ঠিক করবে কী উত্তর পাবেন। কসোভোর সাধারণ মানুষের মুখে ফেরা আত্মবিশ্বাস আর গর্ব: ‘অবশ্যই, আমরা স্বাধীন! আমরা ইউরোপের নবীনতম রাষ্ট্র।’ কিন্তু একই প্রশ্ন যদি কোনো সার্বিয়ানকে করেন, হয়তো ভুরু কুঁচকে বলবে, ‘এই স্বাধীনতা তো কাগজে-কলমে, বাস্তবে নয়!’

আসলেই, প্রশ্নটি এখানে একধরনের নীরব সংবেদনশীলতাড়য়া সবাই বোঝে, কিন্তু সবাই খোলাখুলি বলতে চায় না।

বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশ কসোভোকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ দেশ এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সার্বিয়া এখনো সেই স্বীকৃতি দেয়নি, আর তার সঙ্গে আছে রাশিয়া, চীনসহ কয়েকটি প্রভাবশালী দেশ। এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা আমাদের স্বাধীনতার শুরুর দিনে কিছু রাষ্ট্রের দ্বিধা ও অস্বীকৃতির গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। বলকান অঞ্চলের এই ছোট্ট স্থলবেষ্টিত দেশটির চারপাশে রয়েছে সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, আলবেনিয়া ও উত্তর মেসিডোনিয়া। জনসংখ্যা মাত্র ১৮ লাখ, যার প্রায় ৯০ শতাংশ আলবেনীয় মুসলিম। তুর্কি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে এক বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। রাজধানী প্রিসটিনা শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়, এটি ইতিহাস, সংগ্রাম, তারুণ্য এবং আত্মপরিচয়ের প্রতীক। বলে রাখা ভালো, এই অঞ্চল প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর তাই তার উত্তরাধিকার আজও চারপাশে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

আমার কসোভো ভ্রমণ আসলে এক হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তের ফল। এক দুপুরে বসেই ঠিক করলামড়বলকান অঞ্চলের তিনটি দেশ ঘুরে দেখব: কসোভো, উত্তর মেসিডোনিয়া আর সার্বিয়া। টিকিট বুকিং, ব্যাগ গোছানো আর কিছু প্রাথমিক রিসার্চ শেষে নির্দিষ্ট দিনে সুইডেনের স্টকহোমের আরল্যান্ডা বিমানবন্দর থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইনসে চড়ে পৌঁছে গেলাম প্রিসটিনায়। বিমানের দরজা খুলতেই যে বাতাস মুখে এসে লাগল, তাতে মিশে ছিল অপরিচিত এক উষ্ণতা।

প্রথম নজরে প্রিসটিনা আমাকে মুগ্ধ করেনি। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শহরটি যেন ধীরে ধীরে নিজেকে উন্মোচন করল। রাস্তায় তরুণ-তরুণীদের ভিড়, দেয়ালে রঙিন ম্যুরাল, পুরোনো আর নতুন স্থাপনার মিশ্রণড়সবই যেন বলছে, ‘আমরা এখনো গড়ে উঠছি, কিন্তু থেমে নেই।’

এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি চলে গেলাম শহরের কেন্দ্রড়মাদার তেরেসা বুলেভার্ডে। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছালাম নিউবর্ন মনুমেন্টে, যা স্বাধীনতা উপলক্ষে উন্মোচিত হয়েছিল এবং প্রতিবছর নাকি নতুনভাবে রং করা হয়। এরপর চোখে পড়ল জাতীয় গ্রন্থাগারড়অদ্ভুত ও অনন্য স্থাপত্যের এক নিদর্শন। আর কিছু দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ, শহরের দীর্ঘ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যেকোনো নতুন দেশে গিয়ে আমার ভ্রমণ শুরু হয় খাবার দিয়ে। আমার কাছে খাবার শুধু পেট ভরানোর উপায় নয়ড়এটি একটি সাংস্কৃতিক ভাষা, যেখানে প্রতিটি মসলা, প্রতিটি রান্না সেই দেশের গল্প বলে। তাই কসোভোতে পৌঁছেই ঠিক করলাম, আজকের দিনটি হবে একান্তই ‘রসনা-যাত্রা’।

সকালে হোটেল থেকে বের হয়ে শান্ত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ঢুকলাম এক ছোট্ট কিন্তু আধুনিক ক্যাফেতে। অর্ডার করলাম গরম গরম টোস্টড়চিকেন, পনির আর সবজির সুন্দর সংমিশ্রণ, পাশে ছোট জলপাই। প্রথম কামড়েই মনে হলো, যেন কারও বাড়ির সকালের নাশতায় বসেছিড়এতটাই ঘরোয়া, এতটাই উষ্ণ স্বাদ! চা বা কফি সঙ্গে না নিয়ে বরং সেই স্বাদ মুখে রেখে কসোভোর ঠান্ডা সকালের বাতাসে হাঁটতে থাকলাম।

হাঁটতে হাঁটতে থামলাম স্থানীয় এক ঐতিহাসিক মসজিদের পাশের ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। সেখানে নিলাম তুর্কি চাড় টিউলিপ আকৃতির কাচের গ্লাসে পরিবেশিত, হালকা তেতো স্বাদ, সঙ্গে চিনি আর লেবুর টুকরা। গরম ধোঁয়া উঠতে থাকা সেই চায়ের কাপ হাতে জানালার ধারে বসে দেখছিলাম রাস্তায় শিশুদের খেলা, বৃদ্ধদের আড্ডা, দোকানিদের ডাক। মনে হচ্ছিল, সময় যেন ধীরে বইছে, আর আমি তার ভেতরে ভেসে আছি। রাতের প্রিসটিনা তখন আলো, সংগত আর মানুষের হাসিতে ভরা। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, আজকের দিনটি আমাকে শিখিয়েছেড়প্রথমত, ‘সস্তা মানেই খারাপ’ এই ধারণা ভুল। দ্বিতীয়ত, খাবারের মাধ্যমে আপনি একটি জায়গাকে এমনভাবে জানতে পারবেন, যা কোনো বই বা মিউজিয়াম শেখাতে পারবে না।

প্রিশটিনার নিউবর্ন মনুমেন্ট

টিউলিপ আকৃতির কাঁচের গ্লাসে পরিবেশিত তুর্কি চা

কসোভো আমাকে দেখিয়েছে, স্বাধীনতার গল্প শুধু রাজনীতির পাতায় নয়ড়এটি মানুষের হাসি, চায়ের ধোঁয়া, রুটির গন্ধ আর বাজারের কোলাহলে লুকিয়ে থাকে। এই দেশের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি খাবার, প্রতিটি দৃষ্টি যেন বলছে, ‘আমরা বেঁচে আছি, আমরা এগোচ্ছি।’

আপনি যদি এমন একটি জায়গা খুঁজে থাকেন, যেখানে একদিকে রয়েছে ইতিহাসের বাস্তবতা, আর অন্যদিকে সুলভে পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, তবে প্রিসটিনা ও বলকানের অন্যান্য শহর হতে পারে আপনার পরবর্তী গন্তব্য। খোলামনে রওনা দিন, প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষের গল্প শুনুন, আর চায়ের কাপ হাতে অনুভব করুনড়কসোভো তার নতুন ইতিহাস লিখছে, আর আপনিও যেন সেই গল্পের অংশ হয়ে আছেন।

ছবি: লেখক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঐক্য | সম্প্রীতি | সেবা

চৌদ্দগ্রাম সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক
Chauddagram Society USA Inc.

বনভোজন ২০২৫

কার্যক্রমের সময়সূচিঃ

সকাল ৯:৩০ মি.- অতিথি অভ্যর্থনা
সকাল ১০:৩০ মি. - নাস্তা ও চা পরিবেশন
সকাল ১১:০০ টা - শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা
দুপুর ১২:৩০ মি.- পারিবারিক পরিচিতি পর্ব ও আলোচনা
দুপুর ১:৩০ মি. - মধ্যাহ্নভোজ
বিকেল ৩:০০ - সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (গান, কবিতা, আবৃত্তি)
বিকেল ৪:৩০ - র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ
বিকেল ৫:০০ - সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বিশেষ আকর্ষণ
র‍্যাফেল ড্র,
ক্রীড়া প্রতিযোগীতা
ও সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান

তারিখঃ ৩০ আগষ্ট শনিবার

স্থানঃ Heckscher State Park
Field # Taylor Pavilion
1 Heckscher State Parkway East Islip, NY 11730

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত

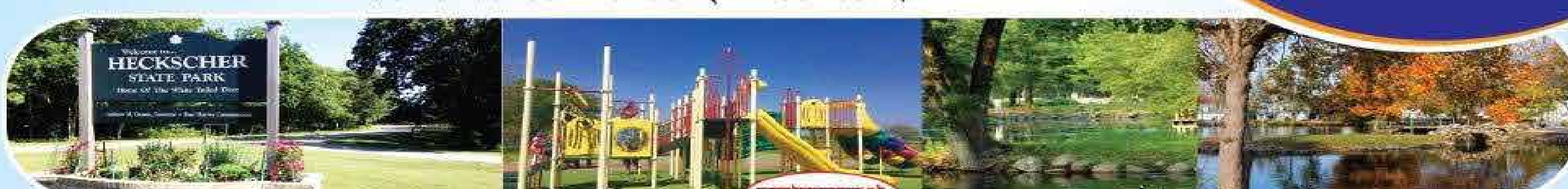

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
ইমাম হোসেন অপন
৬৪৬-৩৮৪-২৩০৯

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোঃ আজিজুল হক
মীর আনোয়ার হোসেন
মোঃ শাহজাহান শাহীন
সাইফুল ইসলাম
কাজী আরিফুল ইসলাম

প্রধান সমন্বয়ক
শাহ মোহাম্মদ সাখাওয়াত
৯২৯-৪৯৯-৫০৪৪

যুগ্ম সমন্বয়ক
কামাল উদ্দীন
মোঃ জামাল উদ্দীন
মোঃ আব্দুর রহমান

সদস্য সচিব
জাহাঙ্গীর হোসেন
৫১৬-৩৯৯-৩৭১৭

যুগ্ম সদস্য সচিব
সাইফ উদ্দীন মজুমদার
মোঃ ইকবাল হোসেন
কাজী এমরান
মোঃ মোশারফ হোসেন আয়য়ান
শিউলি আক্তার

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ মাজহারুল হক স্বপন, হাসান মতিউর, কাজী মঈনুল ইসলাম হাসান, কাজী আজাদ, আনোয়ার হোসেন, আদনে কাউছার।

শুভেচ্ছান্তে

কাজী এনামুল হক
সভাপতি
৭১৮-৯২৪-৪১৪২

প্রধান পৃষ্টপোষক
মোঃ মাহবুব আলম

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
নুর মোহাম্মদ রিজু

কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-২৩৮-৮৮৯১

মিডিয়া সমন্বয়কঃ এস এম সোলেয়মান

আয়োজনেঃ চৌদ্দগ্রাম সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক।

ভারত যেভাবে ট্রাম্পের নোবেল পাওয়ার প্রধান বাধা

সালেহ উদ্দিন আহমদ

২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদ শেষ করার পথে, পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিপুলসংখ্যক মার্কিন নাগরিক, যাঁদের বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী।
হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে ভারতীয়রা মোদিকে অভ্যর্থনা জানাতে ‘হাউডি মোদি’ অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন করেছিল, যেটাকে বিবিসি বলেছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বিদেশি নেতার সর্ববৃহৎ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান।’ ৫০ হাজার দর্শক এবং ৪০০ শিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ছিল জমজমাট। এই অনুষ্ঠানের নাম বাংলায় বলতে গেলে বলা যায়, ‘মোদি, আপনি কেমন আছেন?’
সেই অনুষ্ঠানে একজন অতিথি ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি স্টেজে উঠে মোদির সঙ্গে কোলাকুলি করে এ সুযোগকে সম্পূর্ণ কাজে লাগালেন তাঁর নির্বাচনী প্রচারে। ভারতীয়দের বললেন, ‘প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার চেয়ে ভালো বন্ধু আপনাদের আর কখনো ছিল না।’ করতালিতে কেঁপে উঠল পুরো স্টেডিয়াম। প্রধানমন্ত্রী মোদিও তাঁর নির্বাচনী বই থেকে একটি লাইন টেনে এনে ডাক দিলেন, ‘আবকি বার ট্রাম্প সরকার’ বা আরেকবার ট্রাম্প সরকার।

২.
ভারতীয়দের কাছে সেসব দিন ছিল একসময় মধুর স্মৃতি; আর এখন শুধু মরীচিকা। ট্রাম্পকে ভারতীয়রা তাদের সত্যিকার বন্ধু হিসেবে ধরে নিয়েছিল এত দিন। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী ভারতীয়ড়এটা নিয়ে ছিল তাঁদের গর্ব।
ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এইচ-ওয়ান ভিসার শর্ত শিথিল করে দিলেন, যেন ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা ও থাকা সহজ হয়। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক যখন প্রথম ঘোষণা করা হয়, ভারতের জন্য রাখা হয়েছিল ২৫ শতাংশ আর বাংলাদেশের জন্য ৫০ শতাংশ। মনে হচ্ছিল, সব ভারতের অনুকূলেই চলছে।
কিন্তু ট্রাম্পের একটি সিদ্ধান্তে সব ওলটপালট হয়ে গেল। এখন ট্রাম্পের শুল্ক তালিকায় ভারত হয়ে গেল সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। ট্রাম্পকে যাঁরা জানেন, তাঁরা কি আশ্চর্য হয়েছেন?
হঠাৎ ট্রাম্প ভারতের ওপর খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনে রাশিয়ার অর্থনীতিকে চাঙা করে রেখেছে। ট্রাম্প মনে করেন, অর্থনীতি ভালো থাকার কারণে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে চাচ্ছে না।
আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক হয়ে গেল ১৫ আগস্ট। এই বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধে সরাসরি কোনো অগ্রগতি হয়নি। তবে ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের পূর্ব বন্ধুত্ব আবার পুনঃস্থাপিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেটি ইউক্রেনের জন্য খারাপ খবর। ট্রাম্প বলেছেন, রাশিয়া খুব বড় শক্তি, যুদ্ধ বন্ধে ইউক্রেনের চুক্তি করা উচিত।
ভারতের জন্যও খারাপ খবর আছে। বৈঠকের আগের দিন ট্রাম্পের মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ট্রাম্পের বরাত দিয়ে বলেছিলেন, আলাস্কা বৈঠকে যদি যুদ্ধ বন্ধ না হয়, ওয়াশিংটন ভারতের ওপর আরোপিত সেকেন্ডারি শুল্ক আরও বাড়াতে পারে। বেচারা নরেন্দ্র মোদি! মনে হয় তিনি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েছেন যেখান থেকে নিস্তার পাওয়ার সহজ কোনো উপায় নেই।

৩.
চীন হলো রাশিয়ার তেলের বড় ক্রেতা। ট্রাম্প চীনকেও হুমকি দিয়েছিলেন তেল কেনা বন্ধ করতে; কিন্তু চীনকে হুমকি দিয়ে খুব সুবিধা করতে পারেননি; বরং চীনের সঙ্গে একটা সমঝোতা করেছেন। তাই সব চাপ যাচ্ছে ভারতের ওপর। তাঁর ধারণা, অন্তত ভারতের তেল কেনা বন্ধ করতে পারলে রাশিয়া যথেষ্ট কাবু হবে।
ট্রাম্প মনে করেন রাশিয়ার অর্থনীতিকে যদি কাবু রাখা যায়, তাহলে রাশিয়া তাঁর শরণাপন্ন হবে যুদ্ধ বন্ধ করতে। এই দীর্ঘ যুদ্ধ বন্ধ করে ট্রাম্প রাতারাতি বনে যাবেন শান্তির দূত ও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার চূড়ান্ত প্রার্থী। ডোনাল্ড ট্রাম্প নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও আচ্ছন্নতা নিয়ে সব সময় সোচ্চার। তিনি এখন ভারতকে তাঁর এই প্রত্যাশার একমাত্র প্রতিবন্ধক মনে করেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন যে তারা উভয়ে তাদেরঞ্জমৃত অর্থনীতিকে একসঙ্গে ধ্বংস করতে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ

আনিস আহমেদ

বাঙালিয়ানার বিরুদ্ধে মগজ ধোলাইয়ের এক ধরনের প্রবণতা চলছে বাংলাদেশে। এ কথা সত্যি যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কারণে আমাদের পরিচয় বাংলাদেশি হতেই পারে। কিন্তু আমাদের এই পরিচয় প্রধানত রাজনৈতিক, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ। আমরা এই ভৌগোলিক সীমানাকে অস্বীকার করি না বলেই রাজনৈতিক অর্থে বাংলাদেশি বলে পরিচিতি লাভে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পরিচয়কে আমাদের মূল নৃতাত্ত্বিক পরিচিতির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা বহু দশক ধরে চলে আসছে। আমরা বাঙালি এটিই হচ্ছে আমাদের প্রধান নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি। ধর্ম ও জাতীয়তার অজুহাত দিয়ে বাঙালির বাঙালিত্বকে খাটো করে রাখার এ প্রয়াস ও প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আমাদের শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা হবে।
ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তা যে অভিন্ন বিষয় নয়, সেই কথাটি আবেগ নয়, বরং যুক্তি দিয়ে বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই যেমন নারীদের কপালে টিপ পরা ‘হিন্দুয়ানি’ সংস্কৃতি কেউ কেউ তা মনে করেন। তাদের মনে দুটি বিষয় ক্রিয়াশীল। একটি সাম্প্রদায়িকতা, অপরটি ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থতা। টিপ এক ধরনের প্রসাধনী, বাঙালি নারীর সাজসজ্জার অন্যতম উপাদান। টিপের সঙ্গে কোনো এককালে পূজা-অর্চনার সংযোগ থাকলেও বাঙালি নারীরা টিপ পরাকে কোনো ধর্মীয় আচার-উপাচার হিসেবে দেখেন না। ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে বাঙালি নারীরা টিপ পরেন প্রসাধনের উপাদান হিসেবে।
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারে পার্থক্য থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ এ ধরনের পার্থক্যই মূলত একেকটি ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি একের ধর্ম অপরের জন্য অধর্ম হতে পারে। প্রতিমা পূজা মুসলমানদের জন্য পাপের সমতুল্য; গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুদের জন্য গর্হিত কাজ এবং অধর্মই বটে। খ্রিষ্ট ধর্মে যে ‘ট্রিনিটির’ ধারণা, যেখানে ঈশ্বর একাধারে পিতা, পুত্র এবং আত্মা (যাকে পবিত্র প্রেতাত্মাও বলা হয়)। সেই বিশ্বাসটি হিন্দু কিংবা মুসলিম কারও কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই পার্থক্যকে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু এই তফাত মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না।
ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম। এটির উৎপত্তি আরব দেশে হলেও এর সঙ্গে আরব্য সংস্কৃতি এবং আরবি ভাষাকে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। আজকাল বাংলাদেশে আরবদের কায়দায় পোশাক পরার যে ফ্যাশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার কারণ ধর্মীয় নয় আদৌ। ইসলাম এবং সব ধর্মেই রুচিসম্মত এবং শালীনতার সঙ্গে পোশাক পরা গ্রহণযোগ্য; নির্দিষ্ট কোনো পোশাকের কথা সেখানে আদৌ বলা হয়নি। আরব দেশে বিয়ে এবং শুভকাজে যে উলুধ্বনি দেওয়ার রেওয়াজ আছে, সে তো সে দেশেরই সংস্কৃতির অংশ। আফ্রিকায় ধর্ম নির্বিশেষে যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে, তা তো কখনোই ধর্মীয় কারণে নিষিদ্ধ হয়নি।
টিপকে তিরস্কার করায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বটে, সামাজিক মাধ্যম, সংবাদমাধ্যমসহ সর্বত্র কিন্তু এই আদর্শিক লড়াইকে বাংলাদেশে টিকিয়ে রাখতে হলে শুধু টিপকে সমর্থন নয়, বাঙালি সংস্কৃতি লালন করতে হবে জীবনের সর্বত্রই। বাঙালি সংস্কৃতি স্বাধীন বাংলাদেশে যদি লালিত ও সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে এর স্থান হবে কোথায়? বাঙালিবিরোধী এই মগজ ধোলাইয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের শিক্ষাসূচিতে বাঙালি সংস্কৃতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। নইলে বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে এই তাৎক্ষণিক এবং আবেগাপ্লুত সমর্থন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। টিপ তো কেবল প্রতীক মাত্র। বাঙালি সংস্কৃতিকে সার্বিকভাবে লালন এবং সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করা এখন বাংলাদেশের মানুষের আশু কর্তব্য।
এ কথা সত্যি, এক সময়ে হিন্দুরাও মনে করত, মুসলমানরা বাঙালি নয়। এর কারণ হলো, অধিকাংশ মুসলমান তখন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই ভেদরেখা টানতে পারত না। ধর্মাচারের আলোকে সংস্কৃতিকে দেখত। সম্ভবত সে কারণেই স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে নির্দ্বিধায় লিখলেন ‘বাঙালি ও মুসলমানদের মধ্যে’ ফুটবল ম্যাচের কথা। শরৎচন্দ্র ধরেই নিয়েছিলেন মুসলমানরা বাঙালি নয়। যেমন মুসলমানরাও ভাবত, তারা বাঙালি না। যেন ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা মানুষ; যে রকমটি মনে করে এখনও বাংলাদেশের এক শ্রেণির মানুষ। এ কথা সত্যি, ভারতবর্ষে ইসলাম এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; ইরান কিংবা ইরাক থেকে। কিন্তু সে তো কেবল ধর্মের কথা। ওদের সংস্কৃতির কেন সংক্রমণ ঘটবে আমাদের সমাজে!
যিশু খ্রিষ্টের জন্ম বর্তমান ফিলিস্তিনের বেথলেহেম শহরে। তাই বলে কি বাঙালি খ্রিষ্টান আরব্য সংস্কৃতির চর্চা করে? আমার কাছে মনে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

মতামত

চীন-ভারত ‘ড্যামযুদ্ধে’ বাংলাদেশ কি নীরবই থাকবে

আলতাফ পারভেজ

ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে চীন বিশ্বের বৃহত্তম ‘ড্যাম’ বানাচ্ছে অর্থাৎ পানিনিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ বসাচ্ছে। আগেও তারা এ রকম বানিয়েছে। তবে এবারেরটা অতীতেরগুলোর চেয়ে অনেক বড়।

পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ভারতও একই স্রোতে কিছু দূরে ড্যাম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা চলছে। প্রায় সবার অনুমান, আঞ্চলিক দুই পরাশক্তির এ রকম পানিযুদ্ধে বেশ ঝুঁকিতে পড়বে ভাটির বাংলাদেশ।

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ৮ থেকে ১০ ভাগ বাংলাদেশের ভেতরও আছে। অথচ এখানে চীন-ভারতের চলতি পাল্টাপাল্টি ড্যামযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে জোরালো আলাপ নেই, উদ্বেগ-আপত্তি নেই, প্রতিবাদও নেই। স্বভাবত আন্তর্জাতিক নদীতে নিজেদের স্বার্থের প্রশ্নে গত দেড় দশকের চুপ থাকার নীতি থেকে এখনো বাংলাদেশ বের হতে পারছে না বলেই ধরে নিচ্ছে বিশ্বের অনেকে।

তিব্বতে কংক্রিটের মহা আখ্যান

গত ২১ জুলাই, বাংলাদেশে যখন গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির তোড়জোড় চলছে, সেই ফাঁকে আলোচ্য চীনা ড্যামের কাজের শুরু। গণচীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ দেশে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ড্যাম বানানোর উদ্বোধন করলেন। এ ড্যাম হবে তিব্বতের মিদং এলাকায় ইয়ারলং চাংপো নদীতে। একই নদী অরুণাচলে সি-আং এবং তার পরের ভাটিতে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নামে বইছে। চীন বলছে, এ ড্যাম তৈরিতে ১৬৭ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। বিশাল বাজেট বলে দিচ্ছে, কী ধরনের বড় অবকাঠামো গড়া হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের বুকে।এত দিন বিশ্বের বড় ড্যাম হিসেবে গণ্য হতো চীনের ছাং চিয়াং (ইয়াংৎসি) নদীর ওপর বসানো থ্রি গর্জেস ড্যাম, যার উচ্চতা প্রায় ৬০ তলা ভবনের মতো। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ওটা বসানো হয়েছিল। প্রায় দেড় হাজার গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এতে।

১৪ লাখ স্থানীয় মানুষ ওই ড্যামের কারণে বসতি হারায়। আবার ড্যামের মাধ্যমে বন্যাকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এবং এখান থেকে বেশ বড় হিসাবের বিদ্যুৎও মিলেছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, থ্রি গর্জেসের লাভ-ক্ষতির হিসাব ছাড়িয়ে যাবে নতুন ড্যামে।

ভীত ভারতের পাল্টা ড্যাম

চীনের সঙ্গে ভারতের আন্তনদী অনেক। তবে শতদ্রু আর ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ নিয়ে হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা লেনদেনের সমঝোতা-স্মারক ছাড়া উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক নদীপ্রবাহ নিয়ে আর কোনো চুক্তি নেই। ফলে ভারত বা বাংলাদেশের পরিণতির তোয়াক্কা না করেই চীন ব্রহ্মপুত্রের জলে যা খুশি তা করতে পারে। ২০১৭ সালে সীমান্তযুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে করা আগের স্মারক অনুযায়ীও তথ্য-উপাত্ত দিচ্ছে না বেইজিং আর।

আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, মিদংয়ের ড্যাম ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি এত বৃহৎ যে এ সম্পর্কে ভারতের ভীত না হয়ে উপায় নেই। তাদের ভীতির একটা কারণ, ড্যামের জন্য চীনাদের জায়গা বাছাইয়ের ধরন। অরুণাচলের একেবারে ধার ঘেঁষে ড্যামটি বানাচ্ছে চীন।

ভারতনিয়ন্ত্রিত এই প্রদেশ চীন বহুকাল নিজের বলে দাবি করছে। এ রকম একটা জায়গায় চীনের ১৫০ বিলিয়নের বেশি ডলার বিনিয়োগ-উদ্যোগ দেখে ভারত উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। ২০১৭ সালের সংঘাতের পর থেকে চীন গালওয়ান নদীর লাদাখমুখী স্রোত পাল্টে দিচ্ছে দেখেও নয়াদিল্লিতে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এ রকম সব কিছুর ফল হিসেবে তিব্বতের খানিক ভাটিতে, ব্রহ্মপুত্র অরুণাচলের যেখানে স্থানীয় লোকজনের কাছে সি-আং নদী হিসেবে পরিচিত, সেখানে ভারতও দৈত্যকার এক ড্যাম বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। উভয় ড্যামের দূরত্ব বেশি নয়। হিমালয়ের সর্বপূর্বে নামচা বারোয়া শৃঙ্গের কাছ দিয়ে নদীটি যেখানে ইউটার্ন নিয়েছে, সেখানেই অল্প দূরত্বে দুটি ড্যাম হবে।

অরুণাচলের আপার সি-আং জেলা একেবারে তিব্বত লাগোয়া। নয়াদিল্লি থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার ও চীনের রাজধানী থেকে প্রায় ২ হাজার ৭০০ কিলোমিটার দূরে এ জায়গা। উভয় রাজধানীর শাসকদের জন্য শক্তি দেখানোর বড় এক ক্ষেত্র হয়ে উঠছে দূরবর্তী ও দুর্গম এ অঞ্চলের জলসম্পদ।

তবে গণচীন যতটা সহজে ড্যাম তৈরি শুরু করে দিয়েছে, ভারতের পক্ষে তত সহজে সে কাজ সম্ভব হচ্ছে না। অরুণাচলের বাসিন্দা ‘আদি’ ট্রাইবের কাছে সি-আং মাতৃতুল্য। ড্যাম হলে তারা নিজেরাও উদ্বাস্তু হবে। এ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

চীনের তিব্বত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প : আচরণগত অর্থনীতির আলোকে ভারত ও বাংলাদেশের উদ্বেগ

ফজলে রাব্বি মোহাম্মদ আহ্সান

‘তিব্বতের ইয়ারলুং জাংপো নদীর ওপর নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে চীন। এ প্রকল্প ভাটির দেশ ভারত এবং বাংলাদেশে পানির নিরাপত্তা নিয়ে পুরোনো উদ্বেগকে নতুন করে নাড়া দিয়েছে।’

তিব্বতে চীনের নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ এবং ভারত ও বাংলাদেশের পানির নিরাপত্তা ও উদ্বেগের বিষয়টিকে আচরণগত অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে যে– মানুষ লাভের চেয়ে ক্ষতি এড়াতে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের জন্য এ বাঁধ নির্মাণ সম্ভাব্য পানির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানির প্রবাহ কমে যাওয়া মানে কৃষি, অর্থনীতি এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব। সম্ভাব্য এ ক্ষতি এতটাই তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, এটি দেশগুলোর মধ্যে প্রবল উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তাদের কাছে এটি কেবল একটি উন্নয়ন প্রকল্প নয়, বরং তাদের জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সরাসরি আঘাত।

মানুষ সাম্প্রতিক বা সহজে মনে রাখা যায় এমন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর চীনের আগেও বাঁধ নির্মাণ বা পানিসম্পদ নিয়ে পুরোনো বিতর্কগুলোর কথা ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মনে আছে। এ পুরনো উদ্বেগগুলো সহজেই মনে আসে এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করিয়ে দেয়। যখনই নতুন করে কোনো বাঁধের খবর আসে তখনই অতীতের দুশ্চিন্তাগুলো নতুন করে ফিরে আসে; যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

চীনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ভারত ও বাংলাদেশের উদ্বেগের ক্ষেত্রে তথ্যের অসম্পূর্ণতা একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। চীন প্রকল্পটির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। প্রকল্পটি কিভাবে নির্মিত হবে, পানি প্রবাহের ওপর এর প্রভাব কী হবে, বা পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ কতটা হবে, তা আমাদের অজানা। এ তথ্যের অভাব ভারত ও বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তারা সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কা করছে, যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করছে। এ ক্ষেত্রে, ভারত ও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা সম্ভবত ‘সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি’ ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কারণ তথ্যের অভাব তাদেরকে ঝুঁকি এড়ানোর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটি আচরণগত অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেখানে অসম্পূর্ণ তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা বাড়ায়।

চীন এটিকে তার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য প্রকল্প হিসেবে দেখছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। তাদের কাছে এটি একটি ‘উন্নয়নমূলক অর্জন’ হিসেবে ফ্রেম করা হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দেশদুটো এটিকে ‘পানির উৎস সীমিতকরণ’ বা ‘পরিবেশগত হুমকি’ হিসেবে ফ্রেম করছে। এ নেতিবাচক ফ্রেমের কারণে উদ্বেগ আরও বাড়ছে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পারস্পরিক আস্থা ও ন্যায্যতার অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ। চীনের একতরফা সিদ্ধান্ত আন্ত:সীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনায় কোন সমন্বয় ছাড়াই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ‘অন্যায্য আচরণ’-এর অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, যা আচরণগত অর্থনীতিতে বৈষম্যমূলক আচরণ হিসেবে পরিচিত।

চীন বনাম ভারত-বাংলাদেশ উভয়পক্ষ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট ফল পেতে পারে; কিন্তু আস্থার অভাবে প্রত্যেকে স্বার্থপর সিদ্ধান্ত নেয়। চীন নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে, অন্যদিকে ভাটির দেশগুলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।

আচরণগত অর্থনীতিতে গ্রুপ আচরণ বা সামাজিক পরিচয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশগুলো তাদের জাতীয় স্বার্থ এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়।

চীন এ প্রকল্পকে তাদের জাতীয় স্বার্থের অংশ হিসেবে দেখছে, যেমন– কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জন, তিব্বতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন। অন্যদিকে ভারত ও বাংলাদেশ তাদের জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পকে হুমকি হিসেবে দেখছে, কারণ এটি তাদের কৃষি, পানি সরবরাহ এবং পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে- অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত নিয়ে চীনের সাথে বিদ্যমান উত্তেজনাও এ উদ্বেগকে আরও জটিল করছে।

এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি দেশ তাদের জাতীয় স্বার্থ এবং গ্রুপ পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। চীনের জন্য এটি একটি অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত লক্ষ্য, কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের জন্য *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

Focus on expat generation, Bangladesh in globalization
FOBANA
HOSTED BY:
বাংলাধারা
AUGUST 29-31, 2025
39th FOBANA CONVENTION
Atlanta, Georgia
VENUE
Gas South Convention Center
6400 Sugarloaf Parkway Duluth, Georagia 30097
Performing Artist
Contact us For Any Information.
Masud Rob Chowdhury (CA)
Chairperson
(818) 730-1020
Abir Alamgir (NY)
Executive Secretary
(347) 724-9518
Nahidul Khan Sahel (GA)
Convener
(770) 722-5369
Mahbubur Rahman Bhuiya (GA)
Member Secretary
(404) 202-6484
Title Sponsor
TOP DOLLAR AMUSEMENT
ACE PROPERTIES
TAREK REAL ESTATE
Diamond Sponsor
river
TAJ
Emerald Sponsor
FDL lifestyle awaits
UtshobGroup
BARI GROUP
Icon Sponsor
COURTYARD BY MARRIOTT
Tucker Auto Body Shop
Fauma
SmartBizPay (877) 663-5033
Her Will
Media Partners
ntv
ATN BANGLA
Media Friends
Bornomala news 24
Bornomalanews
BANGLA PRESS
Every news is draft of history
প্রথম আলো
ATLANTA TIMES
For more information: www.fobanaonline.com | 2025.fobanaonline.com

লোভনীয় সব ফলই সর্বদা খাওয়া চলে না ডায়াবেটিকদের

বদলে কোন ফল খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : উচ্চ গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের ফল খাওয়া বারণ? বদলে কোন ফল নিশ্চিন্তে নিয়মিত খেতে পারেন ডায়াবেটিকেরা?

পাকা আম থেকে মিষ্টি সবেদা। দেখে খেতে ইচ্ছা করলেও, সব সময় খেতে পারেন না ডায়াবেটিকেরা। এই ফলগুলি যে খাওয়া যায় না, তা নয়। কিন্তু খেতে গেলে ক্যালোরির হিসাব কষা দরকার, বলেন পুষ্টিবিদেরা।

সাধারণত, ডায়াবেটিকদের এমন খাবার খেতে বলা হয়, যেগুলির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। অর্থাৎ যে খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় না। কিন্তু আম থেকে আঙুর, আনারসের মতো ফলের পুষ্টিগুণ থাকলেও, সেগুলিতে শর্করার মাত্রাও যথেষ্ট। গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও নেহাত কম নয়। এই ফলগুলি নিয়মিত খাওয়া ঠিক নয়, বিশেষত ভরপেট খাওয়া পরে। সুমিষ্ট রসালো ফল বাদ গেলে, ডায়াবেটিকেরা আর কোন ফল খাবেন নিয়মিত?

পুষ্টিবিদ অনন্যা ভৌমিক বলছেন, ‘‘ডায়াবেটিকেরাও আম খেতে পারেন। স্ন্যাক হিসেবে আম আমরা খেতেই বলি। তবে তারও মাত্রা থাকা দরকার।’’ অন্য পুষ্টিবিদেরাও বলেন, যে কোনও রসালো ফল ডায়াবেটিকেরা খেলেও, খাওয়া দরকার মেপেজুপে। সাধারণত কোনও খাবারের সঙ্গে ভাত-রুটি খাওয়ার পরেই রসালো ফল খেতে বারণ করা হয়। এতে ক্যালোরির মাত্রা বেড়ে যায়। তবে পুষ্টিবিদদের পরামর্শ, দু’টি খাবার খাওয়ার মাঝের সময়টিতে তা খাওয়া যেতে পারে। কারণ, ক্যালোরির হিসাব এ ক্ষেত্রে জরুরি এবং খেতেও হয় পরিমিত।

প্রশ্ন আসে, তা হলে রসালো ফলের বদলে ডায়াবেটিকেরা আর কোন ফল খাবেন?

আমের বদলে বেরি: ভিটামিন এবং খনিজে ভরপুর আমে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ রয়েছে। যা আসলে শর্করা। একটি মাঝারি আকারের আমে ৪০-৫০ গ্রাম শর্করা মেলে। আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৫১-৬০ অর্থাৎ মধ্যম থেকে উচ্চ মাত্রার। ফাইবার থাকলেও, গোটা বড় আম ডায়াবেটিকরা খেয়ে ফেললে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। কয়েক টুকরো খাওয়ায় আপত্তি না থাকলেও, একটি মাঝারি আম খেলে অন্য খাবার খাওয়া কমাতে হবে, বলছেন পুষ্টিবিদেরা। বদলে যে কোনও বেরি জাতীয় ফল নির্দ্বিধায় পাতে রাখা যায়। স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, আমলকিড় এমন ধরনের ফল খেতে পারেন ডায়াবেটিকেরা। এই ফলগুলির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম অথচ পুষ্টিগুণ যথেষ্ট।

পাকা কলার বদলে পেয়ারা: পাকা কলাতেও ডায়াবেটিকদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। যদি নিয়ম জেনে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা। তবে কলার বদলে পেয়ারা ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য ভাল। ফাইবার সম্পন্ন ফলটি ভিটামিন সি এবং নানা রকম খনিজে পূর্ণ। ১০০ গ্রাম পেয়ারায় মাত্র ৫ গ্রাম শর্করা মেলে। তা ছাড়া, এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশ কম।

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হাসি কেন গুরুত্বপূর্ণ

পরিচয় ডেস্ক : হাসি শুধু আনন্দ প্রকাশের উপায় নয়; এটি আমাদের শরীর ও মনের জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার মতো কাজ করে। যখন আমরা হাসি, তখন শরীর যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, তা সুস্থতা, শিথিলতা ও মানসিক শক্তি বাড়ায়। কমেডি দেখেই হোক, বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে কিংবা নিজের ছোট ভুলে হোক, হাসির ফলাফল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়

হাসির মাধ্যমে শরীরে স্ট্রেস হরমোন কমে এবং রোগ প্রতিরোধী কোষ ও অ্যান্টিবডি বাড়ে। এর ফলে শরীর সহজে অসুস্থতা থেকে রক্ষা পায়। কয়েক মিনিটের সজীব হাসিও রোগ প্রতিরোধক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে পারে।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির স্বাস্থ্য উন্নত করে

হাসির সময় রক্তনালিগুলো আরও কার্যকরভাবে কাজ করে এবং রক্তসঞ্চালন বাড়ে। কমে যাওয়া রক্তচাপ ও সামান্য হার্ট রেট বাড়ার ফলে এটি হালকা ব্যায়ামের মতো প্রভাব ফেলে। এতে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে এবং শরীরের সঞ্চালন শক্তিশালী হয়।

পেশি শিথিল ও ব্যথা উপশম করে

হাসি শরীরে এন্ডোরফিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায়, যা প্রাকৃতিক আনন্দদায়ক ও ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। নিয়মিত হাসি ব্যথা কমায় এবং অস্বস্তি সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ায়; পেশি শিথিল হয়। তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বস্তি অনুভব হয়।

শ্বাসকষ্ট কমায়

গভীর হাসি পেটের পেশি ও ফুসফুস সক্রিয় করে। এতে শরীর বেশি অক্সিজেন পায় এবং ফুসফুস থেকে পুরোনো বাতাস বের হয়। যারা বেশি বসে থাকে অথবা চাপের কারণে শ্বাস কম নেয়, হাসি তাদের ফুসফুস সুস্থ রাখে।

হালকা ব্যায়ামের কাজ করে

হাসি পেট, কাঁধ, শ্বাসপ্রণালিসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ সক্রিয় করে। এটি জিমে ব্যায়ামের বিকল্প না হলেও হালকা শারীরিক ব্যায়ামের মতো কাজ করে।

কথায় কথায় ভুলে যান?

জাপানি পন্থায় ধারালো হতে পারে স্মৃতিশক্তি! জেনে নিন উপায়

পরিচয় ডেস্ক : মস্তিষ্কের ব্যায়ামের যে সমস্ত উপায় রয়েছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জাপানের সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। এর মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের পাজল রয়েছে, তেমনই রয়েছে শব্দ এবং সংখ্যাকে মেলানোর কিছু সাঙ্কেতিক খেলা।

মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো বিষয় ভুলে যাচ্ছেন কি? বয়স ৬০ পেরনোর পরে এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ৩০-৪০-এর কোঠায় যদি এমন হয়, তবে তার সমাধান খোঁজা দরকার। এ যুগের জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ, উদ্বেগ, হতাশা নিত্যদিনের সঙ্গী। ভুলে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে এই সমস্ত মানসিক সমস্যা থেকেও। সে ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখতে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে কিছু পরীক্ষায় প্রমাণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। শরীর ভাল রাখতে যেমন ব্যায়াম করা হয়। এই পদ্ধতিগুলিও তেমনই মস্তিষ্কের ব্যায়ামের কাজ করে।

মস্তিষ্কের ব্যায়ামের যে সমস্ত উপায় রয়েছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জাপানের সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। এর মধ্যে যেমন

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

সব্জির পুষ্টিগুণ পেতে কোনটি কী ভাবে খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : যে কোনও সব্জি উপকারী, কিন্তু তার পুষ্টিগুণ নির্ভর করে রান্নার কৌশলের উপর। কী ভাবে খেলে শাক এবং সব্জির পুষ্টিগুণ ঠিকঠাক পাওয়া যাবে, জানাচ্ছেন যাপন সহায়িকা।

শরীর সুস্থ রাখতে গেলে যে কোনও খাবার নয়, খেতে হবে পুষ্টিগুণ জেনে এবং নিয়ম মেনে, পরামর্শ দেন চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদেরা। যে সব্জি বেছে নিন না কেন, প্রতিটিরই কমবেশি পুষ্টিগুণ রয়েছে। এক এক সব্জি এক এক কাজের। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, স্বাস্থ্যকর খাবারও অস্বাস্থ্যকর হতে পারে খাওয়ার ভুলে। রান্নার দোষে।

মেথি কিংবা পালং শাক, মশলা দিয়ে, প্রচুর মাখন এবং ক্রিম ঢেলে সুস্বাদু করে বানালেন ঠিকই, কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রায় তার পুষ্টিগুণই কমে যাবে। তার পর যথেচ্ছ মাখন, ক্রিমের ব্যবহারে সেই খাবারে বাড়তি ক্যালোরি যোগ হবে। সুতরাং সুস্থ থাকতে বা ওজন কমাতে যেটি খাচ্ছেন, সেটি কী ভাবে খাবেন তা না জানলে পুষ্টিগুণ শরীর পর্যন্ত যাবে না।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করছেন মুম্বইয়ের ডিম্পল জাংরা। যাপন এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বইয়ের লেখিকা ইনস্টাগ্রামে পরামর্শ দিয়েছেন, কোন সব্জি কী ভাবে খেলে উপকার মিলবে।

কুমড়ো: বারোমাসের সব্জি এটি। প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এ, সি, পটাশিয়াম, ফসফরাসে সমৃদ্ধ সব্জিটি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কুমড়োর বীজে মেলে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে, হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এই সব্জিটি খুবই ভাল। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এবং ওজন কমাতে এটি অত্যন্ত কার্যকর। কুমড়োর পুষ্টিগুণ পাওয়ার ভাল উপায় স্যুপ করে খাওয়া। উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন গোলমরিচের গুঁড়ো।

ধনেপাতা: ভিটামিন এ, সি এবং কে সমৃদ্ধ ধনেপাতা শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করতেও সাহায্য করে। ধনেপাতার চাটনিতে যথেষ্ট পুষ্টিগুণ মেলে।

মেথিপাতা: ফাইবার, আয়রন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ, সি, বি ৬-এ ভরপুর মেথিপাতা ডায়াবেটিকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তবে বেশি করে তেল দিয়ে, কষিয়ে রান্না নয়, টাটকা মেথিপাতা দিয়ে রুটি বা অল্প তেলে পরোটা করলেই শাকের উপকার বেশি

মাছের ডিম খেলে কী উপকার?

পরিচয় ডেস্ক : মাছ খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। তবে তাদের মধ্যে আবার অনেকে মাছের ডিম খেতে পছন্দ করেন না। মাছ খেলে যতটা উপকার পাওয়া যায়, মাছের ডিম খেলে তার চেয়ে বেশি পুষ্টি পাওয়া যায় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাই মাছের ডিম না ফেলে ঝোল বা ভাজি করে খেতে পারেন।

আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টিই মাছের ডিমে পাওয়া যায়। ভিটামিন এ মাছের ডিমে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে মাছের ডিম সপ্তাহে একবার খাওয়া উচিত। শিশুদের অবশ্যই মাছের ডিম খাওয়ানোর চেষ্টা করুন।

কারণ এতে ভিটামিন ডি আছে। এটি হাড় ও দাঁত মজবুত করে। মাছের ডিম খেলে ভবিষ্যতে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অনেকেই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন।

ওষুধ খাওয়ার চেয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং মানসিক চাপ কমালে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। মাছের ডিম খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। মাছের ডিম কিভাবে রান্না করতে হয় তা অনেকেই জানেন না। আসলে এটি খুব সহজেই রান্না করা যায়। মাছের ঝোল বা ঝাল রান্না করার সময় এটি দিয়ে দিতে পারেন।

খাওয়ার সময় রোজ অতিরিক্ত নুন নিয়ে খাচ্ছেন?

উচ্চ রক্তচাপ ছাড়াও বাড়ছে ৫ রোগের ঝুঁকি

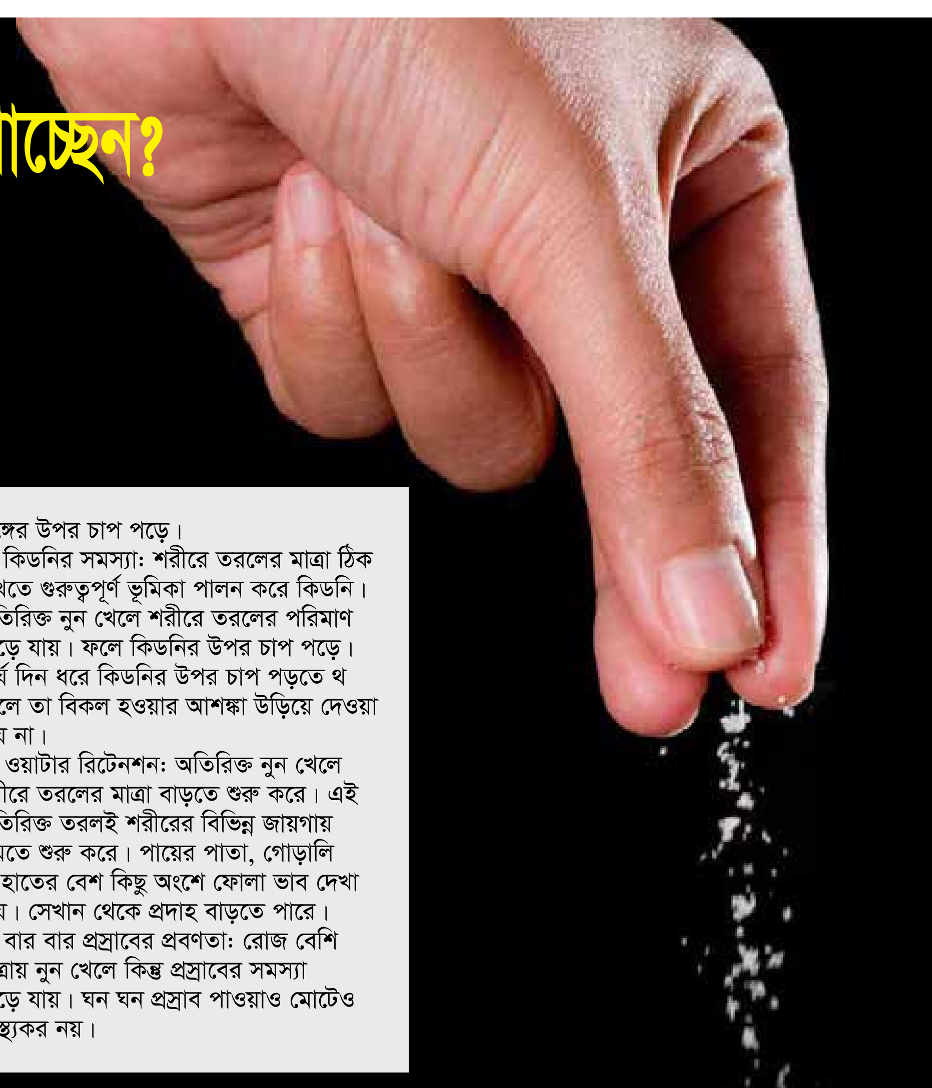

পরিচয় ডেস্ক : শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অপরিহার্য। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে। তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

নুন কিন্তু রান্নার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। বেশি হলেও মুশকিল, আবার কম হলেও খাওয়া যায় না। অনেকের আবার রোজের রান্নায় নুন ঠিকঠাক হলেও পাতে কাঁচা নুন নিয়ে খাওয়ার অভ্যাস। এমনকি, বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলেন কেউ কেউ। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অপরিহার্য। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে। তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী, এই তথ্য অনেকেরই জানা। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। দিনের পর দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে আরও বেশ কিছু রোগ হানা দিতে পারে শরীরে। দেখে নিন, কোন কোন রোগ আছে সেই তালিকায়।

১. জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয়: অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তার নির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাৎ, ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিৎসকেরা। তার থেকে বেশি জল খেলেই কিডনি বা লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে।

২. কিডনির সমস্যা: শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থ াকলে তা বিকল হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩. ওয়াটার রিটেনশন: অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪. বার বার প্রস্রাবের প্রবণতা: রোজ বেশি মাত্রায় নুন খেলে কিন্তু প্রস্রাবের সমস্যা বেড়ে যায়। ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়াও মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।

রান্নাবান্না

ইলিশ বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক : ইলিশের পদ মানেই মাথায় আসে পাতুরি নয়তো ভাপা। তবে বিরিয়ানিতে ইলিশ পড়লে কেমন হয়, সে কথা ভেবে দেখেছেন কখনও? ঘরোয়া উপায়ে অল্প উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন ইলিশ বিরিয়ানি।

উপকরণ: বাসমতি চাল: ১ কেজি, ইলিশ মাছ: ১০ টুকরো , টক দই: ১৫০ গ্রাম, রসুনবাটা: ২ চা চামচ, আদাবাটা: ১ চা চামচ, পেঁয়াজবাটা: আধ কাপ, গোলমরিচ গুঁড়ো: ২ চা চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা: ৩ ট, বিরিয়ানির মশলা গুঁড়ো: ২ চা চামচ, নুন: পরিমাণ মতো, ঘি: ১০০ গ্রাম, গোটা গরমমশলা: ৫ গ্রাম, তেজপাতা: ২টি, বেরেস্তা: ৩-৪ টেবিল চামচ, গোলাপজল: ২ টেবিল চামচ, কেওড়াজল: ১ চা চামচ, কেশর: পরিমাণ মতো (রঙের জন্য, দুধ: ৩-৪ টেবিল চামচ এবং সর্ষের তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী: বাসমতী চাল ভাল করে ধুয়ে নিয়ে একটি বাটিতে বেশ খানিকটা জলে ভিজিয়ে রেখে দিন আধ ঘণ্টা। এ বার ইলিশ মাছের মধ্যে দই, আদা-রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কাবাটা, নুন, বিরিয়ানির মশলা, চেরা কাঁচালঙ্কা আর বেরেস্তা দিয়ে ভাল করে মেখে মিনিট ১৫ রেখে দিন। এ বার একটি পাত্রে দুধের মধ্যে কেশর, গোলাপজল, কেওড়াজল মিশিয়ে রেখে দিন।

নুন, গোটা গরমমশলা, তেজপাতা দিয়ে প্রথম চাল সেদ্ধ করে নিন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে ইলিশ মাছের মিশ্রণটি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করে নিন। মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে সেগুলি তুলে রাখুন। এ বার মশলার মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা ভাত ছড়িয়ে দিন। ভাতের উপর এ বার কেশর দুধ, বিরিয়ানির মশলা, বেরেস্তা ছড়িয়ে মাছগুলি সাজিয়ে দিন। ঢিমে আঁচে কড়াইটি মিনিট পাঁচেক ঢেকে রাখুন। আলতো হাতে মিশিয়ে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ বিরিয়ানি।

‘মুর্গ ফটাফট’

পরিচয় ডেস্ক : বাড়িতে হঠাৎ কোনও অতিথি এলে কী খাওয়াবেন, তা ভেবে উঠতে পারেন না অনেকেই। অনলাইনে রেস্তরাঁর খাবার না আনিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন মুর্গ ফটাফট।

উপকরণ: ৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস, ১ কাপ পেঁয়াজকুচি, দেড় কাপ টম্যাটোকুচি, ৩ টি তেজপাতা, ৫ গ্রাম গোটা গরমমশলা, ১ চা চামচ গোটা জিরে, ১ চা চামচ গোটা গোলমরিচ, পরিমাণ মতো তেল এবং স্বাদমতো নুন আর চিন

প্রণালী: কড়াইতে সাদা তেল গরম করে তেজপাতা আর থেঁতো করা জিরে, গোলমরিচ আর গরম মশলা ফোড়ন দিন। এর পর কড়াইতে মাংস দিয়ে খানিক ক্ষণ ভেজে নিন। এ বার একে একে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, টম্যাটো, কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিন। তার পর আঁচ মাঝারি রেখে নুন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন মাংসটি। মাংস থেকে তেল ছেড়ে এলে ঢাকা দিয়ে দিন। মাঝে মাঝে ঢাকা খুলে নাড়িয়ে দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে সামান্য চিনি ছড়িয়ে দিন। শেষে আরও খানিকটা ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। ভাত, রুটি, লুচি, পরোটার সঙ্গে দারুণ জমবে মুর্গ ফটাফট।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

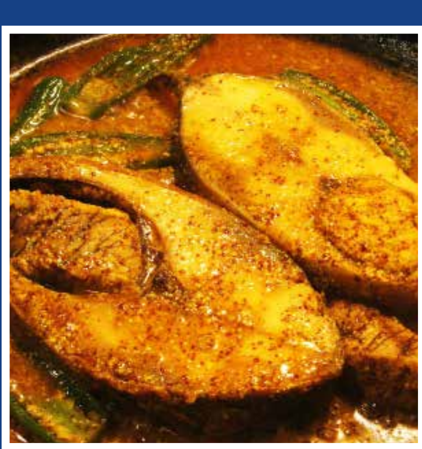

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

গরুর মাংসের ঝালফ্রেজি

পরিচয় ডেস্ক : লম্বা সময় ধরে কষিয়ে রান্না করা পদের অপেক্ষায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে দিতে না চাইলে গরুর মাংস দিয়ে ঝটপট ঝালফ্রেজি বানিয়ে ফেলুন। খুব বেশি ঝালের বালাই থাকে না এতে। বরঞ্চ ব্যবহার করা হয় ক্যাপসিকাম আর টমেটো। আর যোগ করা হয় না আলগা পানি।

উপকরণ: হাড়সহ গরুর মাংস ২ কেজি, জিরা বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুঁচি ২ কাপ , লাল মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ২ চা-চামচ, ধনে গুঁড়া ২ চা-চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা আড়াই টেবিল চামচ, বড় এলাচ ২টি, সবুজ এলাচ ৪/৫টি, তেজপাতা ৩ টি, দারুচিনি ২ টুকরা, গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা জিরার গুঁড়া ২ চা-চামচ.গরমমসলার গুঁড়া ২ চা-চামচ, বেরেস্তা ৪/৫ টেবিল চামচ, আস্ত বড় রসুন ১টি, গাজর ২ টি, আলু ৩ টি, ক্যাপসিকাম ২টি, তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো

প্রণালি: একটি ফ্রাইং প্যান চুলায় বসিয়ে তাতে তেল গরম করে গোটা গরম মসলা ও পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজ ভেজে এতে জিরা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও আধা চা চামচ গরমমসলার গুঁড়া দিন। এবার গাজর, আলু, ক্যাপসিকাম দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে সিকি কাপ গরম পানি দিন। পানি শুকিয়ে গেলে এবার গাজর, আলু, ক্যাপসিকাম তুলে নিন। এতে গরুর মাংসের টুকরাগুলো ও লবণ দিয়ে চুলার আঁচ মাঝারিতে রেখে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিন। মাংস ফুটে উঠলে চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন।

১০ মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখবেন মাংস থেকে প্রচুর পানি বের হয়েছে। এখন আবার ঢেকে দিয়ে রান্না করুন পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। ঢাকনা তুলে নেড়েচেড়ে নিন আরও ১০ মিনিট। এরপর এতে আদা-রসুন বাটা ও আস্ত রসুন দিয়ে প্রয়োজন পড়লে সিকি কাপ পানি দিন। ভালোভাবে নেড়ে চুলার আঁচ কমিয়ে রান্না করুন ৩০ মিনিট। মাঝেমাঝে নেড়ে দেবেন। মাংস সেদ্ধ হয়ে পানি কমে আসলে এতে এবার কাঁচামরিচ, ভেজে রাখা আলু, গাজর ও ক্যাপসিকাম আর সেই সঙ্গে জিরার গুঁড়া, গরমমসলা ও গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে রান্না করুন আরও ৫ মিনিট। মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন দুপুরের ভোজে।

ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে বিফ কোরমা

পরিচয় ডেস্ক : শুধু ঝাল মসলা নয়, বাদাম আর ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে রান্না করতে পারেন গরুর মাংস।

উপকরণ: গরুর সামনের রানের মাংস দেড় কেজি, আদা বাটা দেড় টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেশতা আধা কাপ, কাঁচামরিচ ৫/৬টি, চিনি ১ চা-চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, তেল ৩ টেবিল চামচ, গরমমসলা গুঁড়া ২ চা-চামচ, টকদই ৪/৫ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কিসমিস ১ টেবিল চামচ, আলু বোখারা ৭/৮ টা, শুকনো খেজুর কুচি ৪/৫ টা, বাদাম কুচি ২ টেবিল চামচ

প্রণালি: মাংসে আদা বাটা, রসুন বাটা, অর্ধেক টক দই ও লবণ দিয়ে মেখে রেখে দিন তিন থেকে চার ঘন্টা। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে মাংস ভেজে নিন। মৃদু আঁচে ঢেঁকে রান্না করুন মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।এবার আবার হাঁড়িতে তেল গরম করে বাকি সব বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করা মাংস দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে রান্না করে নিন।

এবার টক দই, বাটা কাঁচামরিচ আর স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিয়ে নেড়ে ১৫ মিনিট মৃদু আঁচে ঢেকে রান্না করুন। এরপর বেরেশতা, কিসমিস, খেজুর, আলুবোখারা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে আরো ১০ মিনিট রান্না করুন। ওপরে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে বিফ কোরমা।

রাশিয়ার তেলে বিপুল মুনাফা করছে

১০ পৃষ্ঠার পর

অতিরিক্ত মুনাফা করেছে। বেসেন্ট বলেন, ‘আমি এটাকে ভারতীয় আর্বিট্রেজ বা মধ্যস্বত্ব অর্জন বলব। সস্তায় রুশ তেল কিনে তা আবার পণ্যের আকারে বিক্রি করা, এই প্রবণতা যুদ্ধের সময় শুরু হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অগ্রহণযোগ্য।’ রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ট্রাম্প প্রশাসন গত ৬ আগস্ট ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছে। ট্রাম্প বারবার অভিযোগ করেছেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা ‘যুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছে’ৄ

বেসেন্ট বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ার কাছ থেকে চীনের তেল কেনা ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে, যা ভারতের তুলনায় অনেক কম। চীন অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছিল। কিন্তু ভারত যুদ্ধের সময় একটি ‘আর্বিট্রেজ সিস্টেম’ তৈরি করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শুল্ক বৃদ্ধির জবাবে ভারত এই পদক্ষেপকে ‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক’ বলে মন্তব্য করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।

সম্প্রতি মার্কিন বাণিজ্য উপদেষ্টা এবং অর্থনীতিবিদ পিটার নাভারো একটি নিবন্ধে অভিযোগ করেন, ভারতের রুশ তেল আমদানি বৃদ্ধির কারণ ‘ভারতের বিগ অয়েল লবির মুনাফাবাজির লোভ’, এটি কোনোভাবেই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা নয়। এই উত্তেজনার মধ্যেই ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আসন্ন বাণিজ্য বৈঠক আকস্মিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। গত মাসে দুই দেশের মধ্যে পঞ্চম দফার আলোচনা হলেও, ২৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে নির্ধারিত পরবর্তী বৈঠকটি বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশে চাল রপ্তানির তোড়জোড়

১০ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। সিদ্ধান্তটি বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হওয়ার পর রাত থেকেই ভারত থেকে ট্রাকভর্তি চাল পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। এ বিষয়ে সমকালের পক্ষ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চালের শুল্ক শূন্য করার কোনো আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলকাতা, উত্তর প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের একাধিক ব্যবসায়ী জানান, আগে থেকেই খবর পেয়েছিলেন, বাংলাদেশ শুল্ক প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে। তাই তারা সীমান্তে বিপুল পরিমাণ চাল মজুত রেখেছিলেন। সিদ্ধান্ত কার্যকর হতেই বাজারে ধাক্কা লাগে। খুচরা বাজারে স্বর্ণা জাতের চালের দাম কেজিতে ৩৪ টাকা থেকে বেড়ে ৩৯ রুপি, মিনিকেট ৪৯ থেকে ৫৫ রুপি, রত্না ৩৬-৩৭ থেকে ৪১-৪২ রুপি এবং সোনা মাসুরি ৫২ থেকে ৫৬ রুপিতে পৌঁছেছে।

প্রসঙ্গত দেশের চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সরকার। গত ১০ আগস্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা ২৪২টি চাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে মোট পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দেয়। এর মধ্যে সেদ্ধ চাল চার লাখ ৬১ হাজার টন এবং আতপ চাল ৩৯ হাজার টন। অনুমতি পাওয়া আমদানিকারকদের আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাল আমদানি করতে হবে। চালের বাজার স্থির রাখতে গত বছরের ২০ নভেম্বরে চালের আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক পাঁচ শতাংশ প্রত্যাহার করে সরকার।

চালকল মালিকদের সংগঠনের বাংলাদেশ অটো, মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির সহসভাপতি শহিদুর রহমান পাটোয়ারী সমকালকে জানান, চাল আমদানির শুল্কহার পরিবর্তন নিয়ে সরকার থেকে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি সমকালকে বলেন, ‘আমি নিজেও চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছি। তবে শুল্কহার কত হবে, তা জানার পরই বুঝতে পারব আমদানি করে লাভ না ক্ষতি হবে। এ জন্য অপেক্ষা করছি। শুনেছিলাম গত বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এসআরও জারি করবে, শেষ পর্যন্ত করেনি। আমদানির অনুমতি পাওয়া সব ব্যবসায়ী এই এসআরও জারির অপেক্ষায় আছেন।’

ভারতের ব্যবসায়ীরা এতটা আগ্রহী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের আমদানিকারকরা ভারতীয় সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আবার শুল্কে বড় ছাড় পেলে বেশি লাভবান হওয়ার আশায় বাংলাদেশি কোনো কোনো ব্যবসায়ী একটু ঝুঁকি নিয়ে আগাম আমদানির আদেশ দিচ্ছেন। এরই মধ্যে কিছু চাল স্থলবন্দরে এসে পৌঁছেছে এ কথা ঠিক। তবে এর পরিমাণ পাঁচ হাজার টন বা মোট আমদানির অনুমতির এক শতাংশও হবে না। তবে চাল এলেও শুল্কহার চূড়ান্ত না হওয়ায় কেউ খালাস করছেন না।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে, সে দেশের চাল রপ্তানিকারকরা পেট্রাপোল বন্দরের কাছে চাল মজুত করছেন। যেমন রাইসভিলার প্রধান নির্বাহী সুরজ আগরওয়াল বলেন, লজিস্টিকস ও খরচের দিক থেকে পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়েই রপ্তানি সবচেয়ে লাভজনক। ইতোমধ্যে উত্তর প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের মিল মালিকরা এ পথে চাল পাঠাচ্ছেন।

ভারতে তেল সরবরাহ অব্যাহত

১০ পৃষ্ঠার পর

রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া আছে। উক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের অন্যতম বৃহত্তম ক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাবশকিন বলেন, ‘রুশ অপরিশোধিত তেলের কোনো বিকল্প নেই, কারণ এটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই তেল ভারতের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। বাবশকিন জানান, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে আগ্রহী। দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রতি বছর প্রায় ১০ শতাংশ হারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভারতে তেল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, উভয় দেশের মধ্যেকার বাণিজ্য বাধাগুলো দূর করার জন্য রাশিয়া কাজ করছে। সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বাবশকিন বলেন, ‘যদি ভারতীয় পণ্য মার্কিন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে রাশিয়ার বাজার ভারতীয় রপ্তানির জন্য উন্মুক্ত।’ রুশ দূতাবাস আরও জানিয়েছে, ভারত তাদের চতুর্থ বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ভবিষ্যতেও ভারতে জ্বালানি সরবরাহ একই পর্যায়ে থাকবে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলোকে ‘দ্বিমুখী নীতি’ এবং ‘জাতীয় স্বার্থের প্রতি অসম্মান’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে রুশ দূতাবাস। এ ছাড়া, দুই দেশের মধ্যেকার পেমেন্ট বা অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ)

১০ পৃষ্ঠার পর

হতে হবে, এমনটাই মনে করছেন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাড়ছে; কারণ, ইইউ আমদানি বাড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোড়কারখানা বন্ধ, ব্যাংকিং জটিলতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সেই প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করছে।

অন্যদিকে টিম গ্রুপের সহকারী এমডি আবদুল্লাহ হিল নকিব মনে করছেন, বাংলাদেশের জন্য ইউরোপের বাজারে চীন ও কম্বোডিয়ার তুলনায় বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে ইউরোপের ক্রেতারা বাংলাদেশের দিকে ঝুঁকেছে। তারা পরিবেশগত মান, মূল্য এবং অন্যান্য রিকয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পণ্যে বেশি ভরসা রাখে। তিনি বলছেন, চীন থেকে আসা ক্রেতাদের মাত্র ৭-১০ শতাংশকে ধরতে পারলে বাংলাদেশের রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে এ জন্য দেশকে নিজের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে।

আঞ্চলিক প্রতিযোগীদের মধ্যে ভারত ছয় মাসে ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে রপ্তানি করেছে ২ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ইউরো। পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ, রপ্তানি আয় ১ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ইউরো। ভিয়েতনামও প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছেড়রপ্তানি বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ইউরো, প্রবৃদ্ধি ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। তুলনায় বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধিতে সবার ওপরে না থাকলেও পরিমাণে এখনো দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থান ধরে রেখেছে।

অন্যদিকে ইইউতে তুরস্কের রপ্তানি কমেছে। দেশটির আয় দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ইউরো, যা আগের বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ কম।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বাংলাদেশের বাজার অংশীদারত্ব সুদৃঢ় হলেও প্রবৃদ্ধিতে প্রতিযোগীদের পেছনে পড়া একটি সতর্কসংকেত। ইউরোপে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে এবং চীন থেকে সরে আসা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা জরুরি।

শান্তি ফেরাতে ইতিবাচক অগ্রগতি না

৫ পৃষ্ঠার পর

বিষয়টা। কার দোষ, সেটি আমরা দেখব। কেন সমস্যা হচ্ছে, তা আমি বুঝে দেখব। আমি জানি, কী করছি। আমরা দেখব যে ওরা (রাশিয়া এবং ইউক্রেন) বৈঠকে বসছে কি না। যদি ওরা বৈঠকে না বসে, তা হলে কেন বসছে না, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। কারণ, আমি ওদের বলে দিয়েছি আলোচনায় বসার জন্য। আমাকে কী করতে হবে, তা আমি দু'সপ্তাহের মধ্যেই বুঝে যাব।"

ট্রাম্প আরও বলেন, "আমরা কী করব বা কী হতে পারে, সে বিষয়ে আমি একটি সিদ্ধান্ত নেব। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে চলেছেড় হয় ব্যাপক কোনও নিষেধাজ্ঞা বা শুল্ক, কিংবা উভয়ই। অথবা আমরা কিছুই করব না এবং বলে দেব যে এটি আপনাদের (রাশিয়া এবং ইউক্রেনের) যুদ্ধ।" বস্তুত, দ্বিতীয় বার হোয়াইট হাউসে আসার পর থেকেই রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউক্রেনের উপর হামলা বন্ধ না-করলে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হবে, এমন হুঁশিয়ারি ট্রাম্প আগেও দিয়েছেন।

তবে এরই মধ্যে কূটনৈতিক সমীকরণে কিছুটা বদলের আভাস মেলে গত সপ্তাহ থেকে। গত সপ্তাহে আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তার পরে চলতি সপ্তাহের শুরুতে হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জ□লেনস্কির সঙ্গেও পৃথক বৈঠক সারেন তিনি। ওই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারাও হোয়াইট হাউসে ছিলেন। ওই বৈঠকের পরেই জানা যায়, পুতিন এবং জ□লেনস্কি উভয়েই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে আগ্রহী হয়েছেন। ওই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরে ট্রাম্পের উপস্থিতিতে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও হওয়ার সম্ভাবনার কথা জান যায়। কিন্তু বৈঠক কবে হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। এ অবস্থায় ট্রাম্পের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

'যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা হবে না পুতিন-জেলেনস্কির'! ঘোষণা রুশ বিদেশমন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক : রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ অভিযোগ করেছেন, ২০২২ সালে জেলেনস্কি একটি ডিক্রি জারি করে মস্কো-কিভ শীর্ষবৈঠক 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন। এখনও সেই ডিক্রি তিনি প্রত্যাহার করেননি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বৈঠকে বসতে পারেন। তবে সেই বৈঠকে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ছাড়া যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। আপাতত দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকের কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও জানিয়েছেন রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।

রুশ বিদেশমন্ত্রীর ওই বক্তব্যের জবাবে ইউক্রেনের উপ-বিদেশমন্ত্রী সের্গি কিসলিৎসকা বলেন, ''আলোচনা যদি হয় তবে তা ভূখণ্ডের বদল নিয়েই হবে।'' লাভরভ অবশ্য শুক্রবার লাভরভ শুক্রবার অভিযোগ করেছেন, ২০২২ সালে জেলেনস্কি একটি ডিক্রি জারি করে মস্কো-কিভ শীর্ষবৈঠক 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন। এখনও সেই ডিক্রি তিনি প্রত্যাহার করেননি। সাংবাদিক বৈঠকের আগে রুশ সরকারি সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, গত ১৫ অগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে যুদ্ধবিরতির শর্তের বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়েছেন পুতিন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দাবি, ট্রাম্পকে তিনটি শর্ত দিয়েছেন পুতিন। তিনি চান ক্রাইমিয়ার পাশাপাশি ইউক্রেনের পূর্ব দিকে থাকা ডনবাস (একত্রে ডনেৎস্ক এবং লুহানস্ক এলাকা) এলাকা রাশিয়াকে ছেড়ে দিন জেলেনস্কি। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নেটো-য় ইউক্রেন প্রবেশাধিকার পাক, এমনটাও চান না রুশ প্রেসিডেন্ট। পুতিনের তিন নম্বর শর্তটি হল, ইউক্রেনে যেন পশ্চিমের কোন দেশ (ইউরোপ বা আমেরিকার)-এর সেনা না-ঢোকে।জানিয়েছেন, শীর্ষস্তরের বৈঠকের আগে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত রূপরেখা তৈরির কাজ শেষ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, এখনও সেই কাজ একটুও এগোয়নি। ফলে প্রথম বৈঠকে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

লাভরভ শুক্রবার (২২ আগষ্ট)অভিযোগ করেছেন, ২০২২ সালে জেলেনস্কি একটি ডিক্রি জারি করে মস্কো-কিভ শীর্ষবৈঠক 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন। এখনও সেই ডিক্রি তিনি প্রত্যাহার করেননি।

সাংবাদিক বৈঠকের আগে রুশ সরকারি সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, গত ১৫ অগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে যুদ্ধবিরতির শর্তের বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়েছেন পুতিন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দাবি, ট্রাম্পকে তিনটি শর্ত দিয়েছেন পুতিন। তিনি চান ক্রাইমিয়ার পাশাপাশি ইউক্রেনের পূর্ব দিকে থাকা ডনবাস (একত্রে ডনেৎস্ক এবং লুহানস্ক এলাকা) এলাকা রাশিয়াকে ছেড়ে দিন জেলেনস্কি। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নেটো-য় ইউক্রেন প্রবেশাধিকার পাক, এমনটাও চান না রুশ প্রেসিডেন্ট। পুতিনের তিন নম্বর শর্তটি হল, ইউক্রেনে যেন পশ্চিমের কোন দেশ (ইউরোপ বা আমেরিকার)-এর সেনা না-ঢোকে।অভিযোগ করেছেন, ২০২২ সালে জেলেনস্কি একটি ডিক্রি জারি করে মস্কো-কিভ শীর্ষবৈঠক 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন। এখনও সেই ডিক্রি তিনি প্রত্যাহার করেননি। সাংবাদিক বৈঠকের আগে রুশ সরকারি সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, গত ১৫ অগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে যুদ্ধবিরতির শর্তের বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়েছেন পুতিন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দাবি, ট্রাম্পকে তিনটি শর্ত দিয়েছেন পুতিন। তিনি চান ক্রাইমিয়ার পাশাপাশি ইউক্রেনের পূর্ব দিকে থাকা ডনবাস (একত্রে ডনেৎস্ক এবং লুহানস্ক এলাকা) এলাকা রাশিয়াকে ছেড়ে দিন জেলেনস্কি। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নেটো-য় ইউক্রেন প্রবেশাধিকার পাক, এমনটাও চান না রুশ প্রেসিডেন্ট। পুতিনের তিন নম্বর শর্তটি হল, ইউক্রেনে যেন পশ্চিমের কোন দেশ (ইউরোপ বা আমেরিকার)-এর সেনা না-ঢোকে।

আলাস্কার ওই বৈঠকের পরে সোমবার (১৭ আগষ্ট) হোয়াইট হাউসে গিয়ে যুদ্ধবিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দু'দফায় বৈঠক করেন জেলেনস্কির। ওভাল হাউসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। সেখানে ছিলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ, ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন এবং নেটোর মহাসচিব মার্ক রুট। বৈঠকের পরে নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, "বৈঠক শেষে আমি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। পাশাপাশি, জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে একটি বৈঠকের প্রস্তাবও দিয়েছি। ইতিমধ্যেই সেই বৈঠকের তোড়জোড় শুরু করা হচ্ছে। সেই বৈঠক হওয়ার পর, আমরা একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করব। সেখানে দুই রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন এবং আমিও থ াকব।" কিন্তু ট্রাম্পের সেই ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিন ক্রেমলিন।

গত পাঁচ বছরে ভারতে বিদেশি

৫ পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমন ছিল যথাক্রমে ৬৩.৩৭ লাখ, ৭০.১০ লাখ, ১৪৩.৩০ লাখ, ১৮৮.৯৯ লাখ এবং ২০৫.৬৯ লাখ। গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানান, ২০২০ এবং ২০২৩ সালে ভারত ভ্রমণে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ। তবে ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৪ সালে এ স্থান দখল করে যুক্তরাষ্ট্র। শীর্ষ পাঁচ দেশের বাকি তিনটি হলো যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা।

জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএনডব্লিউটিও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমনের দুটি প্রধান উপাদান হলো বিদেশি পর্যটক আগমন এবং অনাবাসী নাগরিকদের আগমন। ভারতের সরকারি পরিসংখ্যানও সেই মানদণ্ড অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়েছে।

SYLHET SHODOR SOCIETY OF USA, INC
সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউ এস এ, ইনক

নির্বাচন কমিশন ২০২৫
ELECTION COMMISSION 2025

সম্মানিত,
সদস্যবৃন্দ
সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউএস এ ইনক এর দ্বি বার্ষিক নির্বাচন আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।

নিবার্চনী বিধিমালা

১। প্রার্থীকে অবশ্যই সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক এর প্রাথমিক সদস্য হতে হবে।
২। প্রার্থীকে নিবার্চন কমিশন হইতে নমিনেশন আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে।
৩। নেমিনেশন জমা দেওয়ার তারিখ আগামী ২৪শে আগস্ট রবিবার, স্থান: হ্যালো বাংলাদেশ এস্টোরিয়া, বিকাল ৬টা হইতে রাত ৯টা পর্যন্ত ।
৪। নমিনেশন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৬শে আগস্ট মঙ্গলবার বিকাল ৯টা মধ্যে।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষে
রানা ফৌরদৌস চৌধুরী
প্রধান নিবার্চন কমিশনার
সদস্যবৃন্দ
১। দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ২। শাহনেওয়াজ চৌধুরী
৩। মনসুর আহমেদ চৌধুরী ৪। শাহজাহান চৌধুরী
Phone: ((917) 330-0374 , (917) 513-9205, (917) 345-7658, +1 (646) 717-6240, 1 (917) 862-4917.

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক : বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ভিয়েতনামের পণ্যে এটি বাংলাদেশের মতই ২০ শতাংশ। রপ্তানিতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকা চীনা পণ্যে এ হার ৭৫ শতাংশের মতো।

যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসে বিশ্বের সর্ববৃহৎ টেক্সটাইল প্রদর্শনী শুরু হয়েছে সোমবার। সেখানে নিজস্ব পণ্য প্রদর্শন করছে নারায়ণগঞ্জভিত্তিক প্যাসিফিক সোয়েটার্স। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাশেদ টেলিফোনে সমকালকে বলেন, শুল্ক কাঠামোর নতুন বাস্তবতায় প্রদর্শনীর প্রথম দিনেই অনেক ক্রেতা তাঁর সঙ্গে রপ্তানি আদেশ নিয়ে আলোচনা করেছে। আরও অনেক ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, মার্কিন একটি বড় ব্র্যান্ডের রপ্তানি আদেশের ৬০ হাজার পিস টি-শার্টের কাজ চলছিল তাঁর কারখানায়। নতুন শুল্কের ঘোষণা আসার পর ব্র্যান্ডটি কাজ বন্ধ রাখতে ই-মেইল করেছিল। মাঝপথে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। রপ্তানি আদেশটি পুনর্বহাল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঢাকাভিত্তিক মার্কিন বায়িং হাউস লিয়াং ফ্যাশনের মোট রপ্তানি আদেশের ৯৯ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের। প্রতিষ্ঠানটির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, শুল্ক হ্রাসের ঘোষণার দিনই মার্কিন একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ৭৬ হাজার ৬০০ পিস লং প্যান্ট ও শর্টসের রপ্তানি আদেশের কাজ আবার শুরু করতে বলেছে। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানি আদেশ বাংলাদেশ আসবে বলে মনে আশা করেন তিনি। সুত্র দৈনিক সমকাল

আগস্টের প্রথম ২০ দিনে

১০ পৃষ্ঠার পর

ডলার। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত প্রবাসীরা ৪ হাজার ১২০ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল মাত্র ৩ হাজার ৪৪৩ মিলিয়ন ডলার। অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে,বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩০ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ব্যালেন্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম-৬) পদ্ধতি অনুসারে, বাংলাদেশের নিট রিজার্ভ বর্তমানে ২৫ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্য বোঝা

১৬ পৃষ্ঠার পর

হয়, মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের যে হাজার হাজার লোক যাচ্ছে, তারা সঙ্গে করে শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই আনছে না; আনছে ভিনদেশি সংস্কৃতিও। সে জন্যই এখন লক্ষ্য করি, গ্রামগঞ্জের মুসলমান নারী-পুরুষ আরব্য সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করছে। তারা জানে না, সংস্কৃতির মধ্যে শুধু সেই অংশেই ধর্মের প্রভাব থাকে, যেটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্মাচারের বাইরে সংস্কৃতিটি অঞ্চলভিত্তিক। লক্ষ্য করার বিষয়, আরবরা কিন্তু নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না। তারা বলে, 'উই আর অ্যারাবস' আমরা আরব। কারণ তারা এ কথা জানে, আরবদের মধ্যে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান থাকলেও সেখানে খ্রিষ্টান, ইহুদি এমনকি নাস্তিক লোকও থাকতে পারে। কিন্তু তাদের সবার পরিচয়, তারা আরব।

আমাদের বাঙালি পরিচয়ই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক পরিচয়। এই পরিচিতিকে কোনো রকম খোঁড়া যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। আনিস আহমেদ: যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সাংবাদিক ও লেখক। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

চীনের তিব্বত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

১৮ পৃষ্ঠার পর

এটি জাতীয় নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। এ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রত্যেক দেশই নিজেদের অবস্থান এবং নিজেদের কৌশল সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হতে পারে। চীন মনে করতে পারে যে তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারের কারণে তারা সহজেই এ প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে পারবে। অন্যদিকে ভারত ও বাংলাদেশ মনে করতে পারে যে তাদের কূটনৈতিক চাপ বা আন্তর্জাতিক সমর্থন দিয়ে এ প্রকল্পকে প্রতিহত করা সম্ভব। এ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সম্ভাব্য সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। লেখক : ডেপুটি চিফ (প্ল্যানিং), ঢাকা ওয়াসা

দেশজোড়া জল্পনায় অবশেষে মুখ

১২ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রতি আমেরিকার সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্গে কী ভাবে মানিয়ে চলবে পাক সরকার? মুনির বলেছেন, ''একটা বন্ধুর জন্য আমরা কখনও অন্য বন্ধুকে বলি দেব না।'' আমেরিকার প্রেসি□ডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা আরও এক বার শোনা গিয়েছে মুনিরের মুখে। জানিয়েছেন, নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করবেন তিনি।

গত দু'মাসে দু'বার আমেরিকা সফরে গিয়েছেন মুনির। দ্বিতীয় বারের সফরে আমেরিকা থেকেই ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নিজেদের পরমাণু শক্তি জাহির করে জানিয়েছেন, অর্ধেক বিশ্বকে নিয়ে ধ্বংস হওয়ার ক্ষমতা রাখে পাকিস্তান। সিন্ধুর জল আটকালে ভারতের উপর ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে, দাবি মুনিরের। তাঁর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে কঠোর বিবৃতি দিয়েছে নয়াদিল্লিও।

ভারতের মাটি থেকে...', গুরুতর

৯ পৃষ্ঠার পর

দ্রুত সম্ভব অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে ভারত তার প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করছে।'

এ দিন বাংলাদেশের অন্তর্বতিকালীন সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে দাবি করা হয়, নয়াদিল্লি এবং কলকাতায় বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। ভারতে তারা কার্যালয় স্থাপন করেছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

তারা বলেছে, 'বাংলাদেশি নাগরিকদের, বিশেষ করে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পলাতক নেতা-কর্মীদের, যাঁরা আইনত বা অবৈধ ভাবে ভারতে থেকে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে, এমন যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, যার মধ্যে কার্যালয় স্থাপনও রয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ এবং রাষ্ট্রের স্পষ্ট অবমাননা।'

বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূস সরকার আরও জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে 'পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা'র ভিত্তিতে বাংলাদেশের 'সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক' রয়েছে। ভারতে বসে আওয়ামি লিগ বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালানোয় সেই সম্পর্কের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে 'রাজনৈতিক রূপান্তর' চলছে, তার উপর এর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে বলেও সতর্ক করেছে ঢাকা। তাই ভারত সরকারকে এই বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ সরকার। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক কার্যালয়গুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়ার অনুরোধও করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের এই অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। এ দিন তারা সরকারি ভাবে প্রেস বিবৃতি জারি করলেও, বেশ কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশ সরকার এবং সরকার ঘনিষ্ঠরা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছেন ভারতে নাকি কার্যালয় খুলেছে আওয়ামি লিগ।

এই প্রেক্ষিতে গত ১০ অগস্ট একটি লিখিত বিবৃতি জারি করে এই সকল অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল আওয়ামি লিগ। কলকাতায় তাদের কার্যালয় খোলার সংবাদকে 'অপপ্রচার' বলে তারা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই সংক্রান্ত খবরকে 'শতভাগ ভিত্তিহীন, ও মিথ্যাচার' বলা হয়েছিল।

আওয়ামি লিগ আরও বলেছিল, 'ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের কার্যালয় খোলার প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের জন্য রাজনীতি করে। বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের সবকিছু শতভাগ বাংলাদেশ কেন্দ্রিক।' সংবাদসুত্র এই সময়.কম

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799   347-621-6640

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইনক

দোহার-নবাবগঞ্জ-কেরানীগঞ্জ-সাভার-ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত

Sunday, August 24, 2025

Belmont Lake State Park
Maple Pavilion
625 Belmont Ave
West Babylon, NY 11704

বার্ষিক বনভোজন ২০২৫

সম্মানিত সুধী,
আসছে ২৪ আগষ্ট ২০২৫ রোজ রবিবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক ষ্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক **কবির এ খাঁন** ৬৪৬-৩২৭-১২৭৫	অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় **বি,এইচ, সাইফুর** ৯১৭-৪৯৬-২৪৭৩	সদস্য সচিব **দেওয়ান কাউসার** ৩৪৭-৮৯১-৭০৭০
যুগ্ম আহ্বায়ক **মো: ফরিদ খাঁন**	প্রধান পৃষ্ঠপোষক **আমির আফতাব**	যুগ্ম সদস্য সচিব **মো: আলী সবুজ**
প্রধান সমন্বয়কারী **মোঃ রবিউল আলম**	পৃষ্ঠপোষক **মো: নূর আমীন**	সমন্বয়কারী **সাইফুল ইসলাম সুমন**

সার্বিক নির্দেশনায়: সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ
গিয়াস আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা), মো: আমান উল্লাহ আমান, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আজাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়ার্দার, আলাউদ্দিন আহমেদ, সোয়েব হোসেন খান, মিশুক সেলিম, কাউসার আলমীর, একেএম তারেক।

বাস ছাড়ার সময় ও স্থান :
সকাল ৮:০০ ঘটিকায়
72nd & Broadway Corner, Jackson Height

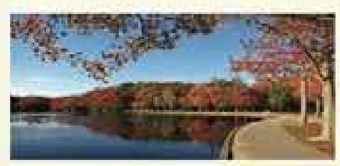

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: মো: দেলোয়ার হোসেন, শাহীনুর রহমান বিপ্লব, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, মো: সেলিম খান, সাইফুর রহমান টুটুল, মোঃ লাভলু মিয়া, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল, মো: আওলাদ হোসেন, ফারুক দেওয়ান কুসুম, আমিনুল ইসলাম কচি, আক্তার সিদ্দিকি শামীম, এহতেশাম হায়াৎ, মো: জাওয়াদুল ইসলাম (অলিদ), লিমন শিকদার, শারমিনা লিপা, মো: আকতার হোসেন বিপ্লব।

কার্যকরি পরিষদ ২০২৫-২০২৬

সভাপতি
দুলাল বেহেদু

মো: খায়রুল আলম — সিনিয়র সহ-সভাপতি
আকতার সিদ্দিকী শামিম — সহ-সভাপতি
আমীর আফতাব — সহ-সভাপতি
শাহীনুর রহমান বিপ্লব — সহ-সভাপতি
মো: কবির আহমেদ খান — সহ-সভাপতি
মো: ইউসুফ ভূইয়া — সহ-সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন

মো: রবিউল আলম — যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
দেওয়ান কাউসার — সহ সাধারণ সম্পাদক
মো: জাওয়াদুল ইসলাম (অলিদ) — সহ সম্পাদক
বি,এইচ,সাইফুর — সাংগঠনিক সম্পাদক
লিমন শিকদার — সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
মোহাম্মদ আল সবুজ — সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
সাইফুল ইসলাম সুমন — কোষাধ্যক্ষ
মো: রফিকুল ইসলাম — প্রচার সম্পাদক
মো: আজাদ হোসেন — ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

মো: ফরিদ খান — দপ্তর সম্পাদক
শারমিনা লিপা — মহিলা সম্পাদিকা
মো: লাভলু মিয়া — ক্রীড়া সম্পাদক
মোস্তাক রহমান — সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মো: আকতার হোসেন বিপ্লব — সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোহাম্মদ বাবুল হোসেন (ছানি) — সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মো: তোফাজ্জল হোসেন — সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
মো: দেলোয়ার হোসেন — কার্যকরী সদস্য
আমিনুল ইসলাম কচি — কার্যকরী সদস্য

মোস্তফা কামাল মুকুল — কার্যকরী সদস্য
নুর আমিন — কার্যকরী সদস্য
মো: আওলাদ হোসেন — কার্যকরী সদস্য
মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল — কার্যকরী সদস্য
এহতেসাম হায়াত (সাগর) — কার্যকরী সদস্য
মো: সেলিম খান — কার্যকরী সদস্য
মনিরুল ইসলাম প্রিন্স — কার্যকরী সদস্য
ফারুক দেওয়ান (কুসুম) — কার্যকরী সদস্য
সাইফুর রহমান টুটুল — কার্যকরী সদস্য

দুলাল বেহেদু
সভাপতি
৬৪৬-৩৭৩-৭২৯২

কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৪৬২-২৩৩২

প্রচার সম্পাদক: মো: রফিকুল ইসলাম (৩৪৭) ৪৮১-৭৫৩৫ কর্তৃক প্রচারিত

চীন-ভারত ‘ড্যামযুদ্ধে’ বাংলাদেশ কি নীরবই থাকবে

১৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। ব্রিটিশরা ভারত দখলের আগে অরুণাচলের এ এলাকা তিব্বতেরই অংশ ছিল। এখানকার ‘আদি’রা তিব্বতের অংশে এখন ‘লোহবা’ নামে পরিচিত। ফলে বলা যায়, তিব্বতের মিদং ও অরুণাচলের আপার সি-আংয়ে ড্যামের তাৎক্ষণিক শিকার হবে আদি ও লোহবারা। কিন্তু চীন ও ভারতের জাতীয়তাবাদী জিদ ও আধিপত্যের ক্ষুধার কাছে স্থানীয় ট্রাইবাল অসন্তোষের কানাকড়িও দাম নেই; যেভাবে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই ড্যাম করার সময় চাকমাদের আহাজারির তেমন তোয়াক্কা করেনি। বিশ্ববাসী এ মুহূর্তে যখন ভারত ও চীনের দুই বিশাল নির্মাণযজ্ঞের গল্প শুনছে, তখন এ অঞ্চলের স্থানীয় মানুষদের বিপন্নতার কথা সামান্যই জানাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম।

ভারত তার নির্মিতব্য ড্যামের নাম দিয়েছে ‘আপার সি-আং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প’। বলা বাহুল্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও এ প্রকল্পে ভূরাজনীতিও মিশে আছে। ভারত মনে করছে, মিদংয়ের ড্যামের মাধ্যমে চীন ব্রহ্মপুত্রে পুরো নিয়ন্ত্রণে নেবে। কখনো তারা এ প্রবাহের পানি আটকাবে, কখনো বেশি করে ছেড়ে বিধ্বংসী বন্যা ঘটাবে। এতে বিশেষভাবে বিপদে পড়বে আসাম। এ রকম আশঙ্কার সুরক্ষা হিসেবে সি-আং প্রকল্প। এ ড্যাম বসাতে তাদের খরচ হবে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার। বিনিময়ে ১১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে অনুমান রয়েছে। কিন্তু তাতে মুশকিলের দিক আছে অনেক। এ বছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত আলুজাজিরার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অরুণাচলের কয়েক ডজন গ্রাম ডুবে যাবে এ ড্যামে। আর আছে ভূমিকম্পের ভয়। হিমালয়ের এ অঞ্চলে বড় বড় ভূমিকম্পের রেকর্ড অনেক। অনেকের মনে আছে হয়তো, ২০১৫ সালে নেপালে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৯ হাজার লোক মারা গেলেন। ৮ মাত্রার ভূমিকম্পেরও রেকর্ড (১৯৩৪) আছে এ অঞ্চলে। চীনে গত শতাব্দীতে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে অন্তত ছয়বার। এ বছর জানুয়ারিতে তিব্বতে যে ভূমিকম্প হলো, তাতেও আশপাশের নানা আয়তনের অন্তত পাঁচটি ড্যাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে যেকোনো বড় ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন এই দুটি ড্যামের কোনোটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাটিতে আসাম ও বাংলাদেশে অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা আছে। এ রকম ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে থাকবে গ্রামের পর গ্রাম ধুয়েমুছে চলে যাওয়া। এ ছাড়া এই দুটি ড্যাম পুরো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিবেশকাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাবে বলে পরিবেশবাদীদের অনুমান। সব মিলে কোটি কোটি মানুষকে চিরস্থায়ী ঝুঁকিতে ফেলতে যাচ্ছে উভয় ড্যাম।

দুই অবকাঠামোতে বাংলাদেশ যেভাবে ঝুঁকিতে

অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, যিনি নিজে স্থানীয় মনপা ট্রাইবের লোক। তিনি ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে চীনের ড্যামকে বলেছেন সম্ভাব্য এক ‘পানিবোমা’। ব্যাপারটি উজানের মানুষদের জন্য ঠিক তাই। চীন তাদের ড্যাম ৪০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি জমাতে পারবে। তবে বর্তমানের বিজেপির রাজনীতির অনুসারী পেমা চীনের বোমা নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, ততটা নন নিজ সরকারের বানাতে চাওয়া ‘পানিবোমা’ নিয়ে।

বাংলাদেশের জন্য আসলে ‘পানিবোমা’ তৈরি হচ্ছে দুটি। চীন ও ভারত উভয়ের ড্যামই বাংলাদেশের জন্য বোমাতুল্য হুমকি হিসেবে ঝুলে থাকবে। সেসব বোমায় বিস্ফোরণ না ঘটলেও ড্যামগুলো ব্রহ্মপুত্রের পলিপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটাবে তাৎক্ষণিকভাবে। এতে নদীর বাংলাদেশ অংশে কৃষি খাতে নানা ধরনের খারাপ পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। মৎস্য খাতেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া অনিবার্য।

বাংলাদেশের নদীর পানির ৬৫ ভাগ হিস্যাই ব্রহ্মপুত্র-যমুনার স্রোতে আসে। অথচ ঢাকা থেকে ড্যাম প্রকল্পগুলো নিয়ে চীন-ভারতের কাছে জোরালো কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়েছে কি?

বাংলাদেশের গত দেড় দশকের পররাষ্ট্রনীতি নয়াদিল্লিমুখী হয়ে হেলে পড়েছিল বলে অভিযোগ আছে। এখন আবার সেটা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দিকে হেলে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গত ১৫ বছরে আন্তনদীগুলোর ন্যায্য হিস্যা নিয়ে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে কখনো শক্তভাবে দরকষাকষি করেনি এবং সে কারণে কিছু পায়নি। এখন ব্রহ্মপুত্রে চীনের এবং পাশাপাশি ভারতের বিধ্বংসী ড্যাম প্রকল্পেও বাংলাদেশকে যে নীরব দেখা যাচ্ছে, সেটা দেশের স্বার্থে বেশ বেমানান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিভাগ নদ-নদী প্রশ্নে প্রায় আগের অবস্থাতেই যেন আছে। এখানকার নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোও জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে জরুরি এ বিষয়ে উদাসীন দেখা যাচ্ছে। পরিবেশবাদী যাঁরা সরকারে আছেন, এ বিষয়ে তাঁদেরও কোনো বক্তব্য মিলছে না। তবে নিশ্চয়ই এটা তথাকথিত পরিবেশ প্রশ্নের চেয়েও অনেক বড় বিষয়।

পাকিস্তান যে কারণে খুশি

ব্রহ্মপুত্রে চীনের ড্যাম এবং তার পাল্টা হিসেবে ভারতের অনুরূপ উদ্যোগে পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় বিস্ময়করভাবে বেশ উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। তারা মনে করছে, এতে পানি বিষয়ে ভারতের হাতে তাদের এত দিনের নিগ্রহদশা পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় বাড়তি মনোযোগ পাবে। এ ছাড়া ইসলামাবাদের নীতিনির্ধারকেরা চাইছেন, ভারতের সঙ্গে তাঁদের পানিকেন্দ্রিক উত্তেজনায় চীন জড়িয়ে পড়ুক। তাতে হয়তো ভারত সিন্ধু চুক্তি নাকচ করতে চাইলে চীনকে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পানি বন্ধ করে দেওয়ার মতো পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

এই তিন দেশের পানিকেন্দ্রিক সংঘাতের লক্ষণীয় একটা দিকড়তারা সবাই এমন দুই অঞ্চলের জলসম্পদ (তিব্বত ও কাশ্মীর) ব্যবহার করে বিবাদে লিপ্ত, খোদ যেসব এলাকার মানুষ নানা রূপে স্বাধিকারের দাবিতে কমবেশি সোচ্চার। কাশ্মীর ভারত-পাকিস্তান ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রায় আট দশক। অন্যদিকে চীন তিব্বতের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, সেও সাত দশক হয়ে গেল। কেন্দ্র থেকে বহু দূরের ‘নিয়ন্ত্রিত এলাকা’য় ড্যামযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যে রকম হচ্ছে ও হবেড়রাষ্ট্রসমূহের কেন্দ্রে থাকা অভিজাত নীতিনির্ধারকদের জীবনে সে রকম আঁচ ও আঁচড় লাগবে সামান্যই।

তবে অর্থের হিসাব দেখলেও বোঝা যায়, আলোচ্য তিন দেশ ড্যামযুদ্ধকে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি হিসেবে নিচ্ছে। এ বছর ভারত সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিতমাত্র পাকিস্তান তাদের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (খাইবার পাখতুনখায়া) মহমান্দ ড্যাম গড়ার কাজে চীনের সংশ্লিষ্টতা বাড়িয়েছে।

বিষয়টা স্পষ্ট, সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারত কখনো বড় আকারে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার বিকল্প উৎস ঠিক করে রাখছে পাকিস্তান এবং চীন তাতে সহযোগিতা করছে; যদিও সোয়াত নদীর ওপর মহমান্দ ড্যাম কেবল পেশোয়ারের পানিনিরাপত্তা বাড়াবে, তবে পাকিস্তান সারা দেশের জন্য এ রকম নানামুখী কারিগরি বিকল্প ভাবছে এখন। চীনকে দিয়ে আজাদ কাশ্মীরেও নদীপ্রবাহে অন্তত পাঁচটি জলপ্রপাত বানাতে চায় ইসলামাবাদ। এভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শাসকদের জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব ও মেরুকরণ পুরো অঞ্চলের প্রতিবেশের স্বাভাবিক ধরন ধ্বংস করে দিচ্ছে। নদীগুলোর ওপর চেপে বসছে একের পর এক কংক্রিটের কাঠামো। এ ধরনের অবকাঠামোগত নির্মাণে সব দেশের ব্যবসায়ী মহলও অত্যুৎসাহী। বাংলাদেশেও তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বৃহত্তর রংপুরে সম্ভাব্য ওই অবকাঠামোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিয়ে তেমন অনুসন্ধানী বক্তব্য পাওয়া যায় না।

নদী ও পানি যখন সংঘাতের উপাদান

এটা বেশ স্পষ্ট, ভারত ও চীনের চলতি ড্যামযুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে উদীয়মান পানিযুদ্ধের সর্বশেষ একাংশ। মে মাসে ভারত-পাকিস্তানে যে যুদ্ধ হয়ে গেল, তাতেও পানিকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। সিন্ধু নদীচুক্তি স্থগিত করার কথা জানিয়েছিল ভারত তখন। আবার সিন্ধুতে বাঁধ দিলে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান সেটা ধ্বংসে মিসাইল ছোড়ার হুমকি দিলেন সম্প্রতি। চীন-ভারত-পাকিস্তান সামনের দিনগুলোতে আন্তসীমান্ত নদীগুলোকে পরস্পরকে মোকাবিলার উপাদান হিসেবে ভাবছে এবং পানিপ্রবাহকে দখল-বেদখলের বিষয় করে তুলছে।

তাদের এ যুদ্ধ-প্রতিযোগিতার অনিবার্য বলি হতে পারে ভাটির বাংলাদেশ। অথচ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের নেতারা এসব বিষয়ে কথা বলেন না। কখনো ভারতের প্রতি, কখনোবা চীনের প্রতি সমর্পিত হয়ে থাকছে বিশেষজ্ঞ কণ্ঠস্বরগুলো। দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চিন্তায়ও নদী ও পানি অনেকাংশে অনুপস্থিত। গঙ্গা চুক্তির নবায়ন নিয়েও সমাধানমূলক কথা শোনা যাচ্ছে না কোনো তরফ থেকে এখনো। অথচ কিছুদিন পরই ৩০ বছর মেয়াদি এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। নির্বাচনপরবর্তী সরকারের জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে এটা তখন। আলতাফ পারভেজ গবেষক ও ভূরাজনীতি বিশ্লেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

‘ডিপ স্টেট’-এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ট্রাম্প, চাকরি

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর সমালোচনাকারী কর্মকর্তা ও নথিপত্রকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। জুলাইয়ে সিআইএ পরিচালক জন র্যাটক্লিফ ২০১৬ সালের রাশিয়াসংক্রান্ত প্রতিবেদনের একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা প্রকাশ করেন। একই মাসে তুলসী গ্যাবার্ড আরও পুরোনো একটি হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির পর্যালোচনা প্রকাশ করেন, যা সিআইএর আপত্তি সত্ত্বেও জনসমক্ষে আনা হয়।

এসব পদক্ষেপ এমন সময়ে নেওয়া হলো, যখন ট্রাম্পের প্রশাসন আরও কঠোর আইনি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমালোচকদের ওপর আঘাত হানছে। জুলাইয়ে র্যাটক্লিফ তাঁর পূর্বসূরি জন ব্রেননের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মিথ্যা বলার অভিযোগে ফৌজদারি তদন্তের জন্য এফবিআইকে অনুরোধ করেন। একই সময়ে এফবিআইয়ের তৎকালীন পরিচালক জেমস কোমির বিরুদ্ধেও ফৌজদারি তদন্ত শুরু করার কথা জানায় বিচার বিভাগ।

সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির সিনিয়র ডেমোক্র্যাট সদস্য মার্ক ওয়ার্নার বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম গ্যাবার্ড খারাপ, কিন্তু এতটা খারাপ হবে তা ভাবিনি!’ তিনি জানান, রিপাবলিকান সহকর্মীরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে ভয় পাচ্ছেন এবং তাঁকেই প্রকাশ্যে কথা বলতে উৎসাহিত করছেন।

জো বাইডেনের আমলে নিয়োগ পাওয়া সিআইএ পরিচালক বিল বার্নস একটি ম্যাগাজিনে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যদি গোয়েন্দা বিশ্লেষকেরা দেখতেন যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এ ধরনের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে, তাহলে আমরা আনন্দিত হতাম। কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা ক্রেমলিন এবং ঝোংনানহাইয়ে (চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বাসভবন ও স্টেট কাউন্সিল) শ্যাম্পেনের গ্লাস ঠোকাঠুকির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।’ সূত্র: দ্য ইকোনমিস্ট

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court (Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
MIT
RIT
LUX ET VERITAS
Penn University of Pennsylvania
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ভারত যেভাবে ট্রাম্পের নোবেল

১৬ পৃষ্ঠার পর

পারে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর মধ্যেই ভূকম্পন শুরু হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ মোদির অসহায়ত্বের সুযোগে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা আরও ধারালো করেছে। ভারতের পক্ষে ইচ্ছা করলেও রাতারাতি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করা সম্ভব নয়। রাশিয়া থেকে তারা সস্তা দরে জ্বালানি তেল পায়। ভারত ইরান থেকেও আগে তেল কিনত ভর্তুকি মূল্যে। কিন্তু ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা কড়াকড়ি করার পর, ইরানি তেল কেনা বন্ধ করতে হয়েছে। এখন তাদের একমাত্র উৎস রাশিয়া।

ভারত বিশ্বে তেলের তৃতীয় বৃহৎ আমদানিকারক দেশ। ১৩৫ কোটি লোকের দেশে হঠাৎ জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ বা অনিয়মিত হয়ে গেলে, একটা বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে। এতে ভারতের অর্থনীতিতে যে ধস নামবে, তা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে ভারতের আরও এক দশক সময় লাগবে।

ভারতও ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পাল্টা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিন ভারতীয় কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলেছে, নয়াদিল্লি নতুন মার্কিন অস্ত্র ও বিমান সংগ্রহের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে।

৪.

ট্রাম্পের শুল্কের আরেক বড় ভুক্তভোগী হলো ব্রাজিল। তাদের ওপরও ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। সেখানে কারণটা ভিন্ন। ব্রাজিল তাদের এক ডানপন্থী ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর বিচার করছে। কারণ, যিনি নির্বাচনে হেরেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ট্রাম্প এই বিচার বন্ধ করতে চান।

শুল্ক কমাবার ব্যাপারে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার বিষয়ে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা বলেন, 'আমি নিজেকে অপমান করব না।'

মোদি চাচ্ছেন ব্রাজিলের লুলা, রাশিয়ার পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে নিয়ে জোটবদ্ধ হয়ে এই সংকট মোকাবিলা করতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আগ্রাসনের বিপক্ষে একটি প্রতিরোধ গঠন করতে। এই মাসেই মোদি চীন যাচ্ছেন। চীন আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক নিয়ে মোটামুটি একটি বোঝাপড়া করে ফেলেছে। তারা এই কোয়ালিশনে যোগ দিলেও খুব সতর্ক থাকবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প নিজ থেকে ছাড় না দিলে লুলা, পুতিন, সি চিন পিং ও মোদি কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এদিকে ভারত অন্যভাবে চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝতে। তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে কথাবার্তাও বলছে ও বিশ্বমঞ্চে তাদের বন্ধুদেরও কাজে লাগাচ্ছে। ভারতের অনেক ব্যবসায়ী এবং মোদির সমর্থকেরা মার্কিন শুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আমেরিকাবিরোধী মনোভাব উসকে দিচ্ছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো, যেমন ম্যাকডোনাল্ড ও কোকা-কোলা থেকে শুরু করে আমাজন, অ্যাপলড়এসব যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বয়কট করতে ভারতীয়দের আহ্বান জানাচ্ছে। ট্রাম্পের বিশ্বে নতুন এক মাতবর হলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর 'দুর্দান্ত বন্ধু' বলে অভিহিত করে বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি মোদিকে 'কিছু পরামর্শ দেবেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে।'

৫.

ট্রাম্প-মোদি শুল্ক সমস্যা নিশ্চয়ই আগামী তিন বছর ট্রাম্পের মেয়াদ পর্যন্ত ঝুলে থাকবে না। কীভাবে সমাধান হতে পারে তার কিছু সম্ভাব্য পথ আমি এখানে তুলে ধরছি।

ক. মোদি, পুতিন, সি, লুলা মিলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। তাতে ট্রাম্প নমনীয় হবেন।

খ. ট্রাম্প ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেল সৌদি আরব বা অন্য কোনো মধ্যপ্রাচ্য দেশ থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাতে মোদি পুতিন থেকে সরে আসবেন।

গ. মোদি অনেক দিন ধরে ক্ষমতায়। বিশ্বমঞ্চে তাঁর অনেক বন্ধু রয়েছেন, যেমন নেতানিয়াহু। তাঁরা ট্রাম্পকে বুঝিয়ে ভারতের শুল্ক একটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসবেন।

ঘ. শান্তির জন্য পরবর্তী নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর, ট্রাম্প তা পান বা না পান, তিনি আর ইউক্রেনের যুদ্ধ বা শান্তি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তখন ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কিনুক বা না কিনুক, তা নিয়ে তাঁর কোনো সমস্যা থাকবে না।

ঙ. মোদি ট্রাম্পকে শান্ত করার জন্য অন্য কোনোভাবে উপঢৌকন দেবেন। যেমন আন্দামান দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি করার অনুমতিদান।

আগস্টের ১৫ তারিখে ট্রাম্প ও পুতিন আলাস্কায় বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে মনে হচ্ছেড়ট্রাম্প চাচ্ছেন, ইউক্রেন রাশিয়াকে জায়গা ছেড়ে দিক, না হলে তিনি ইউক্রেনকে সাহায্য ও সমর্থন বন্ধ করে দেবেন এবং ইউক্রেন রাজি হলে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হবে। তখন যুদ্ধ থেমে যাবে। এরপর ভারতের ওপর রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধের জন্য আর কোনো চাপ থাকবে না।

এর কোনটাতে যে ট্রাম্পের মন গলবে, তা আগেভাগে বলা সম্ভব নয়। কারণ, ট্রাম্পের অস্থিরতা। তিনি কখন কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবেন, তা কেউ বলতে পারবেন না।

আমরা ট্রাম্পকে নিয়ে অনেক কথাই বলিড়গ্রিনল্যান্ড দখল, এশিয়ায় ভূরাজনীতি, কানাডার একত্রীকরণ, পাকিস্তানপ্রীতি ইত্যাদি। এর কোনোটাতেই তাঁর কোনো স্থায়ী প্রত্যয় নেই। একবার একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরে ছুড়ে ফেলেছেন। তবে একটি বিষয় সঠিকড়কোনো কাজে তিনি যখন যাকে প্রতিপক্ষ ভেবেছেন, তার অবস্থা শোচনীয় করে ছেড়েছেন। সালেহ উদ্দিন আহমদ, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ভারতে রফতানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

১২ পৃষ্ঠার পর

পড়েছে। ওয়াং ই বলেন, এ পরিস্থিতিতে ২৮০ কোটি জনসমষ্টির এই দুই দেশের উচিত বৈশ্বিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া। একতাই শক্তি। ঐকবদ্ধ হয়েই বহুমুখী পৃথিবীর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে শক্তি সঞ্চয়ে অগ্রণী হতে হবে। বৈঠক শেষে জয়শঙ্কর বলেন, চীনের সাথে একটি 'স্থিতিশীল, সহযোগিতামূলক এবং বিচক্ষণ সম্পর্ক' চায় ভারত।

মোদির 'মাই ফ্রেন্ড' এবার পুতিন!

১২ পৃষ্ঠার পর

ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে, ফোনকলের জন্য এবং আলাস্কায় ট্রাম্পের সাথে তার সাম্প্রতিক বৈঠকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য রুশ প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান মোদি।

ফেসবুক পোস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ভারত ধারাবাহিকভাবে ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় মোদির পোস্টে। পাশাপাশি, ইউক্রেন সংকট সমাধানের বিষয়ে সব প্রচেষ্টাকে নয়াদিল্লি সমর্থন করে এবং আগামীতে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত বলে আশা প্রকাশ করেন মোদি।

এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপে নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে চলমান সংঘাতের বিষয়ে ভারতের অবস্থান তুলে ধরেছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়ে, ভারত এই বিষয়ে তার পূর্ণ সমর্থন দেবে বলে উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আরও জানায়, মোদি এবং পুতিন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন।

কার্বন ডাই অক্সাইডকে 'দূষণকারী'

৭ পৃষ্ঠার পর

ঘনত্বে কার্বন ডাই অক্সাইড বিষাক্ত নয়, বরং এটি জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ মানুষ-সহ প্রাণীকুলের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় এটি অপরিহার্য। উদ্ভিদকুলের সালোকসংশ্লেষের জন্যেও কার্বন ডাই অক্সাইড দরকার। তবে, উচ্চ ঘনত্বে এটি বিষাক্ত হতে পারে কারণ এটি বাতাসের অক্সিজেনকে প্রতিস্থাপন করে শ্বাসরোধ করতে পারে এবং হাইপারক্যাপনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যা নিঃসন্দেহে প্রাণঘাতী। ইপিএ প্রশাসক লি জেলডিন প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন যে, পরিবেশ রক্ষার যুক্তি দিয়ে জো বাইডেনের জমানায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্য কার্বন দূষণের যে মান স্থির করা হয়েছিল, তা মার্কিন অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বহাল রাখার বিষয়টি নিয়ে চলতি মাস থেকেই নতুন করে গণশুনানি শুরু হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ইপিএ-কে।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আইনি তরজা জমে উঠেছে আমেরিকায়। পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আর্থজাস্টিসের জলবায়ু ও শক্তি বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট জিল টাউবার বলেন, ''সরকারি বিজ্ঞানীদের মতের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা মেলে না। আমেরিকায় গ্রিনহাউস গ্যাস দূষণের জন্য দায়ী শিল্পগুলির জন্য আইনি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।'' তিনি জানান, প্রাক শিল্প যুগে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের যে ঘনত্ব ছিল, বর্তমানে তা ৫০ শতাংশের বেশি, যা খুবই উদ্বেগের। তাপবিদ্যুৎ-সহ বিভিন্ন শিল্প এবং যানবাহনকে এর জন্য দায়ী করেছেন তিনি। পরিবেশবিদদের একাংশের অভিযোগ, ট্রাম্প সরকার ইপিএ-র মাধ্যমে নতুন প্রস্তাব পেশ করে 'ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন', জ্বালানি বিভাগ, 'ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস'-সহ ফেডারেল সংস্থাগুলির জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিতে চাইছে।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড্যানিয়েল ভিশনির মতে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড দু'টি উৎস থেকে আসে। প্রথমত, আগ্নেয়গিরি, পচনশীল উদ্ভিদ উপাদান এবং দাবানলের মতো প্রাকৃতিক উৎস। দ্বিতীয়ত, মানুষের তৈরি শিল্প এবং যানবাহন। মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রাকৃতিক উৎস থেকে আসা কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রায় ১০ গুণ। যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তবে বিশ্বে প্রাণের স্পন্দনের জন্য বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজন বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডকে 'দূষণকারী গ্যাসে'র তকমা যুক্তিগ্রাহ্য কি না, তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার সারবত্তাও মেনে নিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ১৯৭০ সালে মার্কিন কংগ্রেস পাশ হওয়া 'দূষণহীন বায়ু আইন' এবং ১৯৯০-তে পাশ হওয়া সংশোধনীতেও কার্বন ডাই অক্সাইডকে 'দূষণকারী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি! ট্রাম্প সরকারের শক্তি বিভাগ গত মাসে জলবায়ু পরিবর্তন পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি ১৪১ পাতার পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। পাঁচ জন বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানীর লেখা ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত বর্তমান আইন বাতিল করার উদ্দেশ্যে ইপিএ যে প্রচেষ্টা শুরু করেছে, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের

৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি। তবে সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইলন মাস্ক তার রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা থেকে আপাতত সরে আসছেন। মাস্ক তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের জানিয়েছেন, তিনি এখন তার কোম্পানিগুলোর ওপর মনোযোগ দিতে চান এবং এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চান না যা প্রভাবশালী রিপাবলিকানদের বিরক্ত করতে পারে বা তাদের ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

কিছু সূত্রের মতে, মাস্ক এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা জানিয়েছেন, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি ভ্যান্স প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে মাস্ক তার বিশাল আর্থিক সম্পদের একটি অংশ ব্যবহার করে তাকে সমর্থন করতে পারেন।

প্রতিবেদনটিতে বলা আছে, মাস্ক তার রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। সহযোগীদের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলে ভ্যান্সের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প এবং অন্যান্য রিপাবলিকানদের সমর্থনে মাস্ক প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিলেন।

মাস্কের ঘনিষ্ঠরা জানান, মাস্ক নতুন দল গঠনের সম্ভাবনা আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দেননি। নির্বাচন কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনোভাবও বদলাতে পারে। তবে, মাস্ক এবং তার দল এখনও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, যারা নতুন দলের ধারণাকে সমর্থন জানাতে বা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোতে ভোটপত্রে স্থান পেতে সাহায্য করতে পারে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, জুলাইয়ের শেষের একটি বৈঠক বাতিল করা হয়েছিল, যা তৃতীয় পক্ষের নির্বাচনী প্রচারণা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত একটি বাহ্যিক দলের সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল।

অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয়েছিল যে, বৈঠক বাতিলের কারণ মাস্ক তার ব্যবসা পরিচালনায় মনোযোগ দিতে চেয়েছেন।

যদি মাস্ক তৃতীয় দল গঠনের পরিকল্পনা বাতিল করেন, তা আগামী বছরের নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের জন্য বড় সুবিধা হবে। ইতিহাস বলছে, তৃতীয় পক্ষ প্রায়ই ভোট ছিনিয়ে নিয়ে মূল দুটি দলের জন্য স্পয়লার হিসেবে কাজ করে। ভ্যান্সের জন্য মাস্ককে পাশে রাখা তার সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে স্বপ্ন পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ২০২৪ সালে মাস্কের রাজনৈতিক-অ্যাকশন কমিটি, আমেরিকা প্যাক, পেনসিলভানিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ট্রাম্পকে জিততে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। প্রতিবেদনটি নিয়ে মাস্ক এবং তার মুখপাত্র কোনও মন্তব্য করেননি। তবে সরাসরি কিছু না বললেও মাস্ক এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট করেছেন, ওওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল যা-ই বলুক না কেন, তা সত্য মনে করার কারণ নেই৷

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

শুল্ক ইস্যুতে ট্রাম্পের ‘পাগলামি’র সমালোচনা

৬ পৃষ্ঠার পর

এদিন সকাল ৭টা নাগাদ মোরেল্যান্ডের বেথেসডায় বোল্টনের বাড়িতে হানা দেন এফবিআই কর্তারা। খোদ এফবিআই প্রধান কাশ প্যাটেলের নির্দেশেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। তল্লাশি অভিযান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই এক্স হ্যান্ডেলে কাশ প্যাটেল লেখেন, ‘আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন, এফবিআই এজেন্টরা বড় অভিযানে রয়েছেন।’ উল্লেখ্য, গত মাসে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তারপর রুশ তেল আমদানির ‘অপরাধে’ আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপে ভারতের উপর। তবে আমেরিকার সামনে মাথা নত না করে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা জারি রেখেছে ভারত। বেড়েছে চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যা বহু মার্কিন কূটনীতিকের ঘুম ছুটিয়েছে। গোটা ঘটনায় ট্রাম্পকে দুষছেন আমেরিকার বহু প্রাক্তন আধিকারিক। তাঁদের সামাল দিতে এবার এফবিআইকে অস্ত্র করলেন ট্রাম্প?

আমেরিকা-বিরোধী’ পোস্ট দিলে মিলবে না যুক্তরাষ্ট্রের

৭ পৃষ্ঠার পর

ফোরামগুলোতে বিতর্ক শুরু হয়েছে, ঠিক কোন বিষয়টি ‘আমেরিকাবিরোধী’ হিসেবে গণ্য হবে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, অস্পষ্ট শব্দচয়ন এবং সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় বাস্তবে হুমকি থাকুক বা না থাকুক, অভিবাসন কর্মকর্তারা অভিবাসনের বিষয়ে এখন আরও কঠোর হওয়ার ক্ষমতা পাবেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে বলে জানিয়েছেন এক কর্মকর্তা। জুনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের সব দূতাবাস ও কনস্যুলেটকে শিক্ষার্থী ভিসার আবেদনকারীরা ‘মার্কিন নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির প্রতি বৈরি’ কিনা তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছিল। ইউএসসিআইসের মুখপাত্র ম্যাথিউ ট্রাজেসার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা তাদের দেয়া উচিত হবে না যারা এই দেশকে অপছন্দ করে এবং মার্কিনবিরোধী মতবাদের প্রচার করে। তিনি আরও বলেন, ‘অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা ‘আমেরিকাবিরোধী মনোভাব চিহ্নিত করার নীতি ও পদ্ধতি কার্যকরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যতখানি সম্ভব কঠোর যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।’ নীতিমালার নতুন এ সংস্করণে ‘আমেরিকা-বিরোধিতার’ কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, যারা ‘ইহুদিবিরোধী সন্ত্রাসবাদ, ইহুদিবিদ্বেষী সন্ত্রাসী সংগঠন ও ইহুদিবিদ্বেষমূলক মতবাদের সমর্থক’ তারা এই তালিকায় থাকবে। ‘আমেরিকা-বিরোধী’ মনোভাবের ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস ১৯৫২ সালের অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের (আইএনএ) একটি ধারার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

আইনের ওই ধারায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বিষয়ক আইনি কাঠামোতে কিছু লোককে নাগরিকত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, যারা ‘বৈশ্বিক কমিউনিজমের’ প্রচারক, যারা ‘সব বৈধ সরকারের’ বিরুদ্ধে লেখালেখি বা প্রচার চালায় এবং জোর-জবরদস্তি বা সহিংসতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে উচ্ছেদে আগ্রহী। সূত্র: রয়টার্স

৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

মিডিয়া যাচাই-বাছাই কঠোর করেছে এবং স্ক্রিনিং সম্প্রসারণ করেছে। এছাড়া এই বছর পররাষ্ট্র দফতরের নির্দেশনায় মার্কিন কূটনীতিকদের এমন যেকোনো আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাদেরকে ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং যাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার ইতিহাস রয়েছে।

কর্মকর্তা আরও জানান, আইন ভঙ্গের কারণে প্রায় ৪,০০০ ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া মদ্যপান ও মাদক সেবন করে গাড়ি চালানো এবং চুরি করার অভিযোগও আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

সন্ত্রাসবাদের জন্য প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ ভিসা বাতিল করা হয়েছে বলে কর্মকর্তা বলেন, যে সকল শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে তারা কোন কোন গোষ্ঠীর সমর্থনে ছিল তা কর্মকর্তা বলেননি।

এদিকে, গাজা যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনি অধিকারের পক্ষে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কয়েকটি শীর্ষ-স্তরের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন।

অভিযোগ করেছেন যে তারা ইহুদি-বিদ্বেষের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। হার্ভার্ডের সাথে দ্বন্দ্বেও তহবিল বন্ধ করে দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। এদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, তিনি শত শত, সম্ভবত হাজার হাজার লোকের ভিসা বাতিল করেছেন, যাদের মধ্যে শিক্ষার্থীও রয়েছে। কারণ তারা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন যা তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে ছিল।

মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প! ‘কোপে’ নৌসেনার দুই কর্তাও

মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স এজেন্সি বা ডিআইএ) প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফ্রি ক্রুজকে বরখাস্ত করল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার। সেই সঙ্গে নৌ এবং সেনার দুই প্রথম সারির কর্তাকেও শুক্রবার রাতে অপসারিত করা হয়েছে। তবে কোনও সেনাকর্তাকে বরাখাস্তের কোনও কারণ জানায়নি হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিন সামরিক কর্তাকে ‘অব্যাহতি’ দেওয়া হয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফ্রির পাশাপাশি ট্রাম্পের ‘কোপে’ পড়েছেন নৌসেনার রিজার্ভ বাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল ন্যান্সি ল্যাকোর এবং ‘ন্যাভাল স্পেশাল ওয়ারফেয়ার কমান্ড’-এর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মিল্টন স্যান্ডস। মিল্টন একদা মার্কিন ‘নেভি সিল’ কমান্ডো বাহিনীরও প্রধান ছিলেন।

হোয়াইট হাইসে ট্রাম্পের দ্বিতীয় বার প্রবেশের পর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে পেন্টাগনের অন্দরে ‘অস্থিরতার’ আঁচ প্রকাশ্যে আসছে। বরখাস্ত হয়েছেন আমেরিকার সেনা সর্বাধিনায়ক (চেয়ারম্যান, ‘জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ’) জেনারেল চার্লস কিউ ব্রাউন জুনিয়র এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসএ)-র প্রধান জেনারেল টিমোথি হাফকের মতো শীর্ষ সামরিক কর্তা! এ বার কোপ পড়ল মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের উপর।

২১ জুন গভীর রাতে মার্কিন ‘স্টেল্‌থ’ বোমারু বিমান ‘বি-২ স্পিরিট’ ইরানের তিন পরমাণুকেন্দ্রড় নাতান্‌জ, ফোরডো এবং ইসফাহানে জিবিইউ-৫৭ (বাঙ্কার ব্লাস্টার সিরিজর সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা) ফেলার পরে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তেহরানের পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ডিআইএ প্রধান জেফ্রি একটি রিপোর্ট পেশ করে জানিয়েছিলেন, বাঙ্কার ব্লাস্টারের আঘাতে ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি! ঘটনাচক্রে, সেই রিপোর্ট পেশের এক মাসের মধ্যেই বরখাস্ত করা হল তাঁকে।

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

হুমকির মুখে আমেরিকান গণতন্ত্র,

৭ পৃষ্ঠার পর

জরিপে অংশ নেওয়া ৫৭ শতাংশ আমেরিকান বলেছেন, তাঁরা আশঙ্কা করছেন আমেরিকান গণতন্ত্রই হুমকির মুখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ১০ জনে ৮ জন এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের মধ্যে ১০ জনে ৪ জনের। রয়টার্স/ইপসোস ছয় দিন ধরে মোট ৪ হাজার ৪৪৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানকে নিয়ে এই জরিপ করেছে। সোমবার শেষ হওয়া এই জরিপে ওয়াশিংটনসহ রাজ্যের রাজধানীগুলোতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে গভীর অস্বস্তি দেখা গেছে। বর্তমানে কংগ্রেসের দুই কক্ষই রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে। জরিপে দেখা গেছে, মোট ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা (যার মধ্যে ৭১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ও ৪৬ শতাংশ রিপাবলিকান) মনে করেন, টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরদের হাতে থাকা বর্তমান আসন পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা বা 'জেরিম্যান্ডারিং' গণতন্ত্রের জন্য খারাপ।

ট্রাম্পের তাগিদে টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকেন, যাতে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রাজ্যের কংগ্রেস আসনগুলো নতুনভাবে আঁকতে পারে আইনসভা। এর উদ্দেশ্য রিপাবলিকানদের ২১৯-২১২ আসনের ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা।

প্রচলিতভাবে দেখা যায়, মধ্যবর্তী নির্বাচনে হোয়াইট হাউসে থাকা প্রেসিডেন্টের দল রিপ্রেজেনটেটিভ পরিষদের আসন হারায়। এতে তাঁদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আটকে যায়। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এরকম ঘটেছিল এবং তাঁকে দুটি অভিশংসন তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

অন্যদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্যাভিন নিউসম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'রিপাবলিকানদের টেক্সাসে বাড়তি সুবিধার পাল্টা হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্র নতুন করে আঁকতে চেষ্টা করবেন এবং পাঁচটি অতিরিক্ত ডেমোক্র্যাট আসন যোগ করবেন।' উল্লেখ্য, নিউসম ২০২৮ সালে হোয়াইট হাউসে নির্বাচিত হওয়ার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রথা নতুন কিছু নয়, তবে এ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে কারণ এবার এটি হচ্ছে দশক শেষে জনগণনার আগেই, ট্রাম্পের মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে। এর ফলে রিপ্রেজেনটেটিভ পরিষদের অধিকাংশ আসন প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হয়ে পড়েছেন। গত কয়েক দশকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনই ২০ শতাংশের বেশি ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। ট্রাম্প তাঁর প্রেসিডেন্সির সময় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভঙ্গ করেছেনড়যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকে নামিয়ে দেওয়া, স্বাধীন ফেডারেল রিজার্ভকে চাপ দিয়ে সুদের হার কমানোর চেষ্টা এবং ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশ বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। টেক্সাস রিপাবলিকানদের মধ্যে অনেকেই পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন, তবে ডেমোক্র্যাটরা এটিকে 'প্রতারণা' বললেও পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোতে একইভাবে আসন বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। সব উত্তরদাতার ক্ষেত্রে জরিপের সম্ভাব্য ভুলের সীমা ছিল প্রায় ২ শতাংশ, আর রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে প্রায় ৩ শতাংশ।

'ছলচাতুরীর কাজ'

ডালাসের ৫১ বছর বয়সী বিমা জালিয়াতি তদন্তকারী আমান্ডা কেলি। তিনি একজন রিপাবলিকান ও টেক্সাসের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা বিরল কণ্ঠ। কেলি বলেন, 'আমি চাই না কোনো পক্ষই এভাবে করুক। এটা ছলচাতুরীর মতো লাগে। মেয়াদের মাঝখানে মানচিত্র টানাড়এটা মোটেও ভালো কিছু দেখায় না, উল্টো খারাপ ধারণা তৈরি করে।' ডালাসেরই ৫৭ বছর বয়সী আইনজীবী এবং স্বঘোষিত স্বতন্ত্র ভোটার পল ভেরম্যানও এর বিরোধিতা করেছেন। ভেরম্যান বলেন, এটা অন্যায্য, এবং খারাপ নজির তৈরি করে। তাঁর আশঙ্কা, এতে ১০ বছর পরপর নয়, বরং প্রতি নির্বাচনের আগে মানচিত্র নতুন করে আঁকার দৌড় শুরু হবে। তাঁর মতে, দলীয় স্বার্থে জেরিম্যান্ডারিং সবার জন্যই খারাপ, তবে রিপাবলিকানরা যা করছে, তার পাল্টা হিসেবে ডেমোক্র্যাটদেরও প্রতিরোধ করা ন্যায্য। তাদের আর ছুরি নিয়ে বন্দুকযুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়।

পারস্পরিক অবিশ্বাস

আমেরিকানরা দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের রাজনীতিবিদদের অপছন্দ করে আসছেন, কিন্তু জরিপে দেখা গেছে তাঁরা প্রতিপক্ষ দলের সাধারণ মানুষকেও অবিশ্বাস করেন।

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বলেছেন, রিপাবলিকানদের বিশ্বাস করা যায় না। আর ৩২ শতাংশ দ্বিমত পোষণ করেছেন। রিপাবলিকানদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ বলেছেন, ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাস করা যায় না, আবার ৪৪ শতাংশ দ্বিমত করেছেন। জরিপে আরও দেখা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতির প্রভাব বেড়েছে, বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে ২৭ শতাংশ বলেছেন, গত বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাঁদের বন্ধুত্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

২০১৭ সালের এপ্রিলের এক জরিপে, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শুরুর দিকে, মাত্র ১৮ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বলেছিলেন রাজনীতি তাঁদের বন্ধুত্বে সমস্যা তৈরি করেছে। রিপাবলিকানদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১০ শতাংশ, যা এখনো অপরিবর্তিত। টেক্সাসের সিব্রুকের ৬৪ বছর বয়সী টক্সিকোলজিস্ট জেফরি লারসন একজন রিপাবলিকান। তিনি ও তাঁর ডেমোক্র্যাট স্ত্রী রাজনীতি নিয়ে কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লারসন বলেন, 'আমি হয়তো ডেমোক্র্যাটদের কাজকর্মের সঙ্গে একমত নই, তবে আমি মনে করি না তারা আমার জীবন ধ্বংস করতে চাইছে বা আমেরিকা ধ্বংস করতে চাইছে।'

দলের ভেতরেও অসন্তোষ: ডেমোক্র্যাটদের প্রায় অর্ধেক (৪৬ শতাংশ) বলছেন তাঁদের দল পথ হারিয়েছে। তুলনায় রিপাবলিকানদের মধ্যে মাত্র ১৯ শতাংশ একই কথা বলেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সানি ভ্যালির ৭১ বছর বয়সী প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও ডেমোক্র্যাট স্যান্ডি ওগডেন বলেন, তিনি দলের নেতৃত্বকে দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, সাধারণ ডেমোক্র্যাটরা বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু নেতারা কার্যকর প্রতিরোধ গড়তে অক্ষম।' বিশ্লেষকেরা বলছেন, রিপাবলিকানদের প্রতি সাধারণ ডেমোক্র্যাটদের অবিশ্বাস ও বন্ধুদের সঙ্গে টানাপোড়েন এটাই নির্দেশ করছে যে, তাঁরা প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনিচ্ছুকড় যা দলটির রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের পথে বাধা হতে পারে।

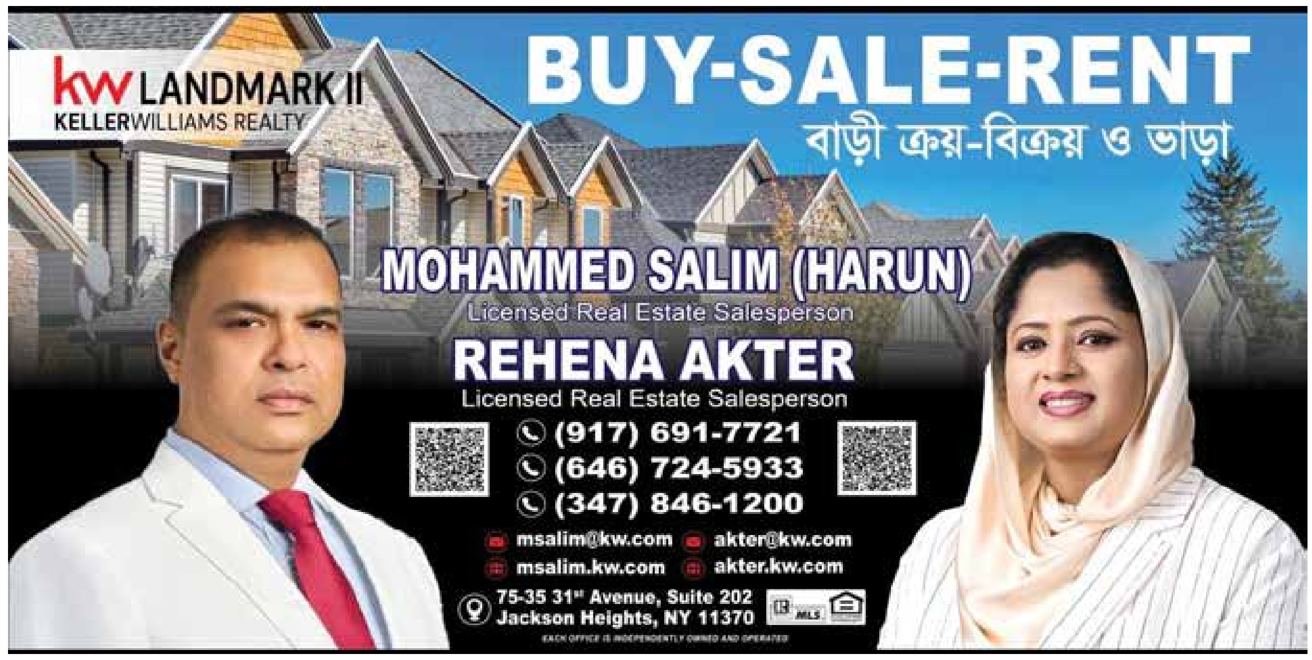

ওয়াশিংটন ডিসি সবচেয়ে ‘অনিরাপদ থেকে সবচেয়ে নিরাপদ’ শহর এখন, পরের লক্ষ্য শিকাগো ও নিউ ইয়র্ক বললেন ট্রাম্প

৫৮ পৃষ্ঠার পর

তাঁর এক বন্ধুর ছেলের কথা বলেন, যিনি পেশাদার গলফার। ট্রাম্প দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাইরে খেতে যেতে পারছিলেন না তাঁর এই বন্ধুর ছেলে। এখন তিনি নিশ্চিন্তে রেস্টুরেন্টে যেতে পারছেন। রাজধানী শহরে এ পরিবর্তনের কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমার আরও এক বন্ধু আছে। তার ছেলে একজন দুর্দান্ত গলফার। সে ট্যুরে আছে এবং গতকাল বড় টুর্নামেন্টে চতুর্থ স্থান পেয়েছে, যেখানে স্কটি শেফলার একটি অসাধারণ শট মেরেছিল। আমার বন্ধুটি বলল, তার ছেলে আজ রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে খেতে যাচ্ছে।’

৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প বলেন, ‘বন্ধুর ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এক বছর আগে হলে কি বাইরে ডিনারে যেতে দিতেন?” সে বলেছিল, “কখনোই না।” তারপর সে আমাকে বলে, “তুমি যা করেছ, তা অবিশ্বাস্য। মানুষ এখন তা বুঝতে পারছে।””

বৈঠকে ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, তাঁকে একনায়ক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, ‘না, আমি যা চাই, তা হলো, জনগণের নিরাপত্তা। যারা গত দুই বছর ওয়াশিংটন ডিসিতে বাইরে রাতের খাবার খেতে পারেনি, তারা এখন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে। গত দুই দিনে রেস্টুরেন্টগুলো অনেক দিন পর এত ভিড় দেখেছে।’

অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত ২১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় বের হন ট্রাম্প। তিনি জানান, শহরে সেনা ও পুলিশ কিছুদিন অবস্থান করবে।

রিপাবলিকান এ নেতা বলেন, ‘আমরা এ শহরকে নিরাপদ করে তুলব। তারপর অন্য জায়গাগুলোতে যাব। তবে আপাতত আমরা (সেনা ও পুলিশ) এখানে কিছুদিন থাকব। আমরা চাই, বিষয়টি পুরোপুরি নিখুঁত হোক।’ ট্রাম্প আরো জানান, এররপর আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে ফেডারেল শক্তি প্রয়োগ করা হবে শিকাগো এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে।

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ইউক্রেন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন তিনি, যাতে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়।

ট্রাম্প জানান, হোয়াইট হাউসে ইউরোপীয় নেতা ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে খুব ভালো বৈঠকের পর পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তিনি।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেন, ‘বৈঠকগুলো শেষে আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কথা বলি এবং পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা শুরু করি, যার স্থান পরে নির্ধারণ করা হবে।’

নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় ভারতীয়সহ নিহত ৫

৫৮ পৃষ্ঠার পর

জলপ্রপাত ভ্রমণ শেষে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরছিল।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাফেলো থেকে প্রায় ২৫ মাইল পূর্বে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত যাত্রীরা ভারতীয়, চীনা এবং ফিলিপিনো বংশোদ্ভূত বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের মেজর আন্দ্রে রে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, চালক অন্যমনস্ক হয়ে যান, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান, শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন, এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।’

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে ৫৪ জন আরোহী ছিলেন।

মেজর রে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে যান্ত্রিক ত্রুটি বা চালকের মাদকাসক্ত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। চালকের বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

মার্সি ফ্লাইট নামের একটি অলাভজনক সংস্থার সভাপতি মার্গারেট ফেরেন্টিনো জানান, উদ্ধার অভিযানে আটটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

উইয়র্কের সিনিয়র সিনেটর চাক শুমার বলেন, ‘যাদের আমরা হারিয়েছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য আমি মর্মাহত এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।’

দুর্ঘটনার পর ব্লাড ও অর্গান ডোনার নেটওয়ার্ক কানেক্ট লাইফ রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন জানিয়েছে।

নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ অঙ্গরাজ্যের স্কুলে বিভিন্ন পর্যায়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

স্কুলেই সারাদিন মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ। তবে জর্জিয়া ও ফ্লোরিডায় এই নিষেধাজ্ঞা কিন্ডারগার্টেন থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় শুরু থেকে ছুটির ৫৮ পৃষ্ঠার পর ঘণ্টা পড়ার আগ পর্যন্ত প্রযোজ্য। আরও সাতটি অঙ্গরাজ্যে কেবল ক্লাস চলাকালে ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবে ক্লাসের ফাঁকে বা দুপুরের খাবারের সময় তা ব্যবহার করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকির লুইসভিলের ডস হাই স্কুলে শেষবর্ষের ক্লাস শুরু করেছেন জামেল বিশপ। তার ক্লাসে পাঠদানের সময় এখন মোবাইল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যে কারণে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে বড় পরিবর্তন চোখে পড়েছে তার।

জামেল বলেন, “আগের বছরের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীরা তেমন মনোযোগ দিত না, একই প্রশ্ন বারবার করে সময় নষ্ট করতো। তবে এখন যেসব শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন তাদের আরও বেশি সময় দিতে পারছেন শিক্ষকরা।”

মোবাইল ফোনের ব্যবহার শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং শিক্ষা থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে দেয় এ বিষয়ে একমত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান উভয় দলই এই উদ্যোগ সমর্থন করেছে।

গত সপ্তাহে আটলান্টায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর আয়োজিত এক আলোচনায় জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি স্কট হিলটন বলেন, “ক্যালিফোর্নিয়া ও ফ্লোরিডায় যদি কোনো বিল পাস হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেটি বেশ জনপ্রিয় উদ্যোগ।”

অন্যদিকে, স্থানীয়ভাবে স্কুল পরিচালনার ঐতিহ্য রয়েছেড়এমন কিছু অঙ্গরাজ্যে কেবল একটি মোবাইল ফোন নীতিমালা বাধ্যতামূলক করেছে। অন্যরাও ইঙ্গিতটি বুঝে নিয়ে ফোন ব্যবহারে কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে বলে তাদের বিশ্বাস।

অভিভাবকদের আপত্তি

এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের পরিচালিত জর্জিয়ার ১২৫টি স্কুলে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও ডিজিটালমাধ্যম ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আপত্তিই সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

শিক্ষার্থী অড্রিয়ান্নার মা অড্রেনা জনসন জানান, তার সন্তানরা স্কুলে সহিংসতা থেকে নিরাপদ আছে কি না এই নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকেন।

অড্রেনা বলেন, “একবার শিক্ষার্থী নন, এমন একজন স্কুল প্রাঙ্গণে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। ক্লাস চলাকালীন মেয়ের পাঠানো মেসেজের মাধ্যমেই বিষয়টি জেনেছিলাম। সন্তানের কাছে ফোন থাকাটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাহলে কখন কী হচ্ছে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি।”

ন্যাশনাল প্যারেন্টস ইউনিয়নের পরিচালক জেসন অ্যালেন বলেন, “অনেক বাবা-মা অড্রেনার সঙ্গে একমত। সন্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে তারা আরও কার্যকর পদক্ষেপ চান।”

অ্যালেন বলেন, “আমরা কেবল মোবাইল ফোন নীতির পরিবর্তন করেছি। কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকদের চাহিদা পূরণ করছি না। এমনকি শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণও দিচ্ছি না।”

পাসপোর্ট ছাড়াই প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হওয়ার সুযোগ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নিবন্ধনের সুযোগ থাকবে।

এনআইডি অনুবিভাগের পরিচালক খান আবি শাহানুর খান স্বাক্ষরিত এই এসওপিতে বলা হয়েছে, ভোটার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট না থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশের বাসিন্দা যেকোনো তিনজন এনআইডিধারী প্রবাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশি নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

এছাড়া, মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপির পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি বা দ্বৈত নাগরিকদের ক্ষেত্রে বিদেশি পাসপোর্টের কপি জমা দেওয়া যাবে।

এর পাশাপাশি, ভোটার প্রমাণে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন জন্মসনদ, শিক্ষাগত সনদ, জাতীয়তা সনদসহ অন্যান্য বৈধ দলিল জমা দিতে হবে।

যদি আবেদনকারী নিজে উপস্থিত থেকে কাগজপত্র জমা দিতে না পারেন, তবে বাংলাদেশে অবস্থানরত একজন প্রতিনিধির মাধ্যমেও তা রেজিস্ট্রেশন অফিসারের কাছে জমা দেওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে ১০টি দেশের ১৭টি মিশনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করা এবং এনআইডি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এসব দেশ থেকে ইতোমধ্যে ৫০ হাজারের মতো আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছে ইসি।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালুর উদ্যোগের মধ্যে ভোটার নিবন্ধন আরও সহজ করা হলো।

বুধবার জারি করা “প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন” সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যেসব কাগজপত্র নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দিতে হবে-অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র ফরম-২ (ক); নির্বাচন কমিশনের বিশেষ এলাকা হিসেবে ঘোষিত চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৬টি উপজেলা/থানার জন্য অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত বিশেষ তথ্য ফরম; মেয়াদ সংবলিত বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/বিদেশি পাসপোর্টের কপি/সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী এনআইডিধারী তিনজন প্রবাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশি মর্মে প্রত্যয়নপত্র; বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি (অনলাইন ভেরিফায়েড); পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি রঙিন ছবি, আবেদনকারীর পিতা-মাতার এনআইডির কপি/বাংলাদেশি অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি/বাংলাদেশি মৃত্যু সনদের কপি (মৃত হলে)/পাসপোর্টের কপি/ওয়ারিশ সনদের কপি/বাংলাদেশের বাসিন্দা মর্মে নাগরিক সনদের কপি/দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); শিক্ষা সনদের কপি (ঝঝঈ/ঊিঁরাধষবহঃ ঈবৎঃরভরপধঃব/ঔঝঈ/চঊঈ সনদ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ড্রাইভিং লাইসেন্স/টিআইএন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); নিকাহনামা (বিয়ের সনদ) এবং স্বামী/স্ত্রীর এনআইডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান/মেয়র/সিইও/প্রশাসক কর্তৃক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); সংশ্লিষ্ট ঠিকানা সংবলিত ইউটিলিটি বিলের কপি/হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); আবেদনপত্র।

আমাকেও হয়তো বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ও তাদের বাংলাদেশে পুশব্যাক, অন্যদিকে ভোটার লিস্টের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এমন রসিকতা সুলভ মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত নোবেল জয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সল্টলেকের আই বি ব্লকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের নামাঙ্কিত গবেষণা কেন্দ্রে ‘ভারতের তরুণ সমাজ ও তাদের কী ধরনের সামাজিক সুযোগ থাকা উচিত’ শীর্ষক এক আলোচনাসভায় তিনি বিশেষ করে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের প্রতি বিরূপ আচরণ নিয়ে মন্তব্য তুলে ধরেন।

শান্তিনিকেতনে জন্মগ্রহণকারী এই অর্থনীতিবিদ এদিন একদল স্নাতক ও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। পরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলাভাষীদের হয়রানি নিয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে অমর্ত্য সেন বলেন, বাংলার মানুষ বা বাংলাভাষী মানুষ পেশাগত বাধা ও অসম্মানের শিকার হচ্ছেন।

৯১ বছর বয়সী এই নোবেল বিজয়ী বর্তমানে দেশে বাঙালি ও বাংলা ভাষা ‘অসহিষ্ণুতা’ নিয়ে এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী কিছু ব্যক্তিকে সন্দেহের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমি সংবাদপত্রে দেখলাম বাংলায় কথা বললে, নাকি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমি ফরাসি জানি না। তাহলে হয়তো, আমাকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এটা আমাকে কিছুটা চিন্তিত করে তুলছে।’

তিনি আরও বলেন, আমাকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে, কারণ আমার পৈতৃক বাড়ি ঢাকায়। আর তাতে আমার খুব একটা আপত্তি নেই।

তিনি ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, বাংলা, পাঞ্জাবিসহ প্রতিটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিজস্ব গুরুত্ব ও ঐতিহ্য রয়েছে, যা উদ্‌যাপন করা উচিত। তিনি বলেন, আমি বলছি না যে বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতা সেরা, তবে আমাদের বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরা উচিত। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি সম্মান থাকতে হবে। যদি না থাকে, তবে প্রতিবাদ করতে হবে।

ভোটার লিস্টের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রসঙ্গে অর্মত্য সেন বলেন, “এসআইআর-র নামে ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা চলতে পারে না। তবে এটা মানতে হবে, দেশে বহু নাগরিকের ডকুমেন্ট নেই। তাই বলে তাদের ভোটার হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।” অর্থনীতিবিদের মতে, “কিছুটা ভালো করার অজুহাতে বড় রকম ক্ষতি করা উচিত নয়।”

জাপানি পন্থায় ধারালো হতে পারে

২০ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন ধরনের পাজল রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভাবনাচিন্তা করার পদ্ধতি, শব্দ এবং সংখ্যাকে মেলানোর কিছু সাঙ্কেতিক খেলা, লেখার পদ্ধতিও।

১। সুদোকু

যাঁরা সুদোকু খেলেন, তাঁরা জানেন, এই পাজলে প্রতিটি সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। প্রতি দিন দিনে এক বার সুদোকু খেললে মাথার ‘ব্যায়াম’ হয়। যা স্মৃতিশক্তিকে ধারালো করতে সাহায্য করে।

২। নেমোনিক্স

জাপানে সংখ্যার সঙ্গে শব্দকে মিলিয়ে এক অদ্ভুত সঙ্কেতিক ভাষা তৈরির পদ্ধতি চালু আছে।

যাকে বলা হয়, ‘নেমোনিক্স’। সংখ্যার সঙ্গে অক্ষর মেলানোর এই পদ্ধতিকে গোরোওয়াসেও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে জাপানের নিজস্ব কিছু পূর্ব নির্ধারিত সঙ্কেত রয়েছে। যেমন ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ শব্দটির সঙ্কেত হল ৩৯। জড়িয়ে ধরা বা ‘জাদু কে ঝাপ্পি’র জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা-সঙ্কেত হল ৮৯। তবে আপনি চাইলে নিজস্ব সংখ্যা-সঙ্কেত বানাতে পারেন। বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের মধ্যে ওই সঙ্কেত ভাগ করে নিন। দিনে এক বার তাঁদের সঙ্গে ওই ভাষায় কথা বলুন। এ ভাবেও স্মৃতিশক্তি বাড়বে। আবার মনও ভাল থাকবে।

৩। শিনরিন ইয়োকু

জাপানের এই পদ্ধতিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে দিনের একটি সময় চার দেওয়ালের বাইরে খোলা হাওয়ায় এবং সম্ভব হলে সবুজালির মধ্যে, যেখানে শব্দের ঘনঘটা কম, তেমন কোনও জায়গায় হাঁটতে বেরোন এবং মনে করুন, সারা দিন কী কী উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন বা নতুন কী শিখলেন। এই পদ্ধতিও মস্তিষ্কের জন্য ভাল ব্যায়াম।

৪। হিফুমি

জাপানে মন শান্ত করার জন্য এবং মনঃসংযোগ বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ মন্ত্র জপ করার পদ্ধতি চালু আছে। ওই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘হিফুমি’। জাপানীদের বিশ্বাস এই মন্ত্র জপ করলে স্নায়ু শান্ত হয়। তবে বিজ্ঞান বলছে যে কোনও ছন্দোবদ্ধ এবং শান্তির বার্তা দেওয়া মন্ত্র ওই একই কাজ করতে পারে। কমাতে পারে উদ্বেগ। নিয়মিত অভ্যাসে ভাল থাকে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য।

৫। জানশিন

‘জানশিন’ হল কোনও বিষয় পড়ার সময়ে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করার পদ্ধতি। সেই সময়ে কোনও দ্বিতীয় কাজ করা যাবে না। চারপাশের কোনও শব্দে মন দেওয়া যাবে না। এমনকি, গান শুনতে শুনতেও পড়া যাবে না। মন দিয়ে পড়তে হবে এবং কিছুটা পড়ার পরে আবার তা চোখ বন্ধ করে মনে করতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবেড় কী শিখলাম। এই ভাবে নিয়মিত ১ ঘণ্টা পড়লে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভাল। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘জানশিন’। যার ইংরেজি অর্থ ‘মাইন্ডফুল অ্যাওয়ারনেস’ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে কোনও কাজে মনঃসংযোগ করা।

যে কোনও সময়ে বাতিলের আশঙ্কা

৭ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরও ভিসা যে কোনও সময়ে বাতিল হতে পারে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন এই বয়ানে থেকে তা স্পষ্ট।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে আমেরিকার আইন ভঙ্গের অভিযোগে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে ৬ হাজারের বেশি ছাত্র-ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৪ হাজার ভিসা সরাসরি আইন ভঙ্গের কারণে এবং ২০০ থেকে ৩০০ ভিসা বাতিল করা হয় সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকা বা জঙ্গি সংগঠনকে সাহায্যের অভিযোগে।

২৪ আগষ্ট কি আন্তর্জাতিক মান

৯ পৃষ্ঠার পর

দেখছেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে। সেইসঙ্গে বলছেন নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার কথাও।

মঙ্গলবার ইইউর ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)-র সঙ্গে দেখা করার পর বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার সাংবাদিকদের বলেন, “বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথে রূপান্তরে ইইউ অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।” তিনি জানান, তারা ‘ভোটার এডুকেশনের্র ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কার্যকর পরিকল্পনা, বিরোধ নিষ্পত্তির মতো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তার মাধ্যমে ইসির সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সরাসরি সহায়তা করবে ইইউ - এ কথাও জানান তিনি।

আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচনের মানদণ্ড

আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচনের কিছু মানদণ্ড আছে। সেগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কার্টার সেন্টার, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই)। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন বলতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ নির্বাচনকে বোঝায়। তবে সেটা নিশ্চিত করতে হলে আন্তর্জাতিক সংস্থার মানদণ্ড ও বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ক বিশ্লেষকদের সাথে কথা বলে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচনের জন্য ২০-২৫টি মানদণ্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

তার মধ্যে আছে: ১.মুক্ত ও নিরপেক্ষ পরিবেশ ২. সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সমান সুযোগ ৩. অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ৪. সকল যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা ৫. সংখ্যালঘু, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ৬.স্বচ্ছ ভোটার তালিকা ৬. নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন ৭. গোপন ভোটাধিকার ৮. সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) ৯. রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা সরকারি যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধাকোনো দল বা প্রার্থীর না পাওয়া ১০. গণমাধ্যমে সবার সমান প্রচার ও বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ ১১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা- ভোটগ্রহণ থেকে গণনা পর্যন্ত সব প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে ১২. আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ১৩. আইনের শাসন ও নির্বাচন-পরবর্তী সুরক্ষা, নির্বাচনি সহিংসতা, কারচুপি বা অনিয়ম হলে দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ১৪. নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকারের বৈধতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ১৫. প্রার্থীদের সব তথ্য ভোটারদের জন্য প্রকাশ করা ১৬. ভোটের আগে ও পরে ভোটার সুরক্ষা ১৭. ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা। ১৮. প্রার্থীদের এজন্টদের সামনে ভোট গণনা ১৯. ভোটারের ভোটের প্রতিফলন ।

বিশ্লেষকরা যা বলছেন

সাবেক নির্বাচন কমিশনার জেসমিন টুলি বলেন, “আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। তার মধ্যে সবার আগে আামি আইন-শৃঙ্খলাকেই গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, এর ওপরই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অনেক কিছু নির্ভর করছে। ভোটারের নিরাপত্তা, ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা, এরপরে আইনের কিছু সংশোধন করতে হবে। নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা ঠিক করতে হবে। প্রার্থীদের প্রচারের বিষয়টি দেখতে হবে। কারণ, এখনই কেউ কেউ প্রচার শুরু করেছে। আসলে ভোটার তালিকা, সীমা নির্ধারণসহ আরো যে কাজ আছে, সেগুলো ঠিকমতোই হচ্ছে। তবে এখন যেটা দরকার, সেটা হলো ভোটারদের মনে আস্থা তৈরি করা। আর এখন থেকেই লেভেলপ্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে কাজ করা, সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আর কমিশনের প্রত্যেক কাজে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।”

ভোটার এডুকেশনকে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “ সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যিনি ভোটার, তিনি যেন প্রভাবমুক্ত থেকে তার প্রার্থী নির্বাচন করেন। বিশেষ করে তিনি যেন কোনোভাবেই অর্থের বিনিময়ে প্রভাবিত না হন। তাকে এটা বুঝতে হবে, তিনি যাকে নির্বাচিত করবেন, তিনি যেন সৎ ও যোগ্য হন। তার মধ্যে যেন কোনো ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ না করে। আরেকটি হলো, ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভোটারের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। তিনি যেন নিজেই স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন। ভোট দিতে গিয়ে ভোট কেন্দ্রে তিনি যাতে প্রভাবমুক্ত থাকেন।”

সাবেক নির্বাচন কমিশনার জেসমিন টুলি আরো বলেন, “এটা শিক্ষিত লোকের চেয়ে বস্তি এলাকা, গ্রামীণ জনপদ ও কম শিক্ষিত লোকের জন্য বেশি প্রয়োজন। সাধারণত ভোটারদের সচেতন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কিছু কনটেন্ট তৈরি করে, প্রচারপত্র তৈরি করে। সংবাদমাধ্যমেও তারা প্রচার চালায়। কিন্তু এগুলো খুব বেশি কার্যকর হয় না। তাই প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে গ্রুপ করে এই শিক্ষা নিয়ে কাজ করা।”

নির্বাচন বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. জাহেদ-উর- রহমান বলেন, “আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচনের জন্য সাধারণভাবে বলা হয় অবাধ, সুষ্ঠু , নিরপেক্ষ এবং অংগ্রহণমূলক। কিন্তু এগুলো অর্জন করতে হলে অনেকগুলো মানদণ্ড আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, প্রার্থী ও ভোটারের অবাধ অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা, নির্বাচন কমিশন ও সরকারে নিরপেক্ষতা, সর্বোপরি ভোটারের ভোটের বাস্তব প্রতিফলন।”

তার বিবেচনায়ও বাংলাদেশে আন্তর্জাাতিক মানের নির্বাচনের জন্য এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ আইন-শৃঙ্খলা। তার কথা, “বাংলাদেশে চাইলেও তো আমরা একদম শতভাগ স্বচ্ছ নির্বাচন করতে পারবো না। তারপরও যদি সরকার, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থাকে, রাজনৈতিক দলগুলোকে আরচরণবিধি মানানো যায়, সত্যিকার অর্থে প্রার্থীদের সম্পদ, নির্বাচনে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা যায়, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা যায়- তাহলে ভালো নির্বাচন সম্ভব। ভোটারদের নিরাপত্তা নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরে- এই তিন ধাপে নিশ্চিত করতে হয়।”

আন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের প্রশ্নে ড. জাহেদ-উর- রহমান বলেন, “এটা ঠিক যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। কিন্তু তাদের যে প্রার্থীরা এখনো আছেন, যাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নাই বা আইনগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধা নাই, তারা যেন চাইলে স্বতন্ত্র নির্বাচন করতে পারেন। তাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হতেও বাধা দিলে অন্তর্ভুক্তিমুলক নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আর দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমোদন নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি বড় বিষয়। তবে পর্যবেক্ষকদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।”

পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন যা বলছে

নির্বাচনে এবার দেড় লাখের মতো পুলিশ থাকবে। পাশাপাশি সেনাবাহিনীও থাকবে। ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা থাকবে পুলিশের জন্য। ঝঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পুলিশকে এই বডি ক্যামেরা দেয়া হবে।

পুলিশের আইজি বাহারুল আলম জানান,চ নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশকে শক্তিশালী করতে সারা দেশে প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। ৩১ আগস্ট ঢাকায় প্রশিক্ষণ শুরু হবে। সেপ্টেম্বরে হবে ঢাকার বাইরে। এটা শেষ হবে মিড ডিসেম্বরে। নির্বাচনে মোট এক লাখ ৪৪ হাজার পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে। আমরা মোট এক লাখ ৫০ হাজারকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। প্রশিক্ষণ শেষ হলে প্ল্যানিং, ডেপ্লয়মেন্ট এগুলো নিয়ে কাজ করবো। আমরা এখন নির্বাচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি।”

“আর নির্বাচনে পুলিশের বডি ক্যামেরাও থাকবে। সরকার এটা চাইছে। আইসিটি বিভাগ এটা নিয়ে কাজ করছে। প্রশিক্ষণে বডি ক্যামেরা নিয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে,” বলেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার দীর্ঘ বৈঠক করে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য রোডম্যাপ চূড়ান্ত করেছে বলে জানান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। তিনি বলেন, “ আগামী রোববার রোডম্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবো।”

তিনি আরো বলেন, “আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে সমস্যা হবে না । কারণ, আগে সেনাবাহিনী থাকতো স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে। এবার তো আমরা তাদের ক্ষমতা দিয়ে আইন করেছি। ফলে, তারা সারাসরি দায়িত্ব পালন করবে। আর পুলিশ তো আছেই।”

“আমরা অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করেছি। সেখানে কখন কী করবো, তা আছে।

জীবনের শেষ লেখায় অনেক

৮ পৃষ্ঠার পর

এর একদিন আগে‘খোলা চিঠি’ নামে একটি লেখাকে নিজের শেষ লেখা বলে স্থানীয় একটি গণমাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আর ফুটনোটে লিখেছিলেন, “জীবনের শেষ লেখা হিসেবে এটা ছাপতে পারেন।চ

পরিবারের সদস্যরা বলছেন, অফিস যাওয়ার কথা বলে বৃহস্পতিবার বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন বিভুরঞ্জন সরকার। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। রাতে বাসায় না ফেরায় রাজধানীর রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করে তার পরিবার।

বিভুরঞ্জনের ছেলে ঋত সরকারের করা ওই জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য দিনের মতোই বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় অফিসের জন্য বেরিয়েছিলেন তার বাবা। কিন্তু তারপর আর বাসায় ফেরেননি।

শুক্রবার বিকেলে গজারিয়ার বলাকির চর এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় একটি লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জের কলাগাছিয়া নৌ পুলিশের সদস্যরা। পুলিশ বলছে, রমনা থানায় করা জিডিতে সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের যে ছবিটি পরিবার দিয়েছিল, তার সঙ্গে মিল পেলে পরিবারকে শনাক্তের জন্য জানানো হয়।

পরে মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা মরদেহটি শনাক্ত করেছে বিভুরঞ্জন সরকারের পরিবার। তার ভাই চিররঞ্জন সরকার বলছেন, “ভাইকে নিতে মুন্সিগঞ্জে আসছি, পোস্টমর্টেম করে শনিবার দুপুরের পর মরদেহটি আমাদের কাছে দেওয়া হবে।চ

খোলা চিঠিতে যা লিখেছেন বিভুরঞ্জন

ঢাকা থেকে প্রকাশিত আজকের পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমের কলাম বা মতামত পাতায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন সিনিয়র সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার।

নিখোঁজ হওয়ার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার (২১শে আগস্ট) সকাল নয়টায় নিজের একটি লেখা স্থানীয় গণমাধ্যম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে মেইল করেন তিনি। যার ফুটনোটে উল্লেখ করেন, “জীবনের শেষ লেখা হিসেবে এটা ছাপতে পারেন।চ ওইদিন সকাল ১০টা পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

তার ওই লেখাটি‘খোলা চিঠি’ নামে শুক্রবার প্রকাশ করেছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। যেখানে নিজের ব্যক্তি ও কর্মজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ, পাওয়া-না পাওয়ার হতাশার কথা লিখেছেন। এমনকি অতীত এবং বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক নানা বাস্তবতা আর অভিযোগ উঠে এসেছে তার ওই লেখায়।

খোলা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, নিজের ও ছেলের অসুস্থতা, বুয়েট থেকে পাস করা ছেলের চাকরি না হওয়া, মেডিকেল পাস মেয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্টের কথা। অর্থ সংকটের মধ্যেও সাংবাদিকতা নিয়ে নিজের অবস্থানের নানা দিক নিয়েও নিজের লেখায় আলোচনা করেছেন বিভুরঞ্জন। তার এই লেখায় অতীত এবং বর্তমান সরকারের সময়ের নানা দিকও উঠে এসেছে।

“শেখ হাসিনার শাসনামলে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে আমিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করে কোনো ফল পাইনি। অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। আমি দুইবার আবেদন করেও সফল হইনি,চ লিখেছেন মি. সরকার।

তিনিএ-ও লিখেছেন, “বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখেও নাকি কতজন ভাগ্য বদলেছেন। অথচ আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দুটি বইয়ের জন্য আমি দুই টাকাও রয়্যালিটি পাইনি। একেই বলে কপাল!

“তবে হ্যাঁ, একবার শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। ওই সফরের জন্য কিছু হাত খরচের টাকা আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা তো ওই কোট, প্যান্ট, জুতো কিনতেই শুধু শেষ হয়, আরও দেনা হয়েছে। ওই সুবাদে আমার কোট-টাই জুতা কেনা! সারাজীবন তো স্যান্ডেল পরেই কাটল।চ

নিজের চাকরি জীবন নিয়েও আক্ষেপ করেছেন বিভুরঞ্জন। তিনি লিখেছেন, “শুধু মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে অবিচল অবস্থানের কারণে আমাকে আজও‘আওয়ামী ট্যাগ’ দেওয়া হয়। কিন্তু আওয়ামী আমলেও কোনো বাস্তব পুরস্কার পাইনি।চ

“আজকের পত্রিকায় কাজ করছি ৪ বছর হলো। এই সময়ে না হলো পদোন্নতি, না বাড়ল বেতন। অথচ জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে প্রতিদিন,চ লেখেন মি. সরকার।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মি. সরকার। তিনি লিখেছেন, “গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তার প্রেস বিভাগ তো মনখোলা নয়। মিডিয়ার যারা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন তারা সবাই আতঙ্কে থাকেন সব সময়। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে।চ

তার একটি লেখার জন্য ওই পত্রিকাটির অনলাইন বিভাগকে‘লালচোখ’ দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন মি. সরকার। এছাড়া পত্রিকার আরেকটি লেখা সরকারের চাপের কথাও বলেছেন তিনি।

এ ব্যাপারে বিভুরঞ্জন সরকার তার শেষ লেখায় অভিযোগ করেছেন, “মাজহারুল ইসলাম বাবলার একটি লেখার জন্যও চোটপাট করা হয়েছে। আপত্তিকর কি লিখেছেন বাবলা? লিখেছেন, সেনাবাহিনী শেখ হাসিনাকে সামরিক হেলিকপ্টারে দিল্লি পাঠিয়েছে। আর শুধু পুলিশের গুলিতে নয়, মেটিকুলাস ডিজাইনের মাধ্যমে জঙ্গিরাও মানুষ হত্যা করেছে। এখানে অসত্য তথ্য কোথায়?চ

তিনি আরও লিখেছেন, “শেখ হাসিনা কি হেলিকপ্টার ভাড়া করে গোপনে পালিয়েছেন? হাসিনার পুলিশ না হয় ছাত্র জনতাকে হত্যা করলো কিন্তু পুলিশ হত্যা করলো কে বা কারা? এইটুকু লেখার জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে তোপ দাগা একেবারেই অনুচিত।

“সব মিলিয়ে পত্রিকায় আমার অবস্থা তাই খুবই নাজুক। সজ্জন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক চাপ সইতে না পেরে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করেছেন।চ

সম্প্রতি‘শেখ হাসিনার পালানো, পুলিশের গুলি ও মেটিকুলাস ডিজাইনের মাধ্যমে জঙ্গিরাও মানুষ হত্যা করেছে’ এমন একটি লেখা নিজেদের পাতা থেকে প্রত্যাহার করার কথা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন আজকের পত্রিকার একাধিক সূত্র ।

নিজের জীবনের আর্থিক কষ্টের নানা দিকও তিনি তুলে ধরেছেন তার ওই চিঠিতে। তিনি লেখেন, নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানী কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনো কোনো পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি।

১৯৫৪ সালে জন্ম নেওয়া বিভুরঞ্জন সরকার লেখাপড়া করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের সাংবাদিকতা জীবনে দৈনিক আজাদ, দৈনিক মাতৃভূমি, সাপ্তাহিক চলতিপত্রের সম্পাদক, সাপ্তাহিকএকতা এবং সাপ্তাহিক মৃদুভাষণের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় সাপ্তাহিক যায় যায় দিনে ‘তারিখ ইব্রাহিম’ ছদ্মনামে লেখা তার রাজনৈতিক নিবন্ধ পাঠকপ্রিয় হয়।

পিআর পদ্ধতি সংবিধানে নেই

৮ পৃষ্ঠার পর

সেনাবাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা কাজ করছি। সেনাবাহিনী যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। জেলা প্রশাসক বা পুলিশ সুপার যারা এর আগে নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের পদায়নের চিন্তা নেই।” প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, “ভোট আসতে আসতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। যারা বাক্স দখল করার স্বপ্নে বিভোর, তাদের স্বপ্নভঙ্গ হবে। যারা অস্ত্র বাজি করে ভোটে জিততে চাইবেন তাদের জন্য দুঃসংবাদ। ভোটকেন্দ্র দখলের ইতিহাস ভুলে যান। আমরা কঠোর অবস্থানে থাকবো। ভোটকেন্দ্র দখল করলে পুরো ভোট বাতিল করা হবে।”

বিগত সরকারের আমলে দায়িত্ব পালন করা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশনের অধীনে ৫৭০০ কর্মকর্তা রয়েছে। তারা আগেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের কোথায় পাঠাবো। তবে যারা স্বপ্রনোদিত হয়ে বিগত নির্বাচনে অনিয়ম করেছিল সেসব নির্বাচন কর্মকর্তাদের রাখা হবে না।” বর্তমান সরকার চাপ দিলে পদত্যাগ করবেন জানিয়ে তিনি বলেন, “সরকার নির্বাচন নিয়ে আমাকে এখন পর্যন্ত কোনো চাপ দেয়নি, আমাকে চাপ দিলে আমি পদত্যাগ করব, চেয়ারে থাকব না।”

আওয়ামী লীগ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, “লীগের এই মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই। তাদের বিচার চলছে। বিচার চলাকালীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। দেখা যাক বিচারে কী হয়।”

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভায় রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্বাচন বিষয়ে নানা দিকনির্দেশনা দেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবাদে

৫ পৃষ্ঠার পর

ইতোমধ্যে দৃশ্যমান এআই রপ্ত করার সুফল। বাংলাদেশ ২০২৫ সালের প্রথম ৬ মাসেই আউটসোর্সিং রপ্তানি থেকে ৯০ কোটি ডলার আয় করেছে, যা ২০২৪ সালের পুরো বছরে হওয়া ৮৫ কোটি ডলার আয়ের চেয়েও বেশি। তথ্যটি জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্টাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)-এর সভাপতি তানভীর ইব্রাহিম।

টিবিএসকে তিনি বলেন,"এআই আমাদের দেশে দক্ষতার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে একটা আশীর্বাদস্বরূপ। ফলে আমাদের কাজের অর্ডারও এখন বেড়েছে।"

উদাহরণ হিসেবে মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনের কথা বলা যায়। আগে যেখানে ১,০০০ দক্ষ কর্মী তৈরি করতে এক দশক সময় লাগত। এখন এআই ব্যবহার করে প্রতিবছরই ১,০০০ কর্মী তৈরি সম্ভব হচ্ছে।

"বাংলাদেশের কম্পিউটার সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েটরাও বেশিরভাগক্ষেত্রে বৈশ্বিক আউটসোর্সিংয়ের জন্য দরকারি প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা দক্ষতার অভাবে ভোগেন। কোডিং নিয়ে কথা না-ই বললাম। কিন্তু তারা চাকরির জন্যও মরিয়া। এখন আমাদের ৭৫ শতাংশ কোডিংয়ের কাজ করছে এআই, আর বাকি ২৫ শতাংশ মানব কর্মী। এতে সময় ও খরচ দুটোই বাঁচছে" বলেন তানভীর, যিনি অটোমেশন সলিউশনজ বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরও।

ভিডিও এডিটিং ও অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রেও এআই উল্লেখযোগ্যভাবে খরচ ও সময় কমিয়ে দিয়েছে।

এই রূপান্তর স্পষ্টভাবে দেখা যায় একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কাহিনিতে। কো (কেওড্রিও) কোম্পানি'র সহ-প্রতিষ্ঠাতা কাওসার আহমেদ ২০২০ সালের মার্চে প্রতিষ্ঠানটি চালু করেন, ঠিক করোনাভাইরাস মহামারির সময়। পিছু হটার পরিবর্তে তিনি এআই-এ বিনিয়োগ করেন, প্রকৌশলী নিয়োগ দেন এআই-চালিত ইমেজিং সলিউশন তৈরি করতে।

নতুন প্রযুক্তির ওপর তিনি যে বাজি ধরেছিলেন, তাই এখন ফল দিচ্ছে। এখন কোম্পানির ৩০৪০ শতাংশ ইমেজিংয়ের কাজ করে এআই। একটি থ্রিডি ডিজাইন, যা করতে আগে ছয় ঘণ্টা লাগত, এখন শেষ হয় মাত্র এক ঘণ্টায়। কাওসার টিবিএসকে বলেন, " এআই আসার আগে যে কাজ আমরা ১০০ জন নিয়ে করতাম, সেখানে এখন ২৫৩০ জনেই করতে পারছে।"

ই-কমার্স, রিটেইল, অ্যাপারেল, অটোমোটিভ, খাদ্য ও আবাসন খাতের জন্য ছবি ও ভিডিও তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি এখন দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল আউটসোর্সিং ফার্মগুলোর একটি। এখানে এখন প্রায় ৬০০ জন কাজ করছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাদের রপ্তানি ২০ শতাংশের বেশি বাড়ে; আর এ বছর তা ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

অগমেডিক্স বিডি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী রাশেদ নোমান জানান, এআই ব্যবহারের ফলে আউটসোর্সিং বাজার দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, এআই টুলসগুলো কর্মীর দক্ষতা ও কাজের মান বাড়াচ্ছে।

টিবিএসকে তিনি বলেন, "আমরা আরও বেশি কাজের অর্ডার পাচ্ছি, আগামী দিনগুলোয় তা আরও বাড়বে।" রাশেদ আরও জানান, কাজের চাহিদা মেটাতে শুধু জুলাই মাসেই ৪০ জন ডেটা অ্যানালিস্ট নিয়োগ দিয়েছে অগমেডিক্স।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মীসংখ্যা ১,৩০০ জন, মাসিক কাজের অর্ডারের পরিমাণ ১০ লাখ ডলারের বেশি। শুরুতে মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন ছিল সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল, এখন তাদের নিজস্ব এআই টুলস কাজকে অনেক সহজ করেছে।

রাশেদ বলেন, "তখন আমাদের দীর্ঘসময় ধরে টাইপ করতে হতো, তারপর আবার নির্ভুলতা যাচাই করতে হতো। এতে অনেক সময় ও জনবল খরচ হতো। এখন সেটা অনেক সহজই করা যায় আমাদের নিজেদের তৈরির এআই টুলস দিয়ে। এর ফলে আমরা আরও বেশি গ্রাহককে সেবা দিতে পারছি।"

বিপিও থেকে বাংলাদেশের আয় এখনো নগণ্য

এ বছরই প্রথমবারের মতো বিপিও ও আইটিইএস থেকে বাংলাদেশ ১০০ কোটি ডলারের বেশি রপ্তানি আয় করতে যাচ্ছে। তবে এশীয় জায়ান্ট ভারত ও ফিলিপাইনের তুলনায় এ আয় এখনো নগণ্য।

বৈশ্বিক পর্যায়ে আউটসোর্সিং পরাশক্তি প্রতিবেশী ভারতের আধিপত্য রয়েছে আইটি ও আইটি সংশ্লিষ্ট পরিষেবার বাজারে। গত বছর দেশটি এখাতের রপ্তানি আয় করেছে প্রায় ২০ হাজার কোটি ডলার। অন্যদিকে, বিপিও, বিজনেস প্রসেস ম্যানেজমেন্ট (বিপিএম) ও আইইটিএস রপ্তানির মাধ্যমে ফিলিপাইনের রপ্তানি আয় ছিল সাড়ে ৭ হাজার কোটি ডলার।

ব্যাক্কো -এর সভাপতি তানভীর বলেন, এইখাতে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের আউটসোর্সিং আয় আরও বাড়বে। "প্রতি মাসে প্রায় ১৫টি কোম্পানি যুক্ত হচ্ছে," উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, এখাত থেকে বাংলাদেশের প্রকৃত আয় ঘোষিত অঙ্কের অন্তত দ্বিগুণ, কারণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি আয় এখনো আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে আসে না।

অগমেডিক্সের প্রধান নির্বাহী রাশেদ বলেন, আউটসোর্সিং খাতে বাংলাদেশের সামনে বড় সুযোগ রয়েছে, তবে সাফল্য নির্ভর করছে দক্ষ জনশক্তির ওপর।

তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষার্থীদের নিজেদের আরও উন্নত করতে হবে এবং প্রযুক্তি ও ডেটা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।"

ব্যাক্কো'র তথ্যমতে, দেশে প্রায় ৪৫০টি বিপিও (বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং) কোম্পানি রয়েছে, যেখানে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ কাজ করছে। এছাড়া আরও প্রায় সাড়ে ৬ লাখ যুক্ত রয়েছেন ফ্রিল্যান্সিংয়ে।

ফ্রিল্যান্সাররা উপরে উঠছেন ভ্যালু চেইনে

যেসব ফ্রিল্যান্সার একসময় কম দক্ষতা ও স্বল্প পারিশ্রমিকের কাজ করে টিকে ছিলেন, তারা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভ্যালু চেইনে উপরের স্তরে উঠছেনউৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছেন, কাজের মান উন্নত করছেন এবং তুলনামূলক ভালো আয়ের কাজে সরে যাচ্ছেন।

ঢাকার ফ্রিল্যান্সার সাইফুল ইসলামের কথাই ধরুন। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি বিদেশি ক্লায়েন্টদের জন্য ডেটা এন্ট্রির কাজ করছিলেন। কিন্তু এখন এআই টুলস হাতে থাকায় তিনি শুধু ডেটা এন্ট্রি করেই থেমে থাকছেন না, বরং বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন প্রবণতা ও চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতা চিহ্নিত করছেন।

আউটসোর্সিংয়ের জগতে প্রবেশের জন্য দীর্ঘদিন ধরে ডেটা এন্ট্রি ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সই ছিল বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের প্রধান প্রবেশদ্বার; যেখানে ডেটা সংগ্রহ, স্প্রেডশিট ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাডমিন সাপোর্টের মতো রুটিন কাজগুলোই থাকত। কিন্তু এখন এআই আসার পর কাজের সুযোগ আরও বিস্তৃত হয়েছে।

লোগো, ওয়েবসাইট, ব্যানার এবং সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য এখন বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। অনেকে আরও জটিল কাজ, যেমন ভিডিও এডিটিং, মোশন গ্রাফিকস, এমনকি থ্রিডি মডেলিং ইত্যাদির দিকে সরে যাচ্ছেন। কনটেন্ট রাইটিংও একটি বড় খাত হয়ে উঠেছেযেখানে ব্লগ, কপিরাইটিং, অনুবাদ, প্রুফরিডিং ও এডিটিং সবই অন্তর্ভুক্ত।

আশিক মাহমুদ, যিনি কয়েক বছর আগে সাংবাদিকতা ছেড়ে পূর্ণকালীন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন, এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী ক্লায়েন্টদের জন্য ডিউ ডিলিজেন্স অ্যাসাইনমেন্ট করেন, পাশাপাশি কনটেন্ট রাইটিংও চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত বুধবার তিনি টিবিএসকে বলেন, "এআইকে আমি খুব ইউজফুল মনে করি। এর সাহায্যে গ্রামার ঠিক আছে কিনা চেক করি এবং কনটেন্ট আরও উন্নত করি।"

এআই ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ

তবে সুযোগের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও আছে। উন্নত এআই টুলসের উচ্চমূল্য ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বড় বাধা। চ্যাটজিপিটি, অ্যাডোব ফায়ারফ্লাই কিংবা পেশাদার ভিডিও এডিটিং স্যুটের খরচ মাসে ২০ থেকে ১০০ ডলারজুড়ে অনিয়মিত আয়ের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ব্যয়বহুল। ফলে অনেকে ফ্রি বা ট্রায়াল ভার্সনে নির্ভর করছেন, যেখানে সীমিত সুবিধা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বেশি।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো ক্লায়েন্ট প্রত্যাশা। বিদেশি নিয়োগকর্তারা প্রায়ই ধরে নেন, এআই তাৎক্ষণিকভাবে কম খরচে ফল দেবে। কিন্তু ফ্রিল্যান্সাররা বলেন, মানবিক বিচক্ষণতা ও সৃজনশীলতার মূল্য এভাবে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।

"ক্লায়েন্টরা জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি ৫০ ডলার চার্জ করি, যখন এআই কয়েক মিনিটে ড্রাফট বানিয়ে দেয়। তারা ভুলে যান আমি ঘণ্টাখানেক ধরে সেটি যাচাই করি, তথ্য মিলাই, ব্যবহারযোগ্য করি," বলেন ঢাকার এক ফ্রিল্যান্সার।

ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতিও রয়েছে। তরুণরা দ্রুত নতুন টুলস শিখলেও, ফ্রিল্যান্সারদের বড় অংশ ক্লাউড-ভিত্তিক কাজ, উন্নত সফটওয়্যার কিংবা প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিছিয়ে।

তবুও খাতসংশ্লিষ্টরা মনে করেন, বাংলাদেশ বিপিও ও ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের এআই-চালিত রূপান্তরের একেবারে শুরুতেই আছে। ডেটা অ্যানালিটিকস, হেলথকেয়ার সাপোর্ট, ক্রিয়েটিভ ডিজাইন ও বহুভাষিক কনটেন্ট সেবার বৈশ্বিক চাহিদা বাড়তে থাকায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বিশেষায়িত ও উচ্চমূল্যের ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দেখছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নতুন সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছে, তবুও অনেক বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সার এ প্রযুক্তি থেকে পূর্ণ সুবিধা নিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

এআই ব্যবহারে চ্যালেঞ্জ

তবে সুযোগের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও আছে। এআই নতুন সুযোগের দ্বার খুললেওড় অনেক বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সার এ প্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধা নিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

উন্নত এআই টুলসের উচ্চমূল্য তাদের জন্য একটি বড় বাধা। চ্যাটজিপিটি, অ্যাডোব ফায়ারফ্লাই কিংবা প্রফেশনাল ভিডিও এডিটিং স্যুটের খরচ মাসে ২০ থেকে ১০০ ডলারজুড়ে অনিয়মিত আয়ের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বেশ ব্যয়বহুল। ফলে অনেকে ফ্রি বা ট্রায়াল ভার্সনের ওপর নির্ভর করছেন, যেখানে সুবিধা যেমন সীমিত, তেমনি নিরাপত্তার ঝুঁকিও বেশি।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো ক্লায়েন্টদের প্রত্যাশা। বিদেশি নিয়োগকর্তারা প্রায়ই ধরে নেন, এআই তাৎক্ষণিকভাবে কম খরচে ফল দেবে। কিন্তু ফ্রিল্যান্সাররা বলেন, এক্ষেত্রে মানবিক বিচক্ষণতা ও সৃজনশীলতার মূল্যকে খাটো করে দেখা হচ্ছে। "ক্লায়েন্টরা জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি ৫০ ডলার চার্জ করি, যখন এআই কয়েক মিনিটে ড্রাফট বানিয়ে দেয়। তারা ভুলে যান আমি ঘণ্টাখানেক ধরে সেটি যাচাই করি, তথ্য মিলাই, ব্যবহারযোগ্য করি," বলেন ঢাকার এক ফ্রিল্যান্সার।

ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতিও রয়েছে। তরুণরা দ্রুত নতুন টুলস শিখলেও, ফ্রিল্যান্সারদের বড় অংশ ক্লাউড-ভিত্তিক কাজ, উন্নত সফটওয়্যার কিংবা প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিছিয়েড়যেসব দক্ষতা থাকলে এআই থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়।

তবুও সংশ্লিষ্ট শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের বিপিও ও ফ্রিল্যান্স খাত এখনো এআই-চালিত রূপান্তরের একেবারে প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। বিশ্ববাজারে ডেটা অ্যানালিটিকস, স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা, ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এবং বহুভাষী কনটেন্ট সেবার চাহিদা বাড়ছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বিশেষায়িত ও উচ্চমূল্যের খাতে প্রসার ঘটাতে পারে। - সংবাদসূত্র টিবিএস

৮ মামলায় জামিন পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ তার জামিন মঞ্জুর করেন। লাহোর হাইকোর্ট জামিন না দেওয়ার পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন খান। পরে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাকে জামিন দেওয়া হয়।

যদিও তাকে তোশাখানার দুইটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ইমরান খানের আইনজীবীরা একশ নব্বই মিলিয়ন পাউন্ড মামলার রায়কে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

শুনানি চলাকালীন যুক্তি উপস্থাপনের সময় বিশেষ প্রসিকিউটর জুলফিকার নকভি বলেন, ৯ মে-এর ঘটনাবলীর নির্দেশ ইমরান খানই দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, এই আটটি মামলা সন্ত্রাসবিরোধী আদালতে বিচারাধীন।

তিনি বলেন, দুই বছর ধরে বিভিন্ন আদালত তার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন যে, আদালত এই মামলার বিচারে যাবে না এবং কেবল জামিনের বিষয়টিই দেখবেন তারা।

পরে প্রসিকিউটরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মামলায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে তার কাছে কী প্রমাণ আছে, যার জবাবে আদালতকে বলা হয়, এই মামলায় তিনজন সাক্ষীর বক্তব্যও রেকর্ডে রয়েছে।

তবে রাষ্ট্রপক্ষ আদালতের কাছে সন্তোষজনক উত্তর উপস্থাপন করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত জামিন পান এক সময়ের বিশ্বসেরা এই ক্রিকেটার।

আদালত ইমরান খানের আইনজীবী সালমান সফদারকে যুক্তি উপস্থাপনের নির্দেশ দেয় এবং তার যুক্তি উপস্থাপনের সময় তিনি বলেন, এই আটটি মামলার মধ্যে পাঁচটিতে ইমরান খানের নাম নেই।

ইমরান খানের জামিন আবেদনের শুনানিকারী বেঞ্চটিও এর আগে পরিবর্তন করা হয়েছিল। বিচারপতি মিয়াঁ গুল হাসান আওরঙ্গজেবের স্থলে বিচারপতি হাসান আজহার রিজভিকে তিন সদস্যের বেঞ্চে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ভোটে সহযোগিতার বার্তা

৯ পৃষ্ঠার পর

১৮ মাসের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন করতে হবে। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, সেনারা দীর্ঘ সময় ব্যারাকের বাইরে থাকলে তাদের পেশাদারিত্বের মান ক্ষুণ্ন হয়। প্রশিক্ষণে ব্যাঘাত ঘটে। মঙ্গলবারও জেনারেল ওয়াকার বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে সেনারা মাঠে রয়েছেন। আগে এত দীর্ঘ সময় সেনাদের মাঠে থাকতে হয়নি।

সম্প্রতি এনসিপির কিছু নেতা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিশানা করে নানা কটূক্তি করে চলেছে। জেনারেল বলেছেন,ওদের বয়স কম। ওরা বড় হলে ভুল বুঝতে পারবে। তখন নিজেরাই লজ্জিত হবে। একই সঙ্গে সেনা প্রধান জানান, এই সব অপরাধ যথাযথ ভাবেই লিপিবদ্ধ থাকছে এবং উপযুক্ত সময়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

কারও নাম উল্লেখ না করে সেনাপ্রধান বলেন,সেনাবাহিনীর কোনও সদস্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়াতে পারবেন না। এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ নিয়েও তদন্ত চলছে। নৈতিক স্খলনের বিষয়ে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। জেনারেল ওয়াকার বলেন,সেনাবাহিনীর মধ্যে কারও কারও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ সব অপরাধের মাধ্যমে আমরা এক দিকে যেমন আমাদের জীবনসঙ্গীদের সঙ্গে প্রতারণা করি, অন্য দিকে আমাদের সন্তানদের জীবনকেও অযাচিত ভাবে হুমকির মুখে ফেলে দিই।

দীর্ঘ দিন পরে মঙ্গলবার ক্যান্টনমেন্টে দরবার অনুষ্ঠিত হলেও সেনাপ্রধান কী বলেন তা নিয়ে সাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। প্রবীণ এক সাংবাদিকের বিশ্লেষণ,এক বছর ধরে জেনারেল যত গর্জেছেন, তার ১০ শতাংশও যদি বর্ষাতেন, তা হলে তাঁর প্রতি মানুষ এত বীতশ্রদ্ধ হতেন না। মানুষ বুঝে গিয়েছেন, জেনারেল সাহেব নিজের গদি সামলাতে কখনও এ নৌকো, কখনও ও নৌকোয় পা দিয়ে ভারসাম্য রাখছেন। তিনি কী বলেন, মানুষ আর তা নিয়ে উৎসাহী নন। এ দিনই একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রবীণ নেতা নজরুল ইসলাম খান ভোট নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন,জাতীয় নির্বাচনকে কেউ কেউ পিছনোর চেষ্টা করছেন। আমরা ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ভোট চাই। যারা এখন নানা বাহনা সামনে এনেছেন, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নজরুল ইসলাম মূলত জামায়াত ও এনসিপিকে নিশানা করেই এই মন্তব্য করেন। এই দুই দল ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, তারা সংস্কার ও জুলাই সনদের বাস্তবায়ন (নতুন সংবিধান ও গণপরিষদের ভোট) ছাড়া ভোটে যাবে না, এমনকি ভোট করতেও দেবে না।

কলকাতায় 'বাংলাদেশি রোহিঙ্গা

৮ পৃষ্ঠার পর

বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এতে আরও লোক জমে যায়। তাদেরই কেউ কেউ ছাত্রদের মারধর শুরু করে।

এই ঘটনায় মুচিপাড়া থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্ররা। তাতে বলা হয়েছে, ছাত্রদের রড, হকিস্টিক দিয়ে পেটানো হয়েছে। ছুরি দিয়ে কোপানোর চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ। ঘটনাস্থলে অন্তত ১০-১২ জন উপস্থিত ছিল। এর মধ্যে ওই দোকানের মালিক এবং উল্টো দিকে একটি কাপড়ের দোকানের মালিক ছিলেন।

ছাত্ররা জানিয়েছেন, তাদের ঘিরে ধরে যখন মারধর করা হয়, তখন তারা হোস্টেলে ফোন করে আরও কিছু বন্ধুকে ডাকেন। তারা এলে, তাদেরও মারধর করা হয়। ঘটনার পর রাতে ওই ছাত্রদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। মেডিকেল সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে।

রাতেই মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে ছাত্ররা। অভিযোগের ভিত্তিতে দুইজনকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, আটক দুই ব্যক্তি অবাঙালি। এফআইআর-এ যাদের বিরুদ্ধে ছাত্ররা অভিযোগ করেছেন, তাদের অবাঙালি বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

এফআইআর-এ বলা হয়েছে, "ওই দুই ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা বলছিলেন। বলছিলেন, 'এরা সব বাংলাদেশি রোহিঙ্গা, এদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে'।"

পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের জেরা করে বাকি হামলাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

এদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো আলোড়ন শুরু হয়েছে। ২১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে কারমাইকেলের হোস্টেল সুপারসহ আহত ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে ২১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে মধ্য কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। মিছিলের অন্যতম আয়োজক কৌশিক মাইতি বলেছেন, "এতদিন আমরা শুনছিলাম ভারতের অন্য প্রদেশগুলোতে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এবার খোদ কলকাতাতেই এই ঘটনা ঘটল। এখনই সরব না হলে এমন ঘটনা বন্ধ করা যাবে না। যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে, আমরা সেখানেই মিছিল করবো।"

বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরিতে জড়িত

৮ পৃষ্ঠার পর

তাদের কারও কারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততাও ছিল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিআইডির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, "অত্যাধুনিক ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক হ্যাকার চক্র এ চুরির ঘটনা ঘটায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি বিভাগ থেকে সচেতনভাবেই ওই ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল খোলা হয়েছিল। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার অবৈধভাবে স্থানান্তরিত হয়।" তিনি আরও বলেন, "চার্জশিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) বিস্তারিত প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে বিদেশি নাগরিকদের সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ওই প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠাতে এরই মধ্যে এফবিআইকে অনুরোধ করা হয়েছে। সেটি হাতে পেলেই তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দেওয়া হবে।" ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) রাতে সংঘটিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি বিশ্বের অন্যতম বড় সাইবার ডাকাতির ঘটনা। সে সময় বাংলাদেশে ব্যাংক কার্যক্রম বন্ধ ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রেও সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হয়েছিল। সেই সুযোগে হ্যাকাররা নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে প্রায় ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার স্থানান্তরের চেষ্টা করে, তবে ১০১ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার সরাতে পারে তারা। চুরি হওয়া ওই অর্থের বড় অংশ দুর্বল নজরদারির ফাঁক গলে ফিলিপাইনের ক্যাসিনো শিল্পের গোপনীয়তা আইনের অধীনে পাচার হয়ে যায়। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার ফিলিপাইনে এবং প্রায় ২ কোটি ডলার শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়। পরে শ্রীলঙ্কায় প্রেরিত অর্থ ফেরত আনা সম্ভব হলেও ফিলিপাইন থেকে অর্থ উদ্ধার জটিল হয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ ডলার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে সরকার।

এ ঘটনার তদন্তে সিআইডির পাশাপাশি এফবিআই, ফিলিপাইনের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এনবিআই) এবং শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক অংশ নেয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘকেও এ অপরাধে ব্যবহৃত কৌশল ও লেনদেনের ধারা সম্পর্কে জানানো হয়।

ঘটনার ৩৯ দিন পর ওই বছরের ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব ও বাজেট বিভাগের তৎকালীন উপপরিচালক জোবায়ের বিন হুদা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে অভিযোগ এনে একটি মামলা করেন। পরে মামলাটি সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রায় নয় বছরের তদন্তে দেশি-বিদেশি শতাধিক সাক্ষীর জবানবন্দি, আইপি ঠিকানা, নেটওয়ার্ক লগ, ব্যাংক লেনদেনের তথ্য এবং ড্রিডেক্স ম্যালওয়্যার কোডসহ বিস্তৃত প্রযুক্তিগত প্রমাণ খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর ফলে হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা। সিআইডির আরেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, "এই তদন্তে আন্তর্জাতিক আর্থিক অপরাধ চক্রের কৌশল, তাদের দেশীয় সহযোগীদের ভূমিকা এবং আমাদের সাইবার নিরাপত্তার দুর্বলতার মতো বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা চার্জশিট এমনভাবে প্রস্তুত করতে চাই যাতে অপরাধীরা শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আইনের মুখোমুখি হয়।"

চার্জশিট দাখিলের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম আলোচিত এ সাইবার ডাকাতির রহস্য উন্মোচিত হবে এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী

৯ পৃষ্ঠার পর

থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সাবেক পূর্ব পাকিস্তান। তৈরি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। তার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি বাণিজ্য প্রায় বন্ধই ছিল।

হাসিনার পতনের পরে গত বছর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরে দু'দেশের মধ্যে ফের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চালু করতে পদক্ষেপ করেছে ইউনূসের প্রশাসন। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে ভিসা সংক্রান্ত বিধিও শিথিল করা হচ্ছে। গত জুলাইয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি। গত বুধবার ২০ আগষ্ট ঢাকায় গিয়েছিলেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান। আর শনিবার ২৩ আগষ্ট ঢাকায় আসলেন পাক বিদেশমন্ত্রী দার।

শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল

১২ পৃষ্ঠার পর

মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি বিক্রমাসিংহের কার্যালয়।

শ্রীলঙ্কায় রেকর্ড ছয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আইনজীবী বিক্রমাসিংহে-কে ২০২২ সালে দ্বীপরাষ্ট্রটির দুর্বল আর্থিক সংকটের সময় প্রেসিডেন্ট করা হয়। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ব্যাপক বিক্ষোভের ফলে তার পূর্বসূরি গোতাবায়া রাজাপক্ষে শ্রীলঙ্কা থেকে পালাতে এবং পরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর, ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির (ইউএনপি) নেতা বিক্রমাসিংহে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী, ২৯ বছর বয়সি বিক্রমাসিংহে-কে ১৯৭৮ সালে তার চাচা, প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস জয়াবর্ধনে দেশের মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী করেছিলেন।

১৯৯৪ সালে, তার বেশ কয়েকজন সিনিয়র সহকর্মীকে হত্যার পর বিক্রমাসিংহে ইউএনপি'র নেতা হন। সূত্র: রয়টার্স

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চীনের ‘কৌশলগত জোটের’

৯ পৃষ্ঠার পর

বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। কখনও প্রকাশ্যে মত জানিয়েছে, কখনও কূটনৈতিক স্তরে বার্তা দিয়েছে। তবে ঢাকাকে এই জোটে সক্রিয় করতে কূটনৈতিক স্তরে চাপ তৈরি করে যাচ্ছে বেজিং। কূটনৈতিক এই সমীকরণের আবহে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের চিন সফর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও ত্রিদেশীয় ‘কূটনৈতিক জোট’ গঠনের বিষয়ে এই সফরে কোনও আলোচনা হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ওয়াকারের চিন সফরের বিষয়ে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ দফতর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হচ্ছে, চিনের সামরিক এবং অসামরিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে ওয়াকারের। সামরিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে। ঘটনাচক্রে, ওয়াকার যখন চিন সফরে যাচ্ছেন, তখন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং রয়েছেন পাকিস্তানে। ভারত সফর শেষে আফগানিস্তান হয়ে বুধবারই ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন ওয়াং। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক। আগামী শনিবার আবার পাক বিদেশমন্ত্রীর ঢাকা সফরে আসার কথা রয়েছে। তথ্যসুত্র আনন্দবাজার.কম, ইন্ডিয়া টুডে

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার করা অর্থে গড়া

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি নাগরিক টাকার বিনিময়ে অর্জন করেছে। দেশগুলো হচ্ছেড় অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রিয়া, ডমেনিকা, গ্রেনেডা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, নর্থ মেসিডোনিয়া, মালটা, সেন্ট লুসিয়া এবং তুরস্ক।

এ সময় আহসান হাবিব বলেন, ‘দেশে বসেই বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষে সিআইসির গোয়েন্দারা দেশগুলোতে সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য তুলে নিয়ে আসেন।’

আরও অনুসন্ধান চলমান আছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ পাচার করে গড়ে তোলা ৩৪৬টি সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে। এটি আমাদের অনুসন্ধানের আংশিক চিত্র।’

তিনি বলেন, ‘এসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বাংলাদেশের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য এবং অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাজা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সিআইসি।’

তিনি জানান, ছয়টিরও অধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে।

তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি এটি “টিপ অব দ্য আইসবার্গ”। আমাদের কাছে এখনো প্রচুর তথ্য রয়েছে যা উন্মোচনে আরও সময় প্রয়োজন।’ এই অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শেখ হাসিনার আমলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটবেজ (সিবিএস) নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের লোক বসিয়ে বহু তথ্য গায়েব করে দিয়েছে জানিয়ে আহসান হাবিব বলেন, ‘আশার বিষয় হচ্ছে মুছে দেয়া তথ্য উদ্ধারে দক্ষতা অর্জন করেছে সিআইসি।’

বিস্তারিত জানার পর প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে দুদক, সিআইসি ও পুলিশের সিআইডিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে সম্পত্তি তৈরি করতে না পারে।’ সিআইসিকে অনুসন্ধান কাজ চলমান রাখার নির্দেশনা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘যতদূর সম্ভব গভীরে যেতে হবে এবং সম্ভাব্য আরও দেশে অনুসন্ধান বিস্তৃত করতে হবে। যাতে দেশের সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।’

দেশের অর্থনৈতিক খাতের এই লুটপাটকে ভয়াবহ দেশদ্রোহিতা হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর দেশ বিনির্মাণ করতে হলে অবশ্যই এই লুটেরাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘দেশের সম্পদকে কীভাবে লুটপাট করেছে কিছু মানুষ তা জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে। সেজন্য সবগুলো সংস্থাকে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।’

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

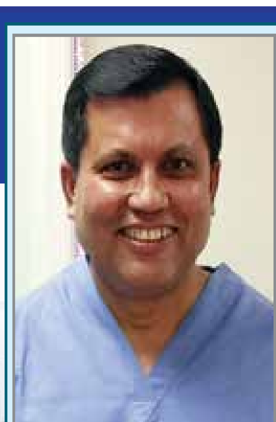

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

রোটারি ক্লাব অব হোপ নিউ ইয়র্কের দ্বিতীয় ইন্সটলেশন সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর অধীন রোটারি ক্লাব অব হোপ নিউ ইয়র্কের দ্বিতীয় ইন্সটেলেশন (নতুন নেতৃত্বের অভিষেক) উদ্‌যাপন হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) ব্রুকলিনের একটি ভবনের ট▯্যারেস এ এই প্রোগ্রাম হয়। রোটারি ডিসট্রিক্ট গভর্নর (ডিজি) গেরেট কাপাবিয়ান কো, বিশেষ অতিথি হিসেবে নিউইয়র্ক স্টেটের সিনেটর লিরত কমরি, এবং বাংলাদেশের সম্মানিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শারমিন নাহার লাকি আসন গ্রহণ করেন। রোটারি এরিয়া গভর্নর আবিদ রাগবির, বিশিষ্ট রোটারিয়ান আমির আসাদি, অন্যান্য ক্লাবের সম্মানিত রোটারিয়ান, বিশেষ করে সুজান সোয়াম ও মিজানুর রহমান পুরো সময় আমাদের উজ্জীবিত করে রাখেন। এছাড়া রোটারি ক্লাব নিউ ইয়ার্ক কুইন্সের সাবেক সভাপতি রোটারিয়ান নবরাজ কেসি ও রোটারিয়ান রায়হান জামান উপস্থিত ছিলেন। পাইওনিয়ার রোটারি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর নূর, প্রাক্তন রোটারেক্টর মীর রব খসরু সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

ইন্সটেলেশন কমিটির আহবায়ক রোটারিয়ান আতিকুর রহমান তার স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভো সূচনা করেন।এরপর কনভেনর আতিকুর রহমান অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চার্টার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান রওনক আহমেদের হাতে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেন। রওনক আহমেদের সঞ্চালনায় পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ক্লাবের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী জামিল আহমদ স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করেন। ক্লাবের নতুন সভাপতি আব্দুল্লাহ তারেক মোহাম্মদকে রোটারি শপথ বাক্য পাঠ করান ডিজি কাপাবিয়ান কো। শপথে নতুন পরিচালনা কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ডিজি তার বক্তব্যে ক্লাবের সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রশংসা করে উজ্জ্বল ভবিষ্য কামনা করেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের সিনেটর বিশ্বব্যাপী সকল রোটারিয়ানদের ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে রোটারি ক্লাব অফ হোপকে নিউ ইয়র্কের সিনেটরের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

ক্লাবের পক্ষ থেকে চার্টার প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদ এই সার্টিফিকেট নেন। এছাড়া সিনেটর কাজী জামিল আহমদ, আব্দুল্লাহ তারেক মোহাম্মদ এবং অনুষ্ঠানের কনভেনর রোটারিয়ান আতিকুর রহমানকে নিউ ইয়র্ক স্টেটের পক্ষ হতে বিশেষ সম্মান সার্টিফিকেট প্রদান করেন । এরপর কনভেনর আতিকুর রহমান ক্লাবকে সহযোগিতার জন্য স্পনসর মোরাল অর্থোপেডিক্স এর কর্ণধার মোহাম্মদ জে মোরাল, চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার আরাফাত রহমানকে ক্লাবের পক্ষ হতে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদান করেন । অনুষ্ঠানে ক্লাবের নতুন সভাপতি আব্দুল্লাহ তারেক মোহাম্মদ এবং সেক্রেটারি ফয়সাল মাহমুদের বক্তব্য ছিল ভীষণভাবে প্রাণাজ্জ্বল দৃঢ় এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রওনক আহমেদ ও বিদায়ী প্রেসিডেন্ট কাজী জামিল আহমেদের পক্ষ থেকে অন্যান্য রোটারিয়ানদের সম্মান সূচক ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া ক্লাবকে সহযোগিতা করার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। রওনক আহমেদ ক্লাবের সকল সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সদস্যরা হলেন - আব্দুল্লাহ তারিক মোহাম্মদ, ফয়সাল মাহমুদ, সোয়েব খান, সোহেল পারভেজ, কনভেনর আতিকুর রহমান, সানজানা তাসমিন, রুবাইয়া রহমান, সায়লা রশীদ, শান্তনু সাজ্জাদ, আরিফ মোহাম্মেদ, শামীমা আহমেদ, খালিদা হোসেইন, ফাতিমা আওয়াল ও মোহাম্মদ সাবুর আলম। সভাপতি আব্দুল্লাহ তারিক সবাইকে নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন। -জলি আহমেদ প্রেরিত

২৯, ৩০, ৩১ আগস্ট নিউ ইয়র্কের নায়াগ্রায় ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন, সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ২৯, ৩০, ৩১ আগস্ট-২০২৫ লেবার ডে উইক্যান্ডে নিউ ইয়র্কের নায়াগ্রার শেরাটন হোটেলের বলরুমে ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের লেবার ডে উইক্যান্ডে নায়াগ্রা ফলসে বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটক অবস্থান করবেন। সেখানেই এবার ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে ফোবানা কনভেনশন আয়োজনের মাধ্যমে। ইতোমধ্যে কনভেনশনের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। কনভেনশনের প্রধান অতিথি ড. সলিমউল্লাহ খান নিউইয়র্ক এসে পৌঁছেছেন। আমন্ত্রিত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর আসছেন আগামী সপ্তাহে। তরুণ প্রজন্মের হার্টথ্রব প্রিতম ও প্রতিক হাসান আছেন নিউইয়র্কেই। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সেলিম চৌধুরীও যোগ দেবেন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়।

এবারের ফোবানা কনভেনশনের সার্বিক বিষয়ে গত সপ্তাহে বাফেলো-নায়াগ্রা এলাকায় এক মত বিনিময় সভারও আয়োজন করা হয় ।

সেমিনারসহ অন্যসব আয়োজন এবং অতিথিও প্রায় চূড়ান্ত। ম্যাগাজিনের কাজও শেষ পর্যায়ে। আর মাত্র কয়েকটা স্টলের বুকিং বাকী আছে। নায়াগ্রা ফলসের বিভিন্ন হোটেলে এখনও রুম পাওয়া যাচ্ছে।

যারা ফোবানা কনভেনশনে যেতে ইচ্ছুক তারা এখনই নায়াগ্রা ফলসের আশ-পাশের হোটেল-মোটেলগুলোতে বুক দিয়ে রাখতে পারেন। প্রতিদিনই ফোন আসছে ফোবানা কনভেনশনে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কিভাবে হোটেলের রুম পাওয়া যায় সে তথ্য দিয়ে।

কনভনেশনের তিন দিনের টিকিট সম্পূর্ণ ফ্রি, মানে কোনো প্রবশেমূল্য নেই। এ অনুষ্ঠান সকলের জন্য উম্মুক্ত। যারা ফোবানা কনভেনশনে যাবেন তারা বিনা টিকিটে সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন। কনভেনশন কমিটির পক্ষ থেকে সকল পেশা এবং সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনীত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ফোবানা কনভেনশনে। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন। শাহ নেওয়াজ , চেয়ারম্যান, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি ও সাখাওয়াত হোসেন আজম, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি ও কনভেনর, ৩৯তম নায়াগ্রা কনভেনশন।

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি
উপলক্ষে সকল পাঠক,
পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন, ফোবানা সম্মেলন ঘিরে আটলান্টা মেতে উঠেছে উৎসবের আমেজে

পরিচয় ডেস্ক : উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় ফেডারেশন ফোবানা (ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা) ।উত্তর আমেরিকার ২৪টি শহরের ৭৪টি বাংলাদেশী সংগঠন ফোবানার সাথে যুক্ত ।এবছর ফোবানার ৩৯ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জর্জিয়ার আটলান্টায় ।সম্মেলনকে ঘিরে আটলান্টায় শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ।

আগামী লেবার ডে উইকেন্ডে ২৯, ৩০ ও ৩১ আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেটের আটলান্টা শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফোবানার ৩৯ তম এই সম্মেলন ।আটলান্টার সংগঠন "বাংলা ধারা" এবারের ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছে ।আয়োজকরা জানিয়েছেন এবারের সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ থেকে ৮ হাজার অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকবেন ।এবারের ফোবানা সম্মেলনের স্থান আটলান্টার গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার এবং সম্মেলনের অফিসিয়াল হোটেল আটলান্টার হোটেল ওয়েস্টিন।

আমন্ত্রিত শিল্পী এবং অতিথিরা ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন আটলান্টায় ।এবারের সম্মেলনে প্রায় ৮ হাজার প্রবাসী বাঙালির মিলনমেলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।সম্মেলনের অফিসিয়াল হোটেল ওয়েস্টিন সহ ডুলুথ ও গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার এলাকার আশপাশের বেশিরভাগ হোটেল ইতোমধ্যেই বুকিং শেষ হয়ে গেছে। ফলে এবারের ফোবানা সম্মেলনের আসর ঘিরে প্রবাসী বাঙালিরা মেতে উঠেছেন এক অনন্য উৎসবের আবহে।

এবারের সম্মেলনের মূল শ্লোগান "প্রবাস প্রজন্মের মনোনিবেশ, বিশ্বায়নে বাংলাদেশ ।উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বাড়ানো, মূলধারায় সম্পৃক্ততা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশীদের অবস্থান শক্তিশালী করাই এবারের সম্মেলন আয়োজনের মূল লক্ষ্য ।এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়িয়ে তোলা, নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের জীবন, শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই সম্মেলন আয়োজনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এবারের ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন লস এন্জেলেস এর মাসুদ রব চৌধুরী এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে আছেন নিউইয়র্ক এর আবীর আলমগীর। এছাড়াও আটলান্টার আয়োজক কমিটির কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল, মেম্বার সেক্রেটারি মাহবুবুর ভূইঁয়া, হোস্ট প্রেসিডেন্ট ডিউক খান, চীফ কো-অর্ডিনেটর দিলু মওলা এবং কো-কনভেনর কাজী নাহিদ সম্মেলন আয়োজনের মুন দায়িত্ব গুলি পালন করছেন।

Federation of Bangladeshi Associations in North America
Established in 1987
FOBANA®
venue:
GAS SOUTH CONVENTION CENTER
ATLANTA, GEORGIA

উত্তর আমেরিকার ২৪টি শহর থেকে সর্বমোট ৭৪টি সংগঠন এবং সংগঠন গুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন এবারের সম্মেলনে ।নানান আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য তিনদিনের ফোবানা সম্মেলনে থাকবে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের সাংগাঠনিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিষয় ভিত্তিক সেমিনার, বইমেলা, সাহিত্য আসর, কাব্য জলসা, বিভিন্ন পন্যের স্টল, ইয়ুথ ফোরাম, বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্টস, হেলথ ফেয়ার, কনস্যুলেট সেবা এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা শিল্পীদের অংশগ্রহনে সংগীতানুষ্ঠান।

সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে বেশ কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ।এরমধ্যে রয়েছে ইমিগ্রেশন, মানবাধিকার ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় ।প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও যোগাযোগে প্রযুক্তির প্রভাব ।ব্যবসা ও অর্থনীতি ।ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বাংলাদেশি-আমেরিকানদের মূলধারায় সম্পৃক্ততা ।এছাড়াও কবি নজরুলের অসুখ ও অন্তর নির্বাসন এবং রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ শীর্ষক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এবারের সম্মেলনে ।সেমিনারগুলিতে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুনী ব্যাক্তি বর্গ এবং বিশ্লেষকবৃন্দ।

তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ থাকবে বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব খালেদ মুহিউদ্দীন এর সঞ্চালনায় "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভুমিকা" শীর্ষক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ।সম্মেলনে থাকবে বইমেলা। বই মেলায় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবি লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত থাকবেন, এছাড়াও থাকবে সাহিত্য আসর এবং কাব্য জলসা। কাব্য জলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের সম্মেলনে আটলান্টা সহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় তিনশো'রও বেশী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করছে, যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক সেমিনার, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, জব ফেয়ার সহ নানান এন্টারটেইনমেন্ট ইভেন্টে ব্যাস্ত রাখবে নিজেদের ।ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট এর উপর বিশেষ ইভেন্ট সম্মেলনের অন্যতম একটি আয়োজন হিসেবে প্রাধান্য পাবে এবারের সম্মেলনে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হবে একটি হাই প্রোফাইল বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, যেখানে অংশগ্রহণ করবে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তিরা ।অংশগ্রহণ করবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা ।আমেরিকার মূলধারার সাথে বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করাই হবে এই ইভেন্টের মুল লক্ষ্য। এবারের সম্মেলনে ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের মাধ্যমে

স্কলারশিপ প্রদান করা হবে ।এছাড়াও প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও আটলান্টা সম্মেলনে আটলান্টার ১০ জন নতুন প্রজন্মের মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন স্কলারশীপ প্রদান করবে ফোবানা ।এখানে উল্লেখ্য যে গত কয়েক বছরে ফোবানা শিক্ষাখাতে সর্বমোট ৬৫ হাজার ডলার স্কলারশীপ প্রদান করেছে। সম্মেলনে সারাদিনের বিভিন্ন আয়োজনের পাশাপাশি বিকেল থেকেই মুল মন্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবার উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের ২৬টি সংগঠন পরিবেশন করবে তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ।শুক্রবার সম্মেলন উদ্ধোধনের দিন একশ জনেরও অধিক নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোর ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ।উদ্বোধনের পরপরই হবে ব্যান্ড নাইট, যেখানে বর্তমানের ব্যান্ডের গান সহ আশি ও নব্বই দশকের জনপ্রিয় গান নিয়ে দর্শক মাতাবেন উইনিং ব্যান্ডের চন্দন, ফিডব্যাক ব্যান্ডের রোমেল খান এবং বিউটি দাস প্রজেক্ট ব্যান্ড এর বিউটি দাস ।শনিবার এবং রবিবার সংগীত পরিবেশন করবে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী সামিনা চৌধুরী, রিজিয়া পারভিন, শাহনাজ বেলী, দিলশাদ কনা, প্রতিক হাসান, ক্লোজআপ তারকা কিশোর এবং বর্তমান সময়ের হার্টথ্রব জনপ্রিয় তারকা শিল্পী প্রিতম ।এছাড়াও থাকবেন এ প্রজন্মের জনপ্রিয় বাংলাদেশী আমেরিকান তারকা শিল্পী মোজা। সম্মেলনের শেষদিন রবিবার ফোবানার সাধারন সভার পর ঘোষণা করা হবে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যেমে আগামী বছরের জন্য নির্বাচিত নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ।আগামী বছর ২০২৬ সালের ৪০তম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে, যা ইতিমধ্যেই নির্ধারন করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ফোবানা স্কলারশিপে প্রজন্মের স্বপ্ন ও অনুপ্রেরণার মূলে রেহান রেজা

পরিচয় ডেস্ক :যুক্তরাষ্ট্রে অন্নি লেবার ডে-র ছুটির সপ্তাহান্তে, আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার আটলান্টা শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন। আটলান্টার সংগঠন 'বাংলা ধারা' এবারের ফোবানা কনভেনশন আয়োজনের দায়িত্ব পালন করছে। প্রতি বছরের মতো এবারও এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণীয় কর্মসূচি হচ্ছে ফোবানা স্কলারশিপ ২০২৪-২৫। যাঁর আগ্রহ ও উত্সাহে মূলত: ফোবানায় এই স্কলারশিপ কর্মসূচি চালু হয় বেশ কয়েক বছর আগে তিনি হচ্ছেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান রেহান রেজা।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণ-তরুণীদের শিক্ষাজীবনে স্বীকৃতি দিতে এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে ফোবানা প্রতি বছর এককালীন আর্থিক সহায়তা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করে থাকে। এবারের আবেদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে, শেষ তারিখ ছিল ১০ আগস্ট। এখন চলছে বাছাই প্রক্রিয়া। যোগ্যতার ক্ষেত্রে কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। আবেদনকারীকে অবশ্যই জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিংবা বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে বর্তমানে বৈধ অভিবাসন পরিচয়ধারী হতে হবে। পাশাপাশি ২০২৫ সালে উচ্চ বিদ্যালয় সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সামগ্রিক ফলাফল থাকতে হবে ৩.৫ থেকে ৪.০ গ্রেড পয়েন্ট গড়ের মধ্যে। এর বাইরে আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি সমাজে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ দিতে হবে। স্কলারশিপ প্রার্থীদের জন্য এবারের রচনার বিষয় ছিল: "বিল্ডিং ব্রিজেস: বাংলাদেশি আমেরিকান তরুণ প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের সন্ধান"। জমাকৃত এই রচনা এবং শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বিবেচনা করেই নির্ধারণ করা হবে বিজয়ীদের নাম। আগামী আগস্টের শেষ সপ্তাহে জর্জিয়ার গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার -এ অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনের বিশেষ মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণদের মধ্যে এই কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। বর্তমানে ফোবানা স্কলারশিপ কমিটির চেয়ারম্যান ও , সেই রেহান রেজা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "এই স্কলারশিপ কেবল শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি নয়, বরং নতুন প্রজন্মকে ফোবানা ও বৃহত্তর বাংলাদেশি সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার একটি সেতুবন্ধন। তরুণরা এই সুযোগ থেকে অনুপ্রাণিত হবে এবং তাদের বাংলাদেশি পরিচয়কে আরও গর্বের সঙ্গে ধারণ করবে।"

রেহান আরও বলেন, যেসব শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন, তারা প্রত্যেকেই প্রশংসার যোগ্য। ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটি, আয়োজক কমিটি এবং স্কলারশিপ কমিটির নিরলস সহযোগিতার জন্য তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এইভাবে ফোবানা শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধনকে মজবুত করছে না, বরং আগামী প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখার এক অনন্য সেতুবন্ধন তৈরি করছে।

এক ভারতীয়র জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সব বিদেশি ট্রাক চালকের

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যিক ট্রাক চালকদের জন্য সব ওয়ার্কার ভিসা প্রদান তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করছি।'
যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় বড় ট্র্যাক্টর-ট্রেলার ট্রাক চালানো বিদেশি চালকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমানভাবে মার্কিনিদের জীবনকে বিপন্ন করছে বলেও উল্লেখ করেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
প্রতিবেদন মতে, সম্প্রতি ফ্লোরিডার একটি হাইওয়েতে নিয়ম না মেনে একটি ট্রাক ইউ-টার্ন নেয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এতে নিহত হন তিনজন। ওই ঘটনার পরই ভিসা স্থগিতের পদক্ষেপ নিলো যুক্তরাষ্ট্র।
মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, ঘাতক ওই ট্রাকের চালক ছিলেন ভারতের বাসিন্দা হরজিন্দর সিং, যিনি মেক্সিকো থেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। দুর্ঘটনার পর তিনি ইংরেজি পরীক্ষায়ও ফেল করেন বলে অভিযোগ আছে। এনডিটিভি বলছে, হরজিন্দর সিং তার বাণিজ্যিক লাইসেন্স পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস শুরু করায় দুর্ঘটনাটি রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। কারণ অঙ্গরাজ্যটি ডেমোক্র্যাটিক দ্বারা পরিচালিত, যারা ট্রাম্পের অভিবাসন-বিরোধী কঠোর ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। ওই ভারতীয়কে লাইসেন্স দেয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের ব্যাপক সমালোচনা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যদিও নিউসমের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, ট্রাম্পের অধীনে ফেডারেল সরকার হরজিন্দ সিংকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে এবং ক্যালিফোর্নিয়া তাকে প্রত্যর্পণে সহযোগিতা করেছে। খবর এনডিটিভি'র।

জালিয়াতি মামলায় বিশাল জরিমানা থেকে অব্যাহতি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কের আপিল আদালত। তবে তার বিরুদ্ধে আগের দেয়া দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস জানান, রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিকে আপিল আদালতের রায়কে ভুয়া মামলার বিরুদ্ধে বড় জয় বলে বর্ণনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছেলে ডন জুনিয়র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, '২০২৪ সালের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছিল, যা ছিল একটি অপচেষ্টা।' বামঘেঁষা নিউইয়র্কের আপিল আদালতও এতে একমত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ২০২২ সালে ট্রাম্প ও তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের এবং ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, তারা বেআইনিভাবে সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে দেখিয়েছেন এবং সম্পত্তির মান জালিয়াতি করে ব্যাংকঋণ ও বীমার সুবিধা আদায় করেছেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউস পুনরুদ্ধারে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তখন বিচারক আর্থার এনগোরন ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩৫৪ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেন। সেই সঙ্গে তিন বছরের জন্য তাকে ব্যবসা পরিচালনা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। এতদিনে সেই জরিমানাই বেড়ে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার হয়েছে।

টিকটকে 'হোয়াইট হাউসের' অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট,

৫৮ পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে তার একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন অ্যাকাউন্টটি চালু করা হয়। খবর রয়টার্সের ''হোয়াইট হাউজ'' নামের ওই অ্যাকাউন্টের প্রথম ভিডিওতে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, "আমি আপনাদের কণ্ঠস্বর।" ক্যাপশনে লেখা ছিল, "আমরা ফিরে এসেছি আমেরিকা। টিকটকের কী হালচাল?" যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে টিকটক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৭ কোটিরও বেশি। ফলে এই প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্পের উপস্থিতি তার বক্তব্য ও প্রচারণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে টিকটককে কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে রিপাবলিকানরা।
গত নির্বাচনের সময় ট্রাম্পের টিকটক অ্যাকাউন্টে অনুসারীর সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়েছিল। এছাড়াও তিনি নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে সক্রিয় এবং মাঝে মাঝে এক্স (পূর্বের টুইটার)-এ পোস্ট করেন।
হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লিয়াভিট বলেন, ''প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলো জনগণের সামনে পৌঁছে দিতে সর্বোচ্চ মাধ্যম ব্যবহার করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসন জনগণের সঙ্গে এমনভাবে যোগাযোগ করবে, যা অতীতে কেউ করেনি।" তবে টিকটক নিয়ে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের উদ্বেগ নতুন নয়। তাদের আশঙ্কা, অ্যাপটির মাধ্যমে চীনা সরকার মার্কিন নাগরিকদের সংবেদনশীল তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে। বাইডেন প্রশাসন ২০২৪ সালে বাইটড্যান্সকে টিকটকের মার্কিন শাখা বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছিল, তবে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে এসে সেই সিদ্ধান্ত আর কার্যকর করেননি। বরং তিনবার সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধুর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৫ আগষ্ট নিউইয়র্কে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ বছর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরো নিউইয়র্ক শহর যেন ১৫ আগস্ট হয়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুময়। বিভিন্ন আয়োজনে শুধু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীই নন, সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধুমাত্র নিই ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকাতেই দুই দিনে অনুষ্ঠিত হয় আটটি পৃথক অনুষ্ঠান। কোনো কোনো য়োজনে বিশাল ডিজিটাল স্ক্রিনে ভেসে ওঠে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, জ্যামাইকা ও অ্যাস্টোরিয়া এলাকাতেও শোক দিবসের অনুষ্ঠান পালিত হয়। এদিন নিউইয়র্কজুড়ে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের স্যালুট, আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, দোয়া মাহফিল, আপ্যায়ন, গাছের চারা ও জায়নামাজ বিতরণ। প্রতিটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, আওয়ামী পরিবার, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ, গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইনকসহ বিভিন্ন সংগঠন। গত ২০ বছর যাবত জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী নামের সংগঠনটি পরম শ্রদ্ধায় উদযাপন করে আসছে। এবারও শাকিল মিয়া, মীর নিজামূল হক, মো: আলম নমি, মামুন মিয়াজী ও সোহেল গাজীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্তাবধানে ১৫ আগষ্ট শুক্রবার দুপুর থেকে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ ষ্ট্রীটে নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সমানে দোয়া মাহফিল, চারা গাছসাথ ও জায়নামাজ বিতরণ ও সহস্রাধিক মানুষকে আপ্যায়নের কর্মসূচি পালন করে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী।

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাথে স্বেচ্ছায় রক্দান কর্মষুচী পালন করে শাহ ফাউন্ডেশন ।
এবার নিউ ইয়র্কে বঙ্গবন্ধু স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে কোনদিন বালার মাটি থেকে নিঃশেষ করা যাবে না। শেখ মুজিব সেই বিস্ময় যাকে মানচিত্র থেকে উৎখাত করতে চাইলে তিনি বিশ্ব মানচিত্রের বন্ধু হয়ে উঠেন। বক্তারা আরও বলেন, এবার ১৫ আগস্টে সারা বিশ্বে বাস্তবে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বাঙালির হৃদয়ে জাতির

জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অম্লান, অক্ষয় এবং চিরঞ্জীব। তিনি ছিলেন এবং আছেন। প্রসঙ্গত, বিগত সরকারের আমলে এই দিনটিতে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হতো। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দিবসটিতে সরকারি ছুটি বাতিল করে। ফলে গত ১৫ বছর পর এবার জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনসুলেটে '১৫ আগস্ট' উদযাপন করা হলো না।

নিউইয়র্কে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র' উৎসবমুখর বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৭ আগস্ট রোববার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নিউ ইয়র্কেমৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এস্টোরিয়ার রেইনি পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসী, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার সর্বস্তরের মানুষের আগমনে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। নান্দনিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা রেইনি পার্কের অনুষ্ঠানে বৃহত্তর সিলেট সহ বিভিন্ন জেলার মানুষের পাশাপাশি লন্ডন, কানাডা, মিশিগান, নিউজার্সি, ফিলাডেলফিয়া সহ বিভিন্ন দেশ ও শহর থেকে অনেক অতিথির অংশগ্রহনে মেলায় প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন সংগঠন ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। মেলার বিশেষ আয়োজন ছিলো বিভিন্ন বয়সী ছেলে মেয়েদের উপস্থিতিতে নানান ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগীতা। এছাড়াও পুরুষদের দৌড় ও মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী বালিশ খেলা সহ বিভিন্ন ধরনের আয়োজন উপভোগের মধ্যে সকাল হতে বিকেল পর্যন্ত সবাই পারিবারিক আমেজে সময় অতিবাহিত করেন। প্রতিযোগীতা শেষে শিশুদেরকে খেলনা ও মহিলাদেকে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বনভোজনের শুরু থেকে তরমুজ সহ বিভিন্ন ধরনের পানীয়, তরুণ ছেলেমেয়েদের জন্য পিজ্জা, শিশুদের জন্য স্ন্যাকস এর পাশাপাশি নানা স্বাদের খাবার দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ছিলো বিশেষ সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠান। বনভোজন ও মিলনমেলার মূল আকর্ষন র‍্যাফেল ড্র এর মাধ্যমে নগদ বিজয়ীদেরকে এক হাজার ডলার, আইফোন, মাইক্রোওভেন ছাড়াও সহ বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সুন্দর আয়োজনে অনুষ্ঠিত বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা হাসনা বেগম। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, সহ সভাপতি (প্রথম) মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন।

বনভোজনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, সমাজসেবা সম্পাদক জামাল আনসারী, টাইম টিভির সিইও ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, ডাইরেক্টর সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কমিউনিটি এক্টিভিজ ও মূলধারার রাজনীতিক মেরি জোবাইদা, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, নাইকোর চেয়ারম্যান রফিকুল বারী চৌধুরী রানা, প্রবীণ রাজনীতিক লুৎফর রহমান হেলাল, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আবুল কালাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুন নাহার খান মিতা, বাপার প্রতিষ্ঠাতা শামসুল হক ও সদস্য সৈয়দ এনায়েত, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সাবেক সাধারণ জুনেদ খান ও আহমেদ জিলু, সাংগঠনিক সম্পাদক জিল্লু খান, ওয়াসী চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপদেষ্টা কিনু চৌধুরী, কংগ্রেস ম্যান জামাল বৈউমেন, ডাক্তার জুন্নুন চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য এনাম আহমেদ, শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ রুবেল, মোহাম্মদ হোসেন. আবুল কালাম, নুরুল হক, কমিউনিটি এক্টিভিজ মোহাম্মদ জিন্নাহ, এম এ বাকী, লুটেনেন বিলাল উদ্দিন, পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আম্বিয়া মিয়া, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি শাহ আলা উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ. রাজনগর সমিতির সভাপতি হেলাল খান, নুরে আলম জিকু, দুলাল তরফদার, সৈয়দ জুয়েল, নাহিদ আহমেদ, মবু খান, হেলাল তরফদার, জুয়েল খান, শাহ জাবের, শিপু আহমেদ, নাহিদ আহমে, লায়েককুল হাছান তরদার, জাহাঙ্গীর আলম, পারভেজ আহমেদ প্রমুখ।

এছাড়া বনভোজনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সহ সার্বিক আয়োজনে অন্যান্যর মধ্যে সহযোগিতা করেন, কোষাধক্ষ্যঃ জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদকঃ শাহীন আহমেদ, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক নিখিল দেবনাথ, প্রচার সম্পাদকঃ রবিন আহমদ, সমাজ কল্যান ও ক্রীড়া সম্পাদকঃ জাবেদ আহমদ, শিক্ষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ সত্যম দেব ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকাঃ সুমেনা আহমদ সুমি। কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্যে :-শাহীন হাসনাত, আলতাফ হোসেন, সৈয়দ পাভেল উদ্দিন, চমন উদ্দিন, জাকারিয়া সাহা, রিটন সরকার, মোঃ ফরহাদ চৌধুরী, মোঃ মহসিন মিয়া, হাছান আল ফাহাদ ও আরিফ আহমেদ। উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে :-আলহাজ্ব ফকরুল ইসলাম, সৈয়দ ছিদ্দিকুল হাছান, আব্দুল মছব্বির, সালেহ আহমদ চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, মিয়া মোঃ আলতাফ হোসেন, মিছবা মজিদ, দেওয়ান মোস্তাক রাজা, এজাজ আহমেদ, আব্দুল গফুর, মদব্বির আহমদ, দারাদ আহমদ, মোঃ আব্দুল হাকিম সুলেমান ও মোঃ শাহ জাহান খাঁন প্রমুখ।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন শামিম কুরুবি,আব্দুল হান্নান, শিদ্বার্থ দাশ চৌধুরী,আব্দুর রহিম তাহুদ, তপবীর রায় বুরণ, সুমন দে,ফাল্গুনী দাশ,,মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এম এ বাকী,আল আমিন জিলা,আজিজুর রহমান,মাসুক আহমদ,লাভলু আহমদ,মাহবুব আহমদ, রমযান আলী,মখন মিয়া,আব্দুল হাকিম,অজিত দেবনাথ লিটন,লাল মিয়া, নারায়ণ দে,নুরুল ইসলাম সৈয়দ ছাদিক,সৈয়দ ফাহমী, সৈয়দ ফাহীম আহমদ,হেলাল খান,হেলাল তরফদার,কামাল আহমেদ,মুহিব আহমদ,শাহান খান তারেক আহমদ, ইমরান হোসেন, ইকবাল হোসেন, শাহ রায়হান,বশির খান,মোহন ইসলাম, ,হাছান আহমেদ সুমন আহমদ সৈয়দ জিলাদ, সোহেল আহমদ, মুহিত আহমদ, সফি আহমদ সৈয়দ রাহাত,হাজী মুহিবুর রহমান,জালাল চৌধরী,তুহিন আহমদ,ইমরান তরফদার,মিরাসদার অসরাফ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন : কমিশনের সঙ্গে তিন পরিষদের যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৭ আগস্ট রিবার অপরাহ্নে ওজোন পার্কস্থ বিয়ানীবাজার সমিতির অফিসে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্ সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠন বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে উপদেষ্টা কার্যকরি কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ ৩ পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি। বৈঠকে কমিশনের ৫ সদস্যের মধ্যেই সবাই উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টাদের মধ্যেই উপদেষ্টা মোহাম্মদ হারুন মিয়া আমেরিকার বাইরে থাকায় উপস্থিত ছিলেন না। বাকি চারজন উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের বৈঠকে আগামী নির্বাচনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করার ওপর আলোকপাত করা হয়। সেই সঙ্গে নির্বাচনী প্যাকেজ সংগ্রহে প্রতিটি প্যাকেজ ১০০ ডলার করে ফি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সঙ্গে মনোনয়নপত্র দাখিলে সভাপতি ১ হাজার ৮০০ ডলার, সহ-সভাপতি ১ হাজার ৪০০ ডলার, সাধারণ সম্পাদক ১ হাজার ৪০০ ডলার সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ হাজার ২০০ ডলার, কোষাধ্যক্ষ ১ হাজার ডলার, সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক থেকে সাহিত্য সম্পাদক, দফতর সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সমাজকল্যাণ, সম্পাদক মহিলাবিষয়ক সম্পাদক-এ ৭টি পদে প্রতিটিতে ৬০০ ডলার, কার্যকরি কমিটির ৭টির প্রতিটিতে ৩০০ ডলার মনোয়নপত্র ফি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সদস্য নিবন্ধনে যে কোনো ধরনের ভুল সংশোধনের জন্য ২১ আগস্ট শেষ সময় জানিয়ে দেওয়া হয়। এ তারিখের পর বর্তমান কমিটি চূড়ান্ত ভোটার নিবন্ধের তালিকা প্রণয়ন করে কমিশনের কাছে হস্তান্তর করবে। নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার নিবন্ধন পাওয়ার পর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবেন।

উল্লেখ, এবারের নির্বাচনে বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির নিবন্ধিত সদস্য ৮ হাজার ৫৩৩ জন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করে। কমিশনের সদস্যরা হলেন-প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি।

কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- শামীম আহমদ, আমিনুল হোসেন, বজলুর রহমান, আব্দুল জলিল চৌধুরী।

শোক সংবাদ: নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল এর মাতৃবিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কস্থ নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সভাপতি জনাব মোঃ উজ্জ্বল বিপুল এর মমতাময়ী মা বার্ধক্য জনিত কারণে গত সপ্তাহে মঙ্গলবার ১৯ আগষ্ট বাংলাদেশে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন)। শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন আবেদন করেছেন নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সকল কর্কতা ও সদস্যবৃন্দ ।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এনওয়াইবিএ লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের অভিষেক সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন কার্যকরী কমিটি (২০২৫-২৬) কর্মকর্তাদের অভিষেক এবং ১২তম চার্টার অ্যানিভার্সারি উদযাপিত হল ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার। লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেল বাউন্ডারি এভিনিউস্থ 'দ্যা রয়েল পাম' বেঙ্কুয়েট'র বিশাল হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর সদ্য সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর টেরি পালাদিনি, ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ,ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন এডভোকেট নাসির উদ্দিন,সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিজিয়ন ডিরেক্টর লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিবসহ ডিস্টিক্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ১২তম চার্টার অ্যানিভার্সারি উদযাপনে বিশাল কেক কাটা হয়। লায়ন্স ক্লাবের এই মিলন মেলায় চার শতাধিক লায়ন্স ও সম্মানিত অতিথি রা অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান। দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেছেন নতুন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল।

কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছেন আইহিল মাহমুদ রিশান। ইনভোকেশন পাঠ করেছেন লায়ন আহসান হাবিব। ইংরেজিতে প্লেজ অব এলিজেন্টস পাঠ করেছেন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ। বাংলায় প্লেজ অব এলিজেন্টস পাঠ করেছেন লায়ন তমাল হোসেন। লায়ন টোস্ট পরিচালনা করেছেন লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ। এরপর আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

প্রখ্যাত ডোলক বাদক শফিক মিয়ার ডোলের বাজনার মাঝে নতুন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল এবং নতুন ক্লাব সেক্রেটারী লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার'র নেতৃত্বে কমিটির কর্মকর্তাদের মঞ্চে ডেকে এনে সকলের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এ পর্বটি পরিচালনা করেছেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান।এসময় উপস্থিত ক্লাব সদস্য এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্বরা করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান।

নিউইয়র্কের এসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার কয়েকজন ক্লাব নেতৃবৃন্দের হাতে প্রোক্লেমেশন ও সাইটেশন তুলে দিয়ে সম্মাননা জানিয়েছেন। ক্লাবের নেতুবৃন্দকে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন সদ্য সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন টেরি পালাদিনি।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেবামূলক লায়ন্স আন্দোলনে এবছর ক্লাবের ৪৬ জন নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্ত হয়েছেন। নতুন সদস্যদেরকে শপথ পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করিয়েছেন ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিজিয়ন ডিরেক্টর লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ। এসময় তাদের মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান ও ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২-এর সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইভেন্ট কনভেনর লায়ন নুরুল আজিম,মেম্বার সেক্রেটারী লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু, ক্লাব সেক্রেটারী লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান প্রমূখ।

লায়ন শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার উপস্থাপনায় সম্পন্ন অনুষ্ঠানে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী উপভোগ্য নৃত্য পরিবেশন করেছেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন রিতু পর্ণা ব্যানর্জি।

অনুষ্ঠানে এ বছরের ইলেকশন কমিশনার লায়ন রেজা রশিদ, লায়ন আমেনা নেওয়াজ, লায়ন আব্দুর রহিম হাওলাদারসহ কয়েকজন সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সক্রিয় লায়ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন ও সহযোগিতার জন্য বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র পরিচালনার পর প্রায় মধ্যরাতে ক্লাব সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেলের সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকলের জন্য ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস,এ্যাপিটাইজারসহ বিশেষ খাবারে সাজানো ছিল ডিনারের মেন্যু। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ।

সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

নিউইয়র্ক সিটিতে ‘ট্রু ইকুইটি নাউ’র ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটি নিয়ে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখার প্রত্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘ট্রু ইকুইটি নাউ’ (টিইএন) নামের একটি সামাজিক কল্যাণমূলক অলাভজনক সংস্থা। মূলত: বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক শিক্ষা, ভোটার অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো-ই এই সংস্থার কাজ। নিউইয়র্ক সিটিতে ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরুর মধ্যদিয়ে সংস্থাটি আত্নপ্রকাশ করলো। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিউস্থ দারুল উলুম মসজিদের বাইরে পার্কিং লপের সামনে গত ১৫ আগষ্ট শুক্রবার বাদ জুমা আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটি ২০২৫ সালের ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু করে। যাতে সহজে ও বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশে বেশি মানুষের কাছে ভোটার নিবন্ধনের গুরুত্ব পৌঁছানো যায়- এজন্যই জুমার নামাজ শেষে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বলে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম এই প্রতিনিধিকে জানান। মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেন, টিইএন নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার, উপাসনালয় ও জনসমাগম স্থানে ভোটার নিবন্ধন অভিযান চালিয়ে যাবে, যতদিন না এই বছরের ভোটার নিবন্ধন সময়সীমা শেষ হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য হলো প্রতিটি যোগ্য নাগরিককে- বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত- ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য, সুযোগ ও উপকরণ তাদের হাতে দেয়া এবং দৌড়গোড়ায় পৌছানো, যাতে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন।

কমিউনিটি নেতাদের অংশগ্রহণে উদ্বোধনী কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট জে মোল্লা সানি, আনিসুল কবির জাসির, মাহতাব খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচীটি চলাকালে টিইএন কর্মকর্তারা আগ্রহীদের মাঝে ভোটার নিবন্ধনের ফর্ম ও তথ্যপত্র বিতরণ করার পাশাপাশি ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, ট্রু ইকুইটি নাউ (টিইএন) একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক কল্যাণমূলক অলাভজনক সংস্থা, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে কাজ করে। তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ, শিক্ষা ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে টিইএন মানুষকে সচেতন, সম্পৃক্ত ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে ভোটার নিবন্ধন, নাগরিক শিক্ষা, কমিউনিটি সংগঠন, নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং ন্যায় ও সমতার জন্য একতা গড়ে তোলা। ভোটার নিবন্ধনের বাইরে আরও সেবা: যদিও ভোটার নিবন্ধন টিইএন-এর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সংস্থার লক্ষ্য শুধু নাম তালিকাভুক্ত করা নয়- বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অভিবাসী, বর্ণবৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠী, কর্মজীবী পরিবার এবং অন্যান্য বঞ্চিত সম্প্রদায়কে নাগরিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা।

টিইএন-এর কাজের মধ্যে রয়েছে:

১. নাগরিক শিক্ষা বৃদ্ধি: ওয়ার্কশপ, সভা ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সরকার কীভাবে কাজ করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার গুরুত্ব বোঝানো।

২. ভোটার সচেতনতা বাড়ানো: ভোটারদের শেখানো কিভাবে প্রার্থী ও ভোটের প্রস্তাব সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করতে হয়, তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে জানা এবং ভোটকেন্দ্র বা ডাকযোগে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া বোঝা।

৩. নীতি পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলা: ভাষাগত সহায়তা, ভোটার অ্যাক্সেস এবং ন্যায্য নির্বাচনী এলাকা বণ্টনের মতো বাধা দূর করার জন্য নীতিগত সংস্কারের দাবি তোলা (অরাজনৈতিকভাবে)।

৪. কমিউনিটি নেতৃত্ব তৈরি: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নতুন নেতাদের উৎসাহিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা নির্বাচনে দাঁড়ায়, নাগরিক বোর্ডে অংশ নেয় বা অন্য নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। ৫. একতা গড়ে তোলা: স্থানীয় সংগঠন, ধর্মীয় নেতা ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও শ্রমিক অধিকারসহ নানা বিষয়ে কমিউনিটির কণ্ঠ জোরদার করা।

৬. সারা বছর ভোটার সক্রিয় রাখা: শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নয়, স্থানীয় ও বিশেষ নির্বাচনে অংশ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা, যেগুলো সরাসরি দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক উৎসাহী নাগরিক উপস্থিত ছিলেন- যাদের মধ্যে অনেকে এখনো ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হননি। এসময় স্বেচ্ছাসেবক ও নেতারা তাদেরকে সরাসরি সহায়তা দেন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং ভোটার স্ট্যাটাস কীভাবে যাচাই করতে হয় তা বুঝিয়েছেন।

নাগরিকদের ভোট কীভাবে স্থানীয় স্কুল, জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাব ফেলে- সে সম্পর্কেও মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল শুধু ভোটার তালিকায় নাম তোলা নয়, বরং কেন ভোট দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানো। টিইএন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেন, প্রতিনিধিত্ব শুরু হয় নিবন্ধন থেকে। প্রতিটি ভোট একটি কণ্ঠস্বর। আমরা এখানে এসেছি যেন আমাদের সম্প্রদায়- যারা দীর্ঘদিন অবহেলিতড় তাদের ভোটের মাধ্যমে কথা বলতে পারে।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, এটা শুধু একটি প্রচারণা নয়; এটি একটি আন্দোলন। নাগরিক অংশগ্রহণ সুস্থ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি, আর যত বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক আমাদের ভোটাররা হবে, তত বেশি শক্তিশালী হবে আমাদের সমাজ। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কাউকে এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

টিইএন’র আগামী পরিকল্পনা: ট্রু ইকুইটি নাউ (টিইএন) শিগগিরই নতুন ভোটার নিবন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করবে, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে আগে ভোটার নিবন্ধন ও ভোটদানের হার কম ছিল। এর মধ্যে থাকবে যুবসংগঠন, অভিবাসী সহায়তা সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব, যাতে ভাষা, সংস্কৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। নিবন্ধন অভিযানের সঙ্গেই ছোট তথ্যসেশনও থাকবে- যেমন আগে ভোট দেওয়ার নিয়ম, ডাকযোগে ভোটের আবেদন কীভাবে করতে হয় এবং ভোটের বাইরে কীভাবে নিজের কমিউনিটির পক্ষে আওয়াজ তুলতে হয়। খবর ইউএনএ’র।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যেকার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারকল্পে

২১-২২ নভেম্বর নিউইয়র্কে ৪র্থ ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ও গ্লোবাল এসএমই ফেয়ার ২০২৫

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক আরও গভীর করে প্রবাসী বাংলাদেশি উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকদের জন্যে একটি বৈশ্বিক ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম তৈরির সংকল্পে নিউইয়র্কে আগামি ২১ ও ২২ নভেম্বর দুদিনের ‘চতুর্থ ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ও গ্লোবাল এসএমই ফেয়ার-২০২৫’ অনুষ্ঠিত হবে।

গত ২০ অগাস্ট নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ইউএসবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোঃ লিটন আহমেদ জানান, গতবছরের তৃতীয় এক্সপোর চেয়ে আরো বেশী ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারিসহ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের নীতি-নির্দ্ধারকগণ অংশ নেবেন বলে আশা করছি।

লিটন আহমেদ উল্লেখ করেন, লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্টের সামনে ‘হিডাবলট্রী হিল্টন লাগোয়ার্ডিয়া হোটেল’র বলরুমে এই এক্সপোতে থাকবে বিভিন্ন খাতের এসএমই ব্যবসা ও পণ্যের প্রদর্শনী, ক্রেতা-বিক্রেতাদের সরাসরি ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও অংশিদারিত্বের সুযোগ, ট্রেড, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, রেমিট্যান্স, নারী উদ্যোক্তা ও ডায়াসপোরা এঙ্গেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা ছাড়াও উদোক্তা ও ব্যবসায়িকভাবে সফল প্রবাসীদেরকে ‘গ্লোবাল বিজনেস এক্সিলেন্স এওয়ার্ড’ প্রদান করা হবে।

লিটন আহমেদ আরো জানান, ইউএসবিসিসিআই (ইউনাইডে স্টেটস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি)’র এই বিজনেস এক্সপোর সহযোগী হিসেবে রয়েছে এসএমই ফাইন্ডেশন এবং এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো।

ইউএসবিসিসিআই পরিচালক শেখ ফরহাদ বলেন, এই এক্সপোর মাধ্যমে আমরা শুধু প্রদর্শনী নয়, বরং বি২বি মিটিং, ব্যবসায়িক সেমিনার, নেটওয়ার্কিং এবং গ্লোবাল বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে চাই।

ইউএসবিসিসিআই পরিচালক আহাদ আলী সিপিএ বলেন, মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ পাবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সর্বাধিক উপকৃত হবেন।

ইউএসবিসিসিআই পরিচালক ইসমাইল আহমেদ যোগ করেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য এমন একটি সেতুবন্ধন তৈরি করা, যেখানে তারা যুক্তরাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক বাজারে টেকসই ব্যবসা গড়ে তুলতে পারবেন।

অপর ইউএসবিসিসিআই পরিচালক মোঃ বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, আমরা আশা করি এই মেলা বাংলাদেশের এসএমই খাতকে বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।

সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ও পরিচালকরা এক্সপোর সর্বশেষ প্রস্তুতি আলোকে বক্তব্য প্রদানের সময় কম্যুনিটি বিনির্মাণে বাংলা ভাষার গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সামনের দিনগুলোতেও ইউএসবিসিসিআইয়ের কার্যক্রমে আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হলেন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী শরিফুল খান

৫৮ পৃষ্ঠার পর

জন্য মনোনীত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা শরিফুল খান। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের ওয়েবসাইট থেকে শরিফুল খানের পদোন্নতির তথ্য পাওয়া গেছে।

গত ১৩ জুন ওই ওয়েবসাইটে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল পদে এবং ৫৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

এছাড়া, গেল ২০ আগস্ট নতুন পদে শরিফুল এম. খানের অভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. ওসমান সিদ্দিক।

মার্কিন বিমানবাহিনীর ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল এম. খান ‘গোল্ডেন ডোম ফর আমেরিকার’ স্টাফ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শরীফুল খান ১৯৯৭ সালে ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে স্নাতক হওয়ার পর একজন কমিশনড অফিসার হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। স্পেস অপারেশনস, স্পেস সিস্টেমস, স্যাটেলাইট অপারেটর এবং উৎক্ষেপণে তাঁর দীর্ঘ এবং সফল সামরিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। সামরিক জীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে স্কোয়াড্রন এবং উইং পর্যায়ে কমান্ডিং পদের দায়িত্ব।

তাঁর এই পদোন্নতি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যেরই প্রতিফলন নয়, বরং এটি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের জন্য একটি গর্বের বিষয়। এটি প্রমাণ করে যে কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং পেশাদারিত্বের মাধ্যমে যেকোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সফল হতে পারেন, এমনকি মার্কিন সামরিক বাহিনীর মতো একটি কঠোর এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশেও।

স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ : মেরী জোবাইদার সমর্থনে এস্টোরিয়ায় নির্বাচনী সভা

‘নির্বাচন করছি কমিউনিটির কল্যাণের জন্য’

পরিচয় ডেস্ক : এস্টোরিয়াবাসীর উদ্যোগে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী পদে ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদার পক্ষে ২০ আগষ্ট বুধবার রাতে এস্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্টে নির্বাচনী পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি এমাদ আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভাটি সঞ্চালনায় ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন। সভায় এস্টোরিয়াবাসী ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, মেরী জোবাইদা ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদে শুধু তার জন্য নির্বাচন করছেন না, বরং তিনি নির্বাচন করছেন কমিউনিটির সকল মানুষের জন্য। কমিউনিটির সবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন সহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছেন। তাকে নির্বাচিত করার মাধ্যমে কমিউনিটির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বক্তারা উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মূলধারার রাজনীতিক ও নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদা বলেন, আমি নির্বাচনে এসেছি নিজের জন্য নায়, নির্বাচনে এসেছি কমিউনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করতে। যারা এফোর্ট করতে অক্ষম, কমিউনিটির সেইসব মানুষের জন্য হাউজিং অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি, কোয়ালিটি এডুকেশন সহ সবার জন্য হেলথ ইন্সুরেন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলবেনী সহ সবখানে আমার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কুইন্স ব্রিজের কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট লিডার সুগা রে, লিডার স্টেফেনি চান্সে, ক্যামপেইন কমিউনিকেশন জেইমস করজো, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হাজী আব্দুর রহমান বক্তব্য রাখেন। বক্তারা আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সবাত্মক ভুমিকা রাখার প্রতিশ্রুতু দিয়ে বলেন, এলাকার সমস্যার কথা আলবেনীতে তুলে ধরতে মেরী জোবাইদার কোন বিকল্প নেই, তাঁর বিজয়ে সাধ্যমত সবকিছু করতে হবে আমাদের। যারা এখনো ভোটার তালিকাভুক্ত হননি, তাঁদের অনতিবিলম্বে ভোটার তালিকাভুক্ত করতে হবে। নির্বাচনে প্রচার ব্যয়বহুল উল্লেখ করে বক্তারা আরো বলেন, নির্বাচনী তহবিলে যদি আমরা ৫, ১০, কিংবা ২০ ডলার দিয়েও যদি সহায়তা করি তাহলে নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থ সঙ্কট কাটিয় ওঠা সহজ হবে।

অনুষ্ঠানে পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ’র সাধারণ সম্পাদক মইনুর রহমান সুয়েব, সাবেক সভাপতি শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, মোহাম্মদ নুরুল হক, বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ ইউএসএ’র সভাপতি মাসুদুল হক সানু, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ’র সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবুল হোসেন, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট তুষার ভূঁইয়া, লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, শাহীন আজমল, সৈয়দ জিলাদ, এনাম উদ্দীন, মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিজানুর রহমান, আব্দুল মতিন, তালুকদার হাসনাত, রফিক উল্লাহ, আব্দুল মোতালেব, আল আমিন জিলা, তাহেরা মিলু, আম্বিয়া অন্তরা, সাহালা তাহের, সাবিনা উর্বি, শারমীন আহমেদ, তাসলীম রহমান, ইমরানা চৌধুরী, সহ সর্বস্তরের এস্টোরিয়াবাসী উপস্থিত ছিলেন। - *প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে*

নিউইয়র্কে সিলেট এম.সি. ও গভর্নমেন্ট কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের স্থায়ী বৃত্তি কর্মসূচি ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক : সিলেট এম.সি. এন্ড গভর্নমেন্ট কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক. ২০২৬ সাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে একটি স্থায়ী স্কলারশিপ কর্মসূচি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী বছর থেকে এম.সি. কলেজ ও সিলেট সরকারি কলেজের মোট ৪০ জন শিক্ষার্থী প্রতিবছর এই বৃত্তি পাবেন।

গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের শানাই পার্টি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। জানানো হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বছরে ৭ হাজার টাকা করে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে। এর মধ্যে এম.সি. কলেজের ২৫ জন শিক্ষার্থী (১৫ জন বিভাগভিত্তিক, ৪ জন ইন্টারমিডিয়েট ও ৬ জন পাস কোর্স) এবং সিলেট সরকারি কলেজের ১৫ জন শিক্ষার্থী (৫ জন বিভাগভিত্তিক ও ১০ জন ইন্টারমিডিয়েট ও পাস কোর্স) অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

বৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া চলবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হবে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে এবং কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন শেষে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে যোগ্য শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ তুলে দেওয়া হবে। আবেদন শুধুমাত্র অনলাইনে গ্রহণ করা হবে।

স্কলারশিপ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান বেলাল উদ্দিন লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের সংগঠন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে আসছে। জাতীয় দিবস উদযাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ইফতার মাহফিলের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারিতে শ্রমিক ও বন্যাদুর্গতদের সহায়তা, কলেজ ক্যাম্পাসে সবুজায়ন প্রকল্প ও ম্যাগাজিন প্রকাশ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। আমরা বিশ্বাস করি, এই বৃত্তি কর্মসূচি মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল করিম রেজু সংবাদ সম্মেলনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, প্রবাসীরা সবসময় সিলেটের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।

সভাপতি শফিকউদ্দিন চৌধুরী বলেন, গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বিশ্বাস করি, গরিব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে আমাদের এই বৃত্তি কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আগামী বছর থেকে এটি বাস্তবায়িত হবে এবং প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে চালু থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি সাখাওয়াত আলী, কবির চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাহিত্য সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, মনসুর চৌধুরী, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন প্রমুখ।

আবেদন আপলোড শুধুমাত্র সংগঠনের উয়েব সাইড থেকে করতে হবে। সেজন্য ছজ কোড অথবা লিংক ব্যবহার করে করবেন: লিংক- https://mccollegealumni.us/scholarshipform/

৪ নভেম্বর নির্বাচন : সবার সহযোগিতা ও ভোট কামনা

নিউইয়র্ক সিটির সুপ্রীম কোর্ট জাস্টিস পদে বাংলাদেশী আমেরিকান সোমা সাঈদ প্রার্থী

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটি তথা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান সোমা সাঈদ কুইন্স কাউন্টির সিভিল কোর্টের জাজ নির্বাচিত হওয়ার পর এবার সিটির সুপ্রীম কোর্ট জাস্টিস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ৪ নভেম্বর সিটির মেয়র নির্বাচনের পাশাপাশি জাস্টিস পদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৮

আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে জাজ সোমা সাঈদের পক্ষ থেকে মিট দ্যা প্রেস এন্ড কমিউনিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি অব এনওয়াইসি'র ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং জাজ সোমা সাঈদকে পরিচয় করিয়ে দেন ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ ও আমেরিকান ইন্টারন্যশনাল বার এসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর এটর্নী মঈন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জাজ সোমা সাঈদ ছাড়াও ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সুপ্রীমকোর্ট ও কাউন্টি কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একাধিক প্রার্থীদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টর ভারপ্রাপ্ত বিচারক ফ্রান্সিস ওয়াই উয়াং ও জাজ গ্যারী মিরিট, সিভিল কোর্টের জাজ পদপ্রার্থী ইভ চো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সোমা সাঈদের সমর্থনে ষ্টেট সিনেটর জন সি লু, ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ রামা ও গুরদীপ সিং নারুলা এবং কমিউনিটি ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব সদস্য রিচার্ড রুলেনস বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইমাম শামসে আলী, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন আসিফ বারী টুটুল, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, এনওয়াইপিডি'র অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শামসুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিজান চৌধুরী, নাহিম আহমেদ, আহসান হাবীব, আনিসুল কবীর জাসির, জ্যাকব মিলন্টন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, নীরা রব্বানী, সোহেল আহমেদ প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সৈয়দ আল আমীন রাসেল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সোমা সাঈদকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা এবং ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। অপরদিকে জাজ সোমা সাঈদ তার বক্তব্যে ইমিগ্র্যান্ট কমিটির অধিকার এবং কুইন্স কাউন্টির সিভিল কোর্টের জাজ হিসেবে দায়িত্বকালীন সময়ে তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে অবশ্যই বিজয় সম্ভব। তিনি আরো বলেন, তার ডেমোক্র্যাট দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। এছাড়াও তার বাবা মরহুম আফতাব সৈয়দের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে আমার বাবা সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিলেন, প্রবাস জীবনে তিনি সাংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। একজন সাংবাদিকের কন্যা হিসেবে তিনি তার নির্বাচনে মিডিয়ার সার্বিক সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করেন। পরে জাজ সোমা সাঈদ উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে নিউইয়র্ক সুপ্রীম কোটের ৫টি বিচারক পদে ডেমোক্র্যাট পার্টির পক্ষ থেকে যে ৫ জন জাজকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে জাজ সোমা সাঈদ একজন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে কমলগঞ্জ সোসাইটির জমজমাট বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৭ আগস্ট রবিবার ব্রঙ্কসের ফেরী পয়েন্ট পার্কে নিউইয়র্কে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলার ঐতিহ্যবাহী কমলগঞ্জ উপজেলাবাসীদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বনভোজনটি কমলগঞ্জবাসীর মিলন মেলায় পরিণত হয়। নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রবাসীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বনভোজনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় দুপুরে সংগঠনের সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ আবজালের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মতি লাল দেব রায়ের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এবারেরর বনভোজনের গ্র্যান্ড স্পন্সর তোফায়েল আহমদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন।

কমলগঞ্জবাসীর আন্তিরক সহযোগিতায় এনিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত এই বনভোজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সকালে শিশু, কিশোর ও নবীন প্রবীণদের জন্য নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ আবজালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মতি লাল দেব রায়ের সঞ্চালনায় আগত অতিথিদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্ভোধন করেন পিকনিকের গ্রান্ড স্পন্সর তোফায়েল আহমদ চৌধুরী। এ সময় বক্তব্য রাখেন কমলগঞ্জ সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ আব্দুল বাছিত ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ রহমান ফরিদ।উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান,নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম,সাবেক সভাপতি ড. ওয়াজেদ এ খান,প্রবীন সাংবাদিক নাজমুল আহসান,মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট

এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলুর রহমান প্রমূখ। কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক কমিটির মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ, আব্দুস শহীদ,জিতেন্দ্র ভৌমিক,শ্যামল পাল,মঈন উদ্দীন,অনিতা সিনহা,রিপন দেব,সুরনি্জত পাল,রাব্বি হোসেন,সাঈদ আলমগীর,মোহাম্মদ ইউনুস,সিক্তা চক্রবর্তী,সত্যজিত সিনহা,বাহার ভূইয়া,মোহাম্মদ রফিকুর,পিকনিক সাব কমিটি তুহিন খান,সৈয়দ আলমগীর,রিটন সরকার,মহসিন আহমদ,রাহাত মাহিম,মিজান চৌধুরী,সৈয়দ মহিবুল হাসান,বেলাল আহমদ,তানভির চৌধুরী,মুমিন রশিদ। বনভোজনে সকল বয়সের জন্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং মূল আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। দুপুরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। শেষপর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী ও র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

তৃতীয় পুত্র সন্তানের মা হলেন নিউইয়র্কে নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের স্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক : সম্প্রতি নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দিদারুল ইসলামের স্ত্রী জামিলা ইসলাম গত ১৭ আগস্ট (রোববার) নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মা ও নবজাতক সুস্থ রয়েছে বলে জানা গেছে। পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছে আরহাম।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের প্রধান জেসিকা টিশ গত সোমবার ১৮ আগষ্ট তার এক্স পোস্টে এই ঘোষণা দিয়ে বলেন, দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে একটি নতুন জীবনের প্রবেশ ঘটেছে। গত রাতে, ডিডেক্তিভ ফার্স্ট গ্রেড দিদারুল ইসলামের স্ত্রী জামিলা ইসলাম তাদের সুন্দর পুত্র আরহামের জন্ম দিয়েছেন। আরহাম তার দুই বড় ভাই, অহিয়ান এবং আজহানের সাথে যোগ দিয়েছেন। জেসিকা টিশ আরো বলেন, একইসাথে, তারা তাদের বাবার সেবা এবং সাহসের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দিদার এই শহরকে যে নিষ্ঠা দিয়েছিলেন। সেই নিষ্ঠার সাথে এনওয়াইপিডি সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে এবং সমুন্নত রাখবে। জামিলা, অহিয়ান, আজহান এবং এখন আরহাম চিরকাল নিউইয়র্ক পুলিশ পরিবারের অংশ থাকবে।

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস সংবাদমাধ্যমকে জানান, এনওয়াইপিডির প্রয়াত ডিটেকটিভ দিদারুলের পরিবারের পাশে সবসময় থ াকবে সিটি কর্তৃপক্ষ। তারা আমাদের পরিবার এবং এই মহান শহর, নিউইয়র্কের পরিবার।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই নিউইয়র্ক সিটির ৩৪৫ পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতলভবনে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত হন নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। তার গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার পৌর শহরের মাগুরায়। দিদারুল এনওয়াইপিডির ৪৭তম প্রেসিংকটে কাজ করতেন। পরবর্তীতে ৩১ জুলাই তাকে মরণোত্তর পদোন্নতি দিয়ে ডিটেকটিভ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিউজার্সিতে দাফন করা হয়।

তরুণ চিকিৎসক আরমান সোবহানের অকাল প্রয়াণে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের একটি গৌরবময় পরিবারের সন্তান, তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল চিকিৎসক আরমান সোবহান (২৯) আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ১৭ আগষ্ট রবিবার রাতে নিউ ইয়র্কে ম্যানহাটানে তাঁর বাসভবনে হঠাৎই মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করেন আরমান।
বাংলাদেশের বিখ্যাত আব্বাসউদ্দিন পরিবারের সন্তান আরমানকে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মরহুম মুস্তাফা জামান আব্বাসীর দৌহিত্র আরমানের মা সামিরা আব্বাসী বর্তমানে ফ্লোরিডার মায়ামিতে বসবাস করেন। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সামিরা আব্বাসী ও ইঞ্জিনিয়ার খালেদ সোবহানের দুই সন্তানের একজন ছিলেন আরমান। আরমান সোবহান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য ভকমিউনিটিতর্তি হন বিশ্বখ্যাত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি মেডিকেল স্কুলে কৃতিত্বের সাথে পড়াশোনা শেষ করে একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কের সেন্ট জোন্স রিভারসাইড হাসপাতালে ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে যোগ দেন। চিকিৎসা পেশায় তিনি বিশেষভাবে কার্ডিওলজিতে দক্ষতা অর্জনের স্বপ্ন দেখতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইরে আরমান ছিলেন একজন দক্ষ সংগীতশিল্পী। পিয়ানো, বাঁশি, স্যাক্সোফোন এবং বেহালা বাজাতে পারতেন অনবদ্য দক্ষতায়। বহুমাত্রিক প্রতিভার জন্য পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। নিয়মিত ফোন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে উদ্বিগ্ন পরিবার খোঁজ করতে থাকে। অবশেষে ১৭ আগস্ট রবিবার তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক থেকে আরমানের মরদেহ ফ্লোরিডায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হবে। উল্লেখ্য, আরমানের মা সামিরা আব্বাসী কিছুদিন আগে হারিয়েছেন তাঁর বাবা, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা জামান আব্বাসীকে। তারও আগে প্রয়াত হন তাঁর মা, খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক আসমা আব্বাসী। এভাবে একের পর এক শোকের আঘাতে বিধ্বস্ত এই পরিবারে তরুণ আরমানের অকালপ্রয়াণ নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলাদেশ ও প্রবাসে পরিচিত ও সমাদৃত আব্বাসী পরিবারের এই তরুণ সদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজন-অনুরাগীরা স্তব্ধ হয়ে গেছেন। প্রিয় আরমানকে হারানোর বেদনা কোনোভাবেই ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

ওয়াশিংটন ডিসি সবচেয়ে 'অনিরাপদ থেকে সবচেয়ে নিরাপদ' শহর এখন, পরের লক্ষ্য শিকাগো ও নিউ ইয়র্ক বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ক্ষমতায় ফিরে আসার আগে ওয়াশিংটন ডিসি ছিল 'সবচেয়ে অনিরাপদ শহর'ড়্যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন মন্তব্য হতবাক করেছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে।

আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের দিনকয়েক পর ওভাল অফিসে এক বৈঠকে ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে বলেন, 'আমরা সবচেয়ে অনিরাপদ জায়গা থেকে এমন এক জায়গায় এসেছি, যেখানে এখন দেশের মানুষ ও আমার বন্ধুরা আমাকে ফোন করছে; ডেমোক্র্যাটরাও আমাকে ফোন করে বলছে, "স্যার, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আর আমার স্ত্রী চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো গতকাল রাতে বাইরে খেতে গিয়েছিলাম। ওয়াশিংটন ডিসি এখন নিরাপদ। ট্রাম্পের এ কথাগুলো শুনে জেলেনস্কি বিস্মিত হন বলে এনডিটিভি জানিয়েছে।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট আরও অবাক হন, যখন ট্রাম্প *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হলেন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী শরিফুল খান

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কর্নেল শরীফুল খান মার্কিন সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছেন। তিনি মার্কিন বিমান বাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই পদে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে তিনি মার্কিন সামরিক বাহিনীতে সর্বোচ্চ পদে থাকা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জুনে যেসব সামরিক কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

পাসপোর্ট ছাড়াই প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হওয়ার সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশি পাসপোর্ট না থাকলেও এখন থেকে বিদেশে বসবাসরত প্রবাসীরা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংগ্রহ করে ভোটার হতে পারবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।সেক্ষেত্রে তিনজন প্রবাসী বাংলাদেশি এনআইডিধারীর কাছ থেকে নাগরিকত্বের প্রত্যয়ন নিয়ে ভোটার হওয়া যাবে।

বুধবার (২০ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের এনআইডি অনুবিভাগ থেকে সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, প্রবাসীদের ভোটার হওয়া এবং জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট না থাকলেও বিকল্প উপায়ে পরিচয় যাচাই করে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

টিকটকে 'হোয়াইট হাউসের' অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট, ট্রাম্প বললেন, আমরা ফিরে এসেছি

পরিচয় ডেস্ক : চীনা মালিকানাধীন জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকে হোয়াইট হাউস নামে অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট চালু করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

জালিয়াতি মামলায় বিশাল জরিমানা থেকে অব্যাহতি পেলেও দোষী রয়ে গেলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জালিয়াতি মামলায় প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা বাতিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। এই জরিমানাকে অতিরিক্ত আখ্যা দিয়ে বাতিল করলেও, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেয়া দণ্ড বহাল রেখেছেন নিউইয়র্কের আপিল আদালত। তিন বছর ধরে চলা জালিয়াতি মামলায় অবশেষে জরিমানা থেকে অব্যাহতি পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা বাতিল করেছেন *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

আমাকেও হয়তো বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে

বললেন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন

পরিচয় ডেস্ক : 'আমাকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে। আর তাতে আমার খুব একটা আপত্তি নেই। ভারতের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের ধরপাকড় *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ অঙ্গরাজ্যের স্কুলে বিভিন্ন পর্যায়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক : সেপ্টেম্বর থেকে আসন্ন নতুন শিক্ষাবর্ষে শ্রেণিকক্ষে মোবাইল নিষিদ্ধের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৭টি অঙ্গরাজ্যে ও ডিসট্রিক্ট অব কলম্বিয়া। এর ফলে স্কুলে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আরোপকারী অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫টিতে। ২০২৩ সালে প্রথম এই নিয়ম চালু করেছিল ফ্লোরিডা। নতুন নীতিমালার আওতায় ১৮টি অঙ্গরাজ্য এবং ডিসট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় পুরো *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় ভারতীয়সহ নিহত ৫

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি মহাসড়কে পর্যটকবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ২২ আগষ্ট শুক্রবার চালক অন্যমনস্ক হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি নায়াগ্রা *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

এক ভারতীয়র জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সব বিদেশি ট্রাক চালকের ভিসা স্থগিত!

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশি ট্রাক চালকদের জন্য ভিসা প্রদান অবিলম্বে স্থগিত করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এ ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সম্প্রতি মারাত্মক এক দুর্ঘটনার জেরে ট্রাম্প শিবিরে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত এলো। সামাজিক মাধ্যম এক্সে রুবিও লিখেছেন, 'আমরা *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*